Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No. E/BE. 2/44

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

17.4.76
19.5.76.
3.9.76
7.12.76

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ত্রয়োদশ ভাগ

8/26 2/44

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ত্রয়োদশ ভাগ

[জানুয়ারী, ১৯৫৬--ডিসেম্বর, ১৯৫৬]

গুরুপ্রিয়া দেবী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ
জন্মাষ্টমী, ভাদ্র, ১৩৭৬

মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

মুদ্রক ঃ
বৈদ্যনাথ দত্ত
দি ইউরেকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৭৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশকের কথা

শ্রীশ্রীমায়ের অসীম কৃপায় শ্রীযুক্তা গুরুপ্রিয়া দেবী (দিদি) লিখিত "শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী" গ্রন্থের ত্রয়োদশ ভাগ প্রকাশিত হইল। দীর্ঘ দিনের অসুস্থতা নিবন্ধন লেখিকাকে অনেক সময়ই শ্রীশ্রীমা'র নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইয়াছে। তথাপি তাঁহার এই ডায়েরীর ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমাদের সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

ত্রয়োদশ ভাগের প্রকাশনে নানা কারণ বশতঃ বিশেষ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তগণের নিকট আমরা সেজন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীশ্রীমায়ের অনুগ্রহে আগামী খণ্ডগুলির প্রকাশন যতশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ করিবার প্রচেষ্টা করা হইতেছে।

জন্মাষ্টমী
বাং ১৩৭৬ সন।

বিনীত—
প্রকাশক

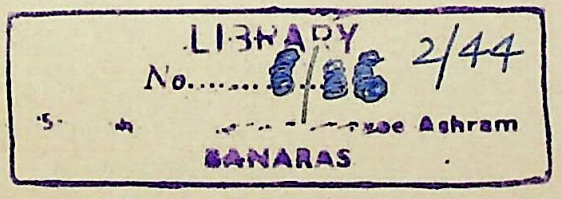

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

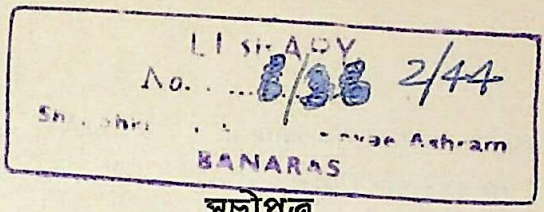

সূচীপত্র

দিল্লীতে কয়েকদিন	...	১
হরিবাবাজী সম্বন্ধে মায়ের বিচিত্র দর্শন ও অপূর্ব মাতৃভাব	...	১৫
কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে মা	...	২০
বিদেশাগত বিশিষ্ট জনগণের মায়ের প্রতি আকর্ষণ	...	২৩
হরিবাবাজী সম্বন্ধে আরও কথা	...	৩২
বৃন্দাবন আশ্রমে পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা	...	৪১
হোসিয়ারপুরে মা	...	৪৭
দিদিমার (শ্রীশ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর) প্রথম সন্ন্যাস উৎসব	...	৫০
কাশীতে বাসন্তী পূজা	...	৫২
শ্রীশ্রীমায়ের ষষ্ঠীতম জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি	...	৫৯
জয়ন্তী উৎসবে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা	...	৬৯
তুলাদানের ইতিকথা ও প্রস্তুতি	...	৮৬
শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা	...	৯৭
হৃষিকেশে পরমার্থ নিকেতনে মা	...	১০২
দেরাদুনে মা	...	১১০
কিশনপুর আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ	...	১১৫
মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর ভারতীজীর অভিমত	...	১২৪
কাশীতে গুরুপূর্ণিমা	...	১২৫
কাশীতে ঝুলন উৎসবে মা	...	১৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীতে জন্মাষ্টমী ও গোপালের তুলাদান	...	১৪২
এলাহাবাদ শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রমে মা	...	১৪৫
গয়াতে মা	...	১৫৬
বিনয়দাদার বাড়ীতে ভাগবৎ সপ্তাহ	...	১৬৬
বিনয়দাদার বাড়ীতে ৺শারদীয়া পূজা	...	১৭৫
রাঁচীতে লক্ষ্মীপূজায় শ্রীলক্ষ্মীমূর্ত্তির কথা	...	১৮৬
পুরীতে মা	...	১৯৩
কাশী আশ্রমে প্রথম শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা	...	২০৪
হরিদ্বারে সপ্তঋষি আশ্রমে সংযম সপ্তাহ	...	২১৪
হরিদ্বার হইতে দিল্লীর পথে	...	২২০
মায়ের বিচিত্র ভাবান্তর	...	২২৭
এক আকস্মিক দুর্ঘটনা	...	২৩০
দুর্ঘটনার উপরে দুর্ঘটনা ও অলৌকিক ভাবে রক্ষা	...	২৪৩
বিন্ধ্যাচলে গীতা জয়ন্তী	...	২৫৩
বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে মা	...	২৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.... 2/44
Shri Shri ... Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ত্রয়োদশ ভাগ

১লা জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ ইংরেজী বৎসরের ১লা। এই উপলক্ষে আজ মা'র দর্শনের জন্য একটু বিশেষ ভীড় সকাল হইতেই হইতেছে। টিহরির মহারাজা, মহারাণী, রাজমাতা প্রভৃতিও আসিয়া মা'র দর্শন করিয়া গেলেন।

দিল্লীতে কয়েকদিন

এবারে দিল্লীতে মা'রও আশাতীত ভাবেই দীর্ঘদিন থাকার যোগাযোগ ঘটিয়াছে এবং এই সুযোগে বহু নূতন নূতন ভক্তেরও দর্শনলাভ ঘটিতেছে। ইতিমধ্যে একদিন পাকিস্তানের হাই কমিশনার রাজা গজনফর আলি খাঁন-ও সস্ত্রীক মা'র দর্শন করিয়া গিয়াছেন।

হরিবাবা নার্সিং হোমেই আছেন এবং ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। মা প্রতিদিনই দুইবেলা হরিবাবাকে দেখিয়া আসেন। আমার আগামীকাল কাশী রওয়ানা হইবার কথা।

২রা জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমি পানু, রেণু ও ২টি মেয়েকে লইয়া কাশী রওয়ানা হইলাম। শুনিয়া আসিলাম মা একটু পরেই হরিবাবাকে দেখিয়া আশ্রমে ফিরিবেন। মা'র শরীরটা বেশ কিছুদিন হইতেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশেষ ভাল যাইতেছে না। সঙ্গে সেবার উপযুক্ত বিশেষ কেহই নাই। দিন কয়েকের জন্য কুসুমকে বৃন্দাবন হইতে আনা হইয়াছে।

৩রা জানুয়ায়ী ১৯৫৬।

বেলা প্রায় ১২৷৷০টায় কাশী পৌঁছিলাম। পথে বিভিন্ন ষ্টেশনে, সংবাদ পাইয়া অনেকেই আসিয়া মা'র সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া গেল। 'মা এদিকে কবে আসিবেন'—সকলেরই এই এক জিজ্ঞাসা।

৫ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

সকাল প্রায় ১০টা। হঠাৎ এলাহাবাদ হইতে পরমানন্দ স্বামিজীর ফোন আসিল যে মা Upper India Expressএ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেখানে আসিয়া মা উঠিয়াছেন Dr. Pannalalএর বাসায়। আজই নাকি খাওয়া দাওয়া করিয়া মোটরে বিন্ধ্যাচল চলিয়া যাইবেন। এখান হইতে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ ও অমূল্যবাবুকে আগামীকাল সকালে মোটরে যাইবার জন্য মা বলিয়াছেন।

দুপুরে Dr. Das Guptaএর সহিত পান্নু ও দিদিমা প্রভৃতি মা'র সঙ্গে দেখা করিতে মোটরে বিন্ধ্যাচল গেলেন। রাত্রি প্রায় ৮টার পরে পটল আসিয়া খবর দিল যে মা প্রায় ২ ঘটিকার পরে বিন্ধ্যাচল আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে মা শ্রীযুক্ত গোপাল স্বরূপ পাঠক মহাশয়ের গাড়ীতেই বিন্ধ্যাচল আসিয়াছেন। সঙ্গে আসিয়াছেন পাঠক মহাশয়ের ভগ্নী, মেয়ে এবং নীরজবাবুর মেয়ে

এলাহাবাদ ও বিন্ধ্যাচলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বীথু। তাহারা মাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আবার মোটরেই ফিরিয়া গিয়াছে।

সেদিন দিদিমা, পান্নু ও বিমলা বিন্ধ্যাচলেই রহিয়া গেল। পরে শুনিলাম সেদিন সন্ধ্যার পরে ডাঃ পান্নালালজীর জামাতা শ্রীরামেশ্বর সহায় এবং অন্যান্য আরো অনেকে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারী ডাক বাংলোতেই থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

৬ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

মায়ের পূর্ব্বদিনের আদেশ অনুসারে আজ সকালেই শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় এবং অমূল্যবাবু বিন্ধ্যাচল রওয়ানা হইয়া গেলেন। তাহাদের সঙ্গে 'বুনি'ও গেল। পরে উদাস, বিন্দু এবং চিন্ময়ানন্দও রওয়ানা হইয়া গেল।

৭ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ গৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছে। তাহার মুখে শুনিলাম যে মা'র শরীর এখন ভালই আছে। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে মা'র অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইয়াছে। এলাহাবাদ হইতে পরশু রাত্রেই ডাঃ পান্নালালজী এবং তাঁহার কন্যা লীলা প্রভৃতিও আসিয়াছেন। মা'র আগামীকাল এখানে আসিবার কথা শুনিলাম। হরিবাবার নার্সিং হোম হইতে ছুটির সংবাদ পাইলেই মা নাকি দিল্লী রওয়ানা হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ বৈকালবেলা প্রায় ৫টার সময় মা আসিয়া পৌঁছিলেন। মা'র সঙ্গে আসিয়াছে কানপুরের ৪।৫ জন, কলিকাতা হইতে গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রী ও পুত্র এবং ভাইজীর ছেলে রামানন্দ। এইবার রামানন্দ বহুদিন পরে আমাদের কাছে আসিল। শুনিলাম মা-ই বিন্ধ্যাচল পৌঁছিয়া তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিয়া আনাইয়াছেন।

১০ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

বেলা ২৷৷০টার কাছাকাছি, আজ মা মোটরেই আবার বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বে ট্রেনে এক পার্টি চলিয়া গিয়াছে। বিন্ধ্যাচল মা'র ২।১ দিনের বেশী থাকা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ শুনিলাম হরিবাবাকে আগামী শনিবার ১৪ই তারিখের মধ্যেই ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ বিন্ধ্যাচল হইতে ফোন আসিল যে মা আগামীকাল এখানে আসিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতেই দিল্লী রওয়ানা হইয়া যাইবেন। রাত্রে আসিয়া পটলও এই সংবাদই দিল,—সে আজ ম'ার সঙ্গে দেখা করিতে বিন্ধ্যাচল গিয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

বেলা প্রায় ২টার সময় মা গোপাল ডাক্তারবাবুর মোটরে এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখিলাম শরীরটা মোটেও ভাল না। গত ২।৩ দিন হইতেই নাকি পেটে একটা ব্যথার ভাব খুব চলিতেছে। এখনও তাহা রহিয়াছে। তবুও আজই যাইবার কথা। দিল্লী হইতে তার আসিয়াছে আগামী পরশুই হরিবাবাকে হাসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিবে। যথাসময়ে মা Upper India Expressএ রওয়ানা হইয়া গেলেন। সঙ্গে গেলেন শুধু পরমানন্দ স্বামিজী এবং শোভা। আর কাহাকেও মা সঙ্গে নিলেন না।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

বিন্ধ্যাচল হইতে গোপীবাবু, অমূল্য বাবু প্রভৃতি আজ সকালে মোটরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

রাত্রে Bombay হইতে ভাইয়ার telegram আসিল যে তাঁহার শরীরটা খুব ভাল না থাকায় তিনি এখন সপ্তাহখানেক কলিকাতায় যাইবেন না। তাহার শরীর সম্বন্ধে মা'র-ও কিছু কথা খেয়ালে আসিয়াছিল। মা তাই প্রাইভেটে তাঁহার স্ত্রী লীলার নিকট কিছু কিছু নির্দ্দেশ পাঠাইয়া দিয়াছেন। মা'র কৃপা এইরূপ অযাচিত ভাবে সর্ব্বদাই কাহারো না কাহারো উপর বর্ষিত হইতেছে—ইহা ত সর্ব্বদাই দেখিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৪ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ পৌষ সংক্রান্তি। আজ মহাযজ্ঞের বাৎসরিক উৎসব দিন। তাই উদয়াস্ত মা-নাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মেয়েরা সকলে মিলিয়া ঊষাকাল হইতে কীর্ত্তন সুরু করিয়াছে। বাহির হইতেও অনেকে আসিয়া যোগ দিতেছে। যজ্ঞ মণ্ডপ ও তাহার চতুস্পার্শের স্থানটী ফুল মালা দিয়া সাজান হইয়াছে।

পৌষ-সংক্রান্তি মহাযজ্ঞের বাৎসরিক উৎসব দিন

দিল্লী হইতে এখন পর্যন্ত মা'র কোন সংবাদই পাই নাই। মা'র শরীরের জন্যই বিশেষ চিন্তা হয়—সঙ্গে সেবা করিবারও ত কেহই নাই।

১৬ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ দিল্লীর চিঠি পাইলাম। স্বামিজী লিখিয়াছেন যে ১৩ই মধ্যাহ্নে মা বেশ ভাল ভাবেই সকলকে নিয়া পৌছিয়াছেন। ষ্টেশন হইতে আশ্রম যাইবার পথেই মা নার্সিং হোমে হরিবাবাকে দেখিয়া যান। ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন যে প্রস্রাব করাইবার জন্য যে ছিদ্র করা হইয়াছে তাহা বৃষ্টির জন্য এখনও শুকায় নাই। তাই হরিবাবাকে আরও ৩।৪ দিন হাসপাতালে থাকিতে হইবে। ইহা শুনিয়া হরিবাবা নাকি নারায়ণ দাশজীকে কাশীতে ফোন করিয়া বলিতে বলিয়াছিলেন যে মা যেন আরও ৩।৪ দিন বিশ্রাম করিয়া আসেন। কিন্তু টেলিফোনের লাইন সময় মত পাওয়া যায় নাই। মা'ও পূর্ব্ব সংবাদ অনুযায়ী দিল্লী গিয়া পৌছেন। যাহা হোক্ হরিবাবা এখন অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভালর দিকে। স্বামিজী আরও লিখিয়াছেন যে গোপালের মা ভাল হইয়া হাসপাতাল হইতে আশ্রমে আসিয়া মা'র নিকটেই আছে।

গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্রবধূও মা'র সঙ্গে আছে। তাহার-ও এক পত্র পাইলাম। সে লিখিতেছে যে মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল না। পেটের ব্যথাটা যদিও কিছু কম কিন্তু পিঠে শিরায় টান লাগায় একটা নূতন ব্যথার সৃষ্টি হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া মনটা খুবই খারাপ লাগিতেছে।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই পটলের নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে হরিবাবাকে গতকালই নার্সিং হোম হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। হরিবাবাকে আশ্রমে আনা হইয়াছে। বুঝিলাম মা যাইয়া তাড়াতাড়ি হরিবাবার সব বন্দোবস্ত করিতেছেন।

১৭ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ দিল্লী হইতে পঙ্কজ সেন মহাশয়ের পত্রে জানিলাম যে হরিবাবা আশ্রমে গিয়া বেশ ভালই আছেন। মা'র শরীরও এক প্রকার চলিতেছে, তবে হরিবাবার জন্য নাকি মা খুবই ব্যস্ত আছেন।

১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ শোভা ও গৌরীর পত্র আসিয়াছে। তাহারা লিখিয়াছে যে খোলা জায়গায় মা সকাল বিকাল হরিবাবাকে নিয়া বসেন। এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের একটি বিচিত্র ঘটনার কথাও তাহারা লিখিয়াছে। তাহারা লিখিয়াছে যে একদিন ভোর বেলা মা শুইয়া শুইয়া শুনিতেছিলেন কেহ যেন বিভোর হইয়া কীর্ত্তন করিতেছে,—"ওহে বৃন্দাবন শ্যাম..... "শুনিতে শুনিতে মা'র ভিতর হইতে আরও কয়েকটী পদ বাহির হইয়া আসিল—"ওহে অখিল পতি শ্যাম....." মা-ও সেই সুরে নিজেই গাহিতে সুরু করিয়া দিলেন। হরিবাবা এই বিষয়টী শুনিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে মা কিছু দেখিয়াছেন কি? মা তাহার উত্তরে শুধু বলিয়াছেন যে আওয়াজ-ই শুনিয়াছেন মাত্র।

একটি বিচিত্র ঘটনা

গৌরীর পত্রে মার শরীরের কথাও বিস্তারিত জানিলাম। মা'র কোমড়ের শিরার ব্যথাটা এখন অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়াছে। বিকালে ৪টার পর আজকাল দালিয়ার খিচুড়ী খাইতেছেন। সকালে মিশ্রিজল, কমলার রস ও দৈ খান। পেটের ব্যথার জন্য এইরূপ পথ্য চলিতেছে। এইরূপ খাওয়ার ফলে উপস্থিত কিছুটা ভাল আছেন।

হরিবাবার নাকি ওখানে আরও দিন ১৫ থাকার কথা। তাহার পরে হোসিয়ারপুরের দিকেই নাকি তাঁহার যাওয়ার ইচ্ছা। হরিবাবা চলিয়া গেলে মা হয়ত বিন্ধ্যাচলে আসিতে পারেন—এইরূপ সম্ভাবনার কথা হইতেছে। Nursing Home হইতে ডাক্তার আসিয়া একদিন পরে একদিন ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া যান। প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত সৎসঙ্গ চলিতেছে।

২০শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ হিরুর পত্রে ওখানকার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানিলাম। সকালে ৯৷৷০ হইতে ১০৷৷০ পর্যন্ত পাঠাদি হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবা এবং মা উভয়েই আসিয়া বসেন। তাহার পর কিছুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ হয়।

বৈকালে-ও প্রায় ১ ঘণ্টা মা ও হরিবাবার উপস্থিতিতে ভক্ত চরিত্র পাঠ হয়। হরিবাবা নিজে এখনও পাঠ সুরু করেন নাই। তবে সকাল সন্ধ্যায় সামান্য সামান্য কীর্ত্তন করেন।

পাটনার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বক্সি, I.C.S. মা'র দর্শনের জন্য দিল্লীতে গিয়াছেন। একবার ইহার-ই বাড়ীতে মা একবেলা ছিলেন। ভদ্রলোক নাকি অদ্ভুত প্রতাপশালী অথচ খুবই অমায়িক ও মিশুক প্রকৃতির। বিহারের Board of Revenue এর তিনি Secretary.

২২শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

শ্রীযুক্ত বক্সি পাটনার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য কাশীতে নামিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিয়া গেলেন। দেখিলাম তিনি খুবই সুন্দর স্বভাব এবং সেবা পরায়ণ। অল্প সময়ই ছিলেন, তবুও মনে হইল যেন কত দিনের পরিচিত তিনি, এমনই তাঁর ভাব। বাস্তবিক্ মা'র চরণে আসিয়া কত সুন্দর সুন্দর ভাই বোনই না পাইলাম।

আজ একটী সংবাদ শুনিলাম। সংবাদে একটু উদ্বিগ্নই হইলাম। হঠাৎ ভারত সরকার সকল Life Assuarance Company গুলির রাষ্ট্রীয়করণ করিয়া লইয়াছেন। জীবন বীমার ব্যাপারে তাই একটা আমূল পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে। শ্রীযুক্ত বি কে সাহ (ভাইয়া) New Indiaর Managing Director. প্রকৃত পক্ষে তিনিই জীবন বীমার কারবারকে নূতন পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিতে-ছিলেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা, কর্ম ক্ষমতা এ ব্যাপারে অতুলনীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হঠাৎ এই ভাবে ভারত সরকারের ইচ্ছাক্রমে সমস্ত জীবন বীমা কোম্পানি গুলির সমাপ্তি হওয়ায় ভাইয়া যে কি নিদারুণ আঘাত পাইয়াছেন তাহা ভাবিয়া আমাদের সকলের মনেই দুঃখ বোধ হইতেছে। শুধ্ ভাইয়ার জন্যেই নয়, তাঁহার সূত্রে তাঁহার কোম্পানীর বহু লোকের সহিতও ঘনিষ্ট ভাবে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আর তাহাদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধ বজায় রাখার সুযোগ সুবিধা হয়ত আর হইবে না। সহস্র সহস্র লোকের জীবনে একটা আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে।

২৩শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

আজ দিল্লী হইতে গৌরীর আর এক পত্র পাইলাম। সে পত্রে জানিলাম যে মা'র শরীর উপস্থিত ভালই আছে। তবে এখনো দ্বিপ্রহরে ফল দৈ এবং বৈকালে খিচুড়ী খাইতেছেন, পেট ভালই আছে। একটু কাশির ভাব আছে।

সে আরো লিখিয়াছে যে হরিবাবা ভাল হইয়া উঠিলে এই কয় দিনের মধ্যেই আদিত্য নারায়ণজী এবং তাহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ হরিবাবার আরোগ্য উপলক্ষ্যে ৫০০ সাধু ভোজন করাইতে পারেন। যদি এই কয়দিনের মধ্যে হয় তবে বৃন্দাবনে গিয়াই ইহা হইতে পারে এবং তখন মাকেও সেখানে লইয়া যাইতে পারে। যদি শিব প্রতিষ্ঠার যোগাযোগ এবার বৃন্দাবনে হয় তবে হয়ত সাধু ভোজন সেই সময়েও হইতে পারে।

তাহার পত্রে আরো জানিলাম টিহরীর রাজমাতাও হয়ত মা'র সঙ্গে আসিয়া বিন্ধ্যাচলে থাকিতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫শে জানুয়ারী ১৯৫৬

আজ গৌরীর চিঠিতে সংবাদ পাইলাম যে হরিবাবা ৩০শে এরো-প্লেনে অমৃতসর হইয়া হোসিয়ারপুর রওয়ানা হইবেন। মা'রও সেই দিনই মোটরে বৃন্দাবনে যাইবার কথা হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিয়া কাশী রওয়ানা হইবার কথা।

মা'র পেটের ব্যথাটা মাঝে মাঝে এখনো জাগে। তবে কাশির ভাবটা একটু কম মনে হয়।

২৭শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

স্বামিজী ও হীরুর পত্রে জানা গেল যে ভাইয়া গত ২৫শে রাত্রিতে দিল্লী পৌঁছিয়াছেন। আগামী ৩১শে তাঁহার আবার বম্বেতে ফিরিয়া যাইবার কথা। প্রথম ধাক্কাটি তিনি মা'র কৃপায় এখন অনেক সামলাইয়া লইয়াছেন। আবার নূতন উদ্যমে কাজ সুরু করিয়াছেন। মা লিখিয়াছেন যে বম্বেতে ভাইয়ার যোগাযোগ বেশ ভালই হইয়াছে। বিভূ বম্বেতে থাকায় প্রত্যহ রামায়ণ পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদি সব নিয়মিত হইতেছে। সৎসঙ্গে উহাদের মন ভালই লাগিতেছে।

২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

স্বামিজীর পত্রে জানিলাম যে মা'র শরীর একপ্রকার ভালই আছে। হরিবাবার শরীরও এখন প্রায় সুস্থই। বৃন্দাবন হইতে দিল্লী ফিরিয়া ৩রা মা'র কাশী রওয়ানা হইবার কথা হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

গৌরী লিখিয়াছে যে মা'র খাওয়া দাওয়া পূর্ব্বের নিয়মেই চলিতেছে। গলা ব্যথা একটু কম আছে মনে হয়। কাশি কম। ভাইয়া এবং টিহরীর মহারাণী প্রত্যহই মা'র নিকট আসেন।

হিরুর পত্রে জানিলাম যে ইতিমধ্যে মা একদিন বুলির মেয়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। বুলিরা দিল্লীতেই থাকে এবং তাহাদের পরিবার বহুদিন হইতেই মা'র সঙ্গে পরিচিত।

হরিবাবা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। ডাক্তার তাঁহার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া দিয়াছেন। নিয়মিত ২ বেলাই কীর্ত্তনে যোগ দিতেছেন।

৩১শে মা'র পঞ্চুদার বাসায় ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখান হইতেই সোজা মোটরে মা'র বৃন্দাবন রওয়ানা হইবার কথা।

হরিবাবা নাকি প্রায়ই আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি যাহাতে শীঘ্র সুস্থ হইয়া শিবরাত্রির সময় এবং মহাপ্রভুর উৎসবের সময়ে যোগদান করিতে পারি সেই জন্য তিনি সংকল্প করিয়া এক লক্ষ জপ করাইতেছেন। এই সব কথা শুনিলে মায়ের কৃপার কথা স্মরণ করিয়া আমার কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরিয়া ওঠে—মা'র চরণে আসিয়া এইভাবে কত সাধু মহাত্মার কৃপাই না লাভ করিলাম।

৩১শে জানুয়ারী ১৯৫৬।

স্বামিজীর পত্রে সংবাদ পাইলাম যে মা গতকাল সকালে পঞ্চুদার বাড়ীতে গিয়াছিলেন এবং মা'র ভোগের ব্যবস্থা সেইখানেই হইয়াছিল। সেখান হইতে Caledonian Insurance Co. এর Manager শ্রীযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেহেরার বাড়ী এবং নিজামুদ্দিনে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের বাড়ী হইয়া সন্ধ্যায় আশ্রমে ফিরিয়াছেন। গতকাল সকালে ৭টার সময় শ্রীশ্রীহরিবাবা প্লেনে অমৃতসর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

আজ সকালে মা'র বৃন্দাবন মোটরে যাইবার কথা। সেখান হইতে পরশু সকালে দিল্লী ফিরিয়া আশ্রমে খাওয়া দাওয়া করিয়া Upper India Expressএ কাশী রওয়ানা হইবেন। মা'র সঙ্গে টিহরীর রাজমাতা এবং তাহার মেয়ে শীলারও আসিবার কথা। শীলার বিবাহ পাঞ্জাবে লম্বগ্রামের রাজার সহিত হইয়াছে।

ভাইয়া শুনিলাম বম্বে হইতে হঠাৎ জরুরী সংবাদ পাইয়া ২ দিন পূর্বেই রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

শ্রীশ্রীহরিবাবার অসুস্থতার সময় মায়ের যে কী অপূর্ব স্নেহময়ী মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রসঙ্গে প্রায়ই এখনও আলোচনা হয়। শ্রীশ্রীহরিবাবার operationএর পূর্ব দিনে তিনি কিছু খাইতে পারেন নাই, এই কথা শুনিয়া আসিয়াই মা নিজে সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার জন্য দালিয়া তৈয়ার করিয়া স্বামিজী ও পানুকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঠিক যেন হয় এই জন্য মা-ও কিছু সাহায্য করিলেন। তাহাতে যে কত যত্ন ও আগ্রহের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহা না দেখিলে বুঝান যায় না। শ্রীশ্রীহরি বাবার এক আশ্রমবাসী পণ্ডিত সুন্দরলালজী এই যত্ন ও আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া অনেকের কাছেই সবিস্তারে এই সব কথা বলিতেছিলেন। সবই মা'র আশ্চর্য-সুন্দর। ঐ সময় মাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল

মায়ের অপূর্ব স্নেহের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন হরিবাবার বিষয় ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। ঐ বিষয় ছাড়া তাঁহার যেন করিবার বা বলিবার আর কিছুই নাই। মায়ের সব কাজই যেন অপূর্ব-সুন্দর।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

মা বেলা প্রায় ২টার পর Upper India Expressএ আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে রাজমাতা, তাঁহার মেয়ে শীলা, স্বামিজী প্রভৃতি ৮।১০ জন আসিয়াছেন। বিন্ধ্যাচল আশ্রমে পায়খানা বাথরুমের সুবিধা না থাকায় ২।১টি নূতন করিয়া বানান হইতেছে। পান্নুকে আজই রাত্রে বিন্ধ্যাচল পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

মা'র শরীরটা ভাল দেখা যাইতেছে না। বিশ্রাম ত নাই বলিলেই চলে। এখন এদিকে যদি কিছুদিন বিশ্রাম লওয়া হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

বিকাল ৪॥০টায় মা মোটরে বিন্ধ্যাচল রওয়ানা হইয়া গেলেন। সঙ্গে ডাক্তার গোপালদার মোটরেও কেহ কেহ গেল। Lucknow হইতে একজন প্রসিদ্ধ Swiss অধ্যাপক আসিয়াছেন মা'র দর্শনের জন্য। তিনিও মা'র কাছে ২।১ দিন থাকিবার জন্য বিন্ধ্যাচল গেলেন।

পরশুদিন সন্ধ্যাবেলা পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় মা কবিরাজ মহাশয়কে বলিতেছেন;—"এক এক সময় এক একটা হইয়া যায়। হরিবাবাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই শরীরটার সঙ্গে খুব সঙ্কোচ ব্যবহার করে। এই শরীরটাও তাই করে। কখনও ছোঁয়াও হয় না। এবার দিল্লী আশ্রম হইতে হরিবাবা যখন রওয়ানা হ'ন তখন এই শরীর গিয়া মোটরের সামনে দাঁড়াইয়াছে। বাবা রওয়ানা হবেন। হঠাৎ এই শরীরটা বলিল,—'পিতাজী, 'থোরা ঘরমে আও।' এমনভাবে বলা আসিল যে হরিবাবা একটুও আপত্তি করিলেন না। ঘরে আসিতেই বলা হইল,—'চৌকিকে উপর থোড়া বৈঠো।' বাবাও বেশ একটু সংকোচের সঙ্গে বসিলেন। বাবা বসিতেই এই শরীর ২ হাত দিয়া তাহার ২ বাহুতে একটু ধরিয়া উঠাইল এবং বলিল—'আচ্ছা অভী চলো।' এইভাবে সূক্ষ্মে কিছু দেখা হইয়াছিল মা তাহা প্রকাশ করিলেন। শিশুকে যেন মা ২ হাত ধরিয়া উঠাইয়া দিলেন।

গোপীবাবুকে মা বলিতেছিলেন এই রকমটা হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া ত কিছুই করা হয় না।"

এই কথা শুনিয়া হীরু বলিল,—'আরও একটা বিশেষ কথা আছে যে এবার যখন হরিবাবা দিল্লী আশ্রম হইতে হোসিয়ারপুর যাইতে ছিলেন সেই সময় তিনি ইঞ্জিনিয়র নারায়ণ দাসজীকে বলিতেছিলেন যে

হরিবাবাজী সম্বন্ধে মায়ের বিচিত্র দর্শন ও অপূর্ব মাতৃভাব

operationএর পরে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতেছিলেন যে ছোট্ট শিশুরূপে শ্রীশ্রীমায়ের কোলে শুইয়া তিনি স্তন পান করিতেছেন। শিশুর মত একটী নেংটী তাঁহার পড়া আছে, আর চারিদিকে সাধু মহাত্মারা অনেকে জ্যোতির্ময় পতাকা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এরূপ চমৎকার জ্যোতি তিনি আর পূর্বে কখনো দেখেন নাই'।

ইহা শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, 'মা যেমনভাবে হঠাৎ বিন্ধ্যাচল হইতে হরিবাবার অসুখের সংবাদ পাইয়া অমৃতসর চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেলেন—সেও ত এক অদ্ভুত মাতৃভাব। সেইরূপ হরিবাবারও এই শিশুভাব মাতৃক্রোড়ে। ঠিক ঐ সময়টীতে মা গিয়া অমৃতসর উপস্থিত না হইলে, সেখানে operation হইয়া কি বিভ্রাট হইত কে জানে! মা একেবারে ঠিক সময়ে গিয়া উপস্থিত। এই ঘটনাও ত সাধারণ নয়।'

হরিবাবার operationএর পূর্বদিন সকালে যে সূক্ষ্মে হরিবাবাজীর গুরুদেব আসিয়া মাকে বলিয়াছিলেন,—"আগামীকাল ইহার সংরক্ষণ প্রয়োজন। স্বয়ং রক্ষাকী জরুরত হুয়।" এই ব্যাপারটীও যে খুবই অসাধারণ তাহাতেই বা সন্দেহ কই! আর ইহা ত সকলেই জানে যে এইরূপ operationএ এই বয়সে শতকরা ৯৫ জনই ত মারা যায়। বিখ্যাত বিখ্যাত কয়েকজনও ত এই রোগে মারা গিয়াছেন। সুতরাং হরিবাবার এই ব্যাপারে সবই যে মা'র কৃপায়ই যোগাযোগ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এইভাবে মা'র কৃপা অবিরল ধারায়ই ত ঝড়িতেছে, দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা এত দেখিয়াও ত বুঝি না।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

গতকাল মা বিন্ধ্যাচল যাইবার পূর্বে আত্মানন্দজীর সঙ্গে একটী মেম ও সাহেব মা'র সঙ্গে একান্তে কথা বলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। আমি যে ঘরে উপস্থিত, সে ঘরে বসিয়াই তাঁহারা মা'র সঙ্গে কথা বলিলেন। আত্মানন্দ মা'র কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। সাহেব ও মেমটির সহিত মা'র ধর্ম বিষয়ে আলাপ হইতেছিল। ধর্মভাবে জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিবার উপায় কি,—এই ছিল তাঁহাদের

জীবনকে উন্নত ও পবিত্র করিবার উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন। মা কথায় কথায় বলিতেছিলেন,—"সত্য, ধৈর্য, শান্ত ও একত্বভাব, অর্থাৎ সবই এক, এক ছাড়া দুই নাই,—এই ভাবগুলি রাখার চেষ্টা করা।"

আজকাল বাহিরে নানা দেশে মা'র কথা এত দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে যে প্রায় প্রত্যহই মা'র আশ্রম দেখিবার জন্য ২।৪ জন সাহেব ও মেম আসিয়া থাকেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। মা এবং আশ্রম সম্বন্ধে তাঁহাদের কৌতূহল সত্যই লক্ষ্য করিবার জিনিষ। বিদেশ হইতেও প্রায়ই মা'র নিকট পত্রাদি আসিতেছে। বহু ক্ষেত্রে অনেক অলৌকিক ঘটনাও ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র মাইল দূরে থাকিয়াও অনেকে এমনভাবে মা'র কৃপা অনুভব করিতেছেন যে তাহা শুনিয়া আশ্চর্য না হইয়া উপায় নাই।

হঠাৎ স্বামিজী বিন্ধ্যাচল হইতে মোটরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্যাচলে শিবরাত্রির দিন শিব প্রতিষ্ঠার কথা হইয়াছে। শিব মন্দিরের কাজেই তিনি মা'র নির্দ্দেশে বৃন্দাবন যাইতেছেন। সেই সঙ্গে পানুকেও চণ্ডীগড় শ্রীযুক্ত বর্ম্মার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

যোগেনদার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বহুদিন পূর্বের একটি কথা শুনিলাম। যোগেনদা বলিতেছিলেন যে বহু বৎসর পূর্বে কাহারও জিজ্ঞাসায় মা বলিয়াছিলেন,—"এ শরীরের অজানা বা ভুল বলিয়া কিছুই নাই। সামনে হোক দূরে হোক, বাহ্যতঃ দেখা না দেখা যা হইবার হইয়াই যাইতেছে।" এই কথায় আমরা বুঝি যে মা'র কৃপা সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বর্ষিত হইতেছে। চেনা, অচেনা, নূতন পুরাতনের প্রশ্নই নাই।

মায়ের নিকট অজানা বা ভুল বলিয়া কিছুই নাই

আবার কথা হইতেছিল যে মা'র কাছে যাহারা আসে তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খারাপ কাজ কি করিয়া করে। কত রকম অন্যায় কাজ হইয়া যাইতেছে —মা'র নিকট হইতে বেশী দূরেও না। এইরূপ প্রশ্নের জবাবে মা বলিয়াছিলেন যে কোথায় কুকুর বাহ্যি প্রস্রাব করিল তাহাও নিষেধ করিতে, দেখিতে হইবে নাকি? তোদের শরীরের মধ্যেও যে কত জীবাণুর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সর্বদা হইতেছে তাহার ছুৎ তোরা কি মানিস্? মা'র কথা একেবারে নিছক সত্য। একবার শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের নিকট এইরূপ প্রশ্ন কেহ করিয়াছিল। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে পুরাকালে সাধুদের আশ্রমে তাহাদের তপস্যার প্রভাবে বাঘে ও গরুতে হিংসা বৃত্তি ভুলিয়া এক ঘাটে জল খাইত। কিন্তু মা'র এখানে নানা ভাবের অন্যায় কাজ কি ভাবে হইয়া যাইতেছে? কবিরাজ মহাশয় উত্তরে বলিয়াছিলেন যে কথাটি সত্য। তবে তাহাদের তপস্যার প্রভাবে, তাহাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতরেই কোনও রূপ অন্যায় কাজ সম্ভব হইত না। তাঁহাদের শক্তির প্রভাবও গণ্ডীবদ্ধ ছিল। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে কি না হইতেছে! তাঁহার সীমানা ত গণ্ডীবদ্ধ না। সে ভাবও নাই, সে রূপও নাই—সে রূপ সংকল্পও নাই। তিনি বিরাট এবং মহান। তাঁহার সৃষ্টির ভিতরে সব কিছুই হইতে পারে—হইতেছেও।

মায়ের সীমানা গণ্ডিহীন

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

বিকালে বিন্ধ্যাচল হইতে রাজমাতা ও তাঁহার মেয়ে মোটরে করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা আজই সন্ধ্যায় দিল্লী রওয়ানা হইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে বুনিও আসিয়াছে। তাঁহার নিকটে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র বিষয় কিছু শুনিলাম। মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল না—খুব সর্দ্দি কাশি হইয়াছে। বিন্ধ্যাচলেও অনেকে মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

এখানে কয়েকটী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বেলা প্রায় ৫॥ টায় মা বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

আজ আমার জন্মদিন। গত বৎসর হইতেই কন্যাপীঠের মেয়েরা সকলে মিলিয়া এই দিনে বিশেষ করিয়া জপ ধ্যানের আয়োজন করে। অমূল্যদাদার মেয়ে সতীই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। আজও সকাল হইতে জপ ধ্যানাদি আরম্ভ হইয়াছে। মা'র বসিবার স্থানটীও বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে। বিকাল বেলা ৩টা হইতে আবার সৎসঙ্গ সুরু হইল। ছোট ছোট মেয়েরা এবং বড়রাও অনেকেই আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিল। বিকালে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা পদ্মাজী গীতার উপর বেশ সুন্দর বলিলেন। সন্ধ্যার পর মেয়েদের আগ্রহে নারায়ণ স্বামিজীও অনেকটা বলিলেন। সকলের মুখে নিজ বিষয়ে এইরূপ নানারকম ভাষণ শুনিয়া আমার ত বিশেষ সঙ্কোচই বোধ হইতেছিল।

সন্ধ্যার পরে Lucknow এর খ্যাতনামা Swiss অধ্যাপক Dr. Boss মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। মাকে দেখিয়া তিনি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামান্য ৩।৪ দিনেই বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়াছেন। Dr. Boss বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ দার্শনিক। Lucknow Universityর আহ্বানে তিনি কয়েক মাসের জন্য এদেশে আসিয়াছেন। ভারতীয় দর্শন ব্যতীত আধ্যাত্মিক বিদ্যা সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়।

সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ Dutch গায়ক ও ভাষাবিদ্ Dr. Arnold Bakeও সস্ত্রীক মাকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ডাঃ Bake Oxford Universityর পক্ষ হইতে ভারতের লোক সঙ্গীত শিখিয়া বিলাতে record করিয়া পাঠান। বহু ভাষায় তিনি বেশ সুন্দর গান করিতে পারেন। বাংলাতেও বেশ সরল ভাবে কথা বার্ত্তা বলেন। মা'র নিকট বসিয়া তিনি ৪।৫ টী গান শুনাইয়া গেলেন। আগামী কাল আবার আসিবেন বলিলেন।

দুপুর বেলার পর মা ডাক্তার গোপাল দাশগুপ্তের সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতেই বিশ্বনাথ মন্দিরে গিয়া ঘুরিয়া আসিলেন। বিশ্বনাথ মন্দিরের পাণ্ডারাই বিশেষ আগ্রহ করিয়া মাকে ও ডাক্তার বাবুকে নিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার বাবু কাশীতে প্রায় ৩৬ বৎসর ধরিয়া আছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যান নাই। মা একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি প্রত্যুত্তরে মাকে বলিয়াছিলেন,— "মাকে পাওয়ার পরেও কি বিশ্বনাথ দেখার প্রয়োজন আছে ?" মা'র উপর তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা অসীম। তাঁহার মনের গভীর ভাবগুলির প্রকাশ কিছুটা পাওয়া যায় তাঁহার স্বরচিত কবিতার মধ্য দিয়া। প্রায়ই একটী না একটী কবিতা লিখিয়া তিনি মা'র চরণে পাঠাইয়া দেন। কবিতাগুলি সত্যই খুবই সুন্দর— ভাব ভাষা উভয়ই মধুর। আজ ৩৬ বৎসর পরে ঘটনা চক্রে মা-ই নিজে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন

কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লইয়া গেলেন। শ্রী বিশ্বনাথের মোহন্ত তাঁহাকে লইবার জন্য খুবই অনুরোধ করিতেছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মা'র সঙ্গে না যাইলে যে তাঁহার যাওয়ার যোগাযোগ আদৌ ঘটিত না, তাহা খুবই সত্য। পাণ্ডারা মাকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন এবং মাকে দিয়া বিশ্বনাথকে স্পর্শ করাইলেন এবং মাথায় জল দেওয়াইলেন। কিছুদিন হয় হরিজন আন্দোলন উপলক্ষ করিয়া জনসাধারণের মন্দিরের ভিতরে যাওয়া এবং বিশ্বনাথ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বাহিরের একটা জানালা দিয়া লোক দূর হইতে দর্শন করিতে পারে মাত্র। আজ বহুদিন পরে মা'র জন্যই পাণ্ডারা মন্দির খুলিয়া দিয়াছেন। বিশ্বনাথ মন্দির হইতে ফিরিবার পথে মা মারবাড়ী হাসপাতালে নামিয়া ৺মনমোহন মুখার্জীর বৃদ্ধা স্ত্রীকে দেখিয়া আসিলেন। বৃদ্ধা সদ্য বিধবা হইয়াই পায়ে আঘাত পাইয়া আজ কয়েক মাস যাবৎ হাসপাতালে পড়িয়া আছে। আশ্রম হইতেই তাহার খাওয়াদাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা চলিতেছে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

সকাল ৯॥টা নাগাদ মা নামিলেন। আশ্রমের সম্মুখে যে পুরাতন বাড়ীটা কেনা হইয়াছিল তাহার জীর্ণোদ্ধার চলিতেছে। সেই বাড়ীতে কাজ কর্ম দেখাইতে মাকে কমল আসিয়া লইয়া গেল। সেই সঙ্গে আমাকেও একটা invalid chair এ বসাইয়া লইয়া যাওয়া হইল।

প্রায় ১১টায় Dr. Bake পুনরায় সস্ত্রীক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্নপূর্ণার মন্দিরের সম্মুখে সকলকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ২।৩টি গান শুনাইলেন। রাত্রি ৯ টায় তাঁহাকে আবার আসিতে অনুরোধ করা হইল। তিনি সস্ত্রীক আশ্রমেই প্রসাদ পাইয়া গেলেন।

বিকাল বেলা মা বেশ দেরী করিয়াই উপর হইতে নামিলেন। নীচে কিছুক্ষণ বসিয়া, উপরের ছাতে গিয়া কিছুক্ষণ হাটাহাটি করিয়া শুইয়া পড়িলেন। মৌনের কিছু আগে নীচে নামিয়া বারান্দায় বসিলেন। মৌনের পরে Dr. Bake আসিলেন। Tape Recording machine এ তাঁহার ৪।৫টি গান মা'র উপস্থিতিতে record করিয়া রাখা হইল।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

গতকাল মা'র শুইতে শুইতে প্রায় ৩টার উপর হইয়া গিয়াছিল। এই ভাবে শারিরীক বিশ্রামের অভাবে মা'র শরীর বিশেষ ভাল যাইতেছে না।

বিশেষ খ্যাতনামা ফরাসী লেখক M. Jean Herbert মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে এই দেশে আসিয়া তিনি মা'র দর্শন পাইয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় তিনি ভারতীয় সাধুদের সম্বন্ধে অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। মা'র সম্বন্ধেও তিনি ফরাসী ভাষায় এক পুস্তক লিখিয়াছেন এবং 'সদ্‌বাণীর' অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রীও একজন লেখিকা। তিনিও আসিয়াছেন। জড়বাদী পাশ্চাত্য দেশবাসীদের মনে যে ভারতীয় সাধনা এবং ভারতের সাধু মহাত্মাদের শিক্ষা ও জীবন ধারা বিষয়ে বিশেষ রূপে আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে, এই সবই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘটনা ত মা'র কাছে অহরহঃই ঘটিতেছে। ফরাসী ডাক্তার Weintrob (মাতৃদত্ত নাম বিজয়ানন্দ) প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ মা'র আশ্রয়ে থাকিয়া মা'র নির্দ্দেশানুযায়ী সাধন ভজন করিয়া যাইতেছেন। আমেরিকান যুবক Jack Unger (জয়ানন্দ) মা'র আদেশ অনুসারে মায়ের আলমোড়া আশ্রমে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেছে। একবার পিতার অত্যন্ত অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া আমেরিকা গিয়া-ও মায়ের আকর্ষণে পুনরায় সে ফিরিয়া আসিয়াছে। ফরাসী রাজনৈতিক কর্মচারী Mr. Henri Petit বেশ কিছু দিন ভারতে আসিয়া মা'র সঙ্গ করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজ যুবক Collin Turnbull হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করিতে আসিয়া মাকে দর্শন করে এবং বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়ে। মা তাহার নাম দিয়াছেন প্রেমানন্দ। ফরাসী ধনী মহিলা Countesse de Ganay ভারতে আসিয়া কাশী আশ্রমে মা'র দর্শন পাইয়া এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন যে দেশে ফিরিয়াই তিনি মা'র সেবার জন্য একটি cheque পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ মা'র একটি ব্যবহৃত বস্তুর জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। তাঁহাকে মা'র ব্যবহৃত একটি আসন পাঠাইয়া দেওয়ায় তিনি অতিমাত্রায় আনন্দিত হইয়া তাহার প্রাপ্তি সংবাদ দিয়াছেন। অপর একটি ফরাসী মহিলা Mme Miriam Orr সেই সুদূর প্যারীতে বসিয়াই মা'র একটী ছবি দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে মা'র জন্য dry fruits আদি প্রায়ই পাঠাইতেছেন। তাঁহার একটী প্রবন্ধও আনন্দ বার্ত্তায় প্রকাশিত হইয়াছে। এইরূপ আরো কত শত ঘটনা ঘটিতেছে, কত আর তাহার উল্লেখ করিব।

বিদেশাগত বিশিষ্ট জনগণের মায়ের প্রতি আকর্ষণ

অষ্ট্রেলিয়ার শ্রীমতি Edith Mason আলমোড়াতে মা'র চরণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ও মায়ের মিলন দৃশ্যটী একটু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈচিত্রপূর্ণ। প্রথম দর্শনের দিন সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ভাব বিহ্বল অবস্থায় তিনি বসিয়া আছেন। মা-ও নিষ্পলক নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। সেই স্থানের আবহাওয়া-ই যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ সময় এই অবস্থায় কাটিয়া গেলে অকস্মাৎ তিনি শুধু দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিলেন, —Oh ! wonderful ! wonderful !! তিনি কি বুঝিলেন, কি পাইলেন তাহা একমাত্র মা ও তিনিই জানেন।

ইংরাজ যুবক Richard Lannoy ভারতে আসিয়াছিলেন আলোক চিত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তিনি প্রথমবারই মাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়া London এর প্রসিদ্ধ প্রকাশক Thames & Hudson Co. র প্রকাশনায় তিনি "India" শীর্ষক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। মা'র এবং আশ্রমের ২।৩ খানা ছবি সেই পুস্তকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

আজ ৺সরস্বতী পূজা। এবার মেয়েদের পূজা হইবে নূতন আশ্রমের নীচের হল ঘরে। পূজা আরম্ভ হইলে মা সেখানে গিয়া বসিলেন। আমাকেও নিয়া যাওয়া হইল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনাদিও মা'র উপস্থিতিতে সেখানেই হইল।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের পার্শ্বে গোপাল মন্দির। সেখানে মিস্ত্রিদের কিছু কাজ থাকায় গোপালকে অন্নপূর্ণা মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। আজ গোপালকেও তাঁহার নিজ মন্দিরে নিয়া আসা হইল।

আশ্রমের পশ্চিমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় যে নূতন বাড়ীটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে—তাহারই নীচ তলায় আশ্রমের গ্রন্থাগারের উদ্ঘাটনও আজ হইল। মাকে পুরোভাগে রাখিয়া নারায়ণ শিলাসহ আশ্রমের ছেলে-মেয়েরা গ্রন্থ হাতে নূতন ঘরে প্রবেশ করিল। সেখানে কীর্ত্তন, নারায়ণ পূজা এবং যজ্ঞও মা'র উপস্থিতিতে বেশ ভাল ভাবেই হইয়া গেল।

এদিকে সোহরৎ গড়ের কুমার শ্রীপতি সিংএর ছেলেটি আজ দিদিমার নিকট দীক্ষা নিল। তাহারা সকলেই সেই উপলক্ষে আসিয়া আশ্রমে প্রসাদ নিলেন।

সন্ধ্যার পর সেই ফরাসী সাহিত্যিক হার্বাট মা'র দর্শনে আসিলেন। নানান কথাবার্ত্তায় এই সময় ব্লাংকার নিকট বেশ একটি সুন্দর ঘটনা শুনা গেল। Miss Violet ydney নামা এক American মহিলা কাশীতেই কার্যোপলক্ষে ক্লার্কস হোটেলে কিছুদিন যাবৎ আছেন। মা'র প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দিন কয়েক পূর্বে আত্মানন্দ তাঁহার হোটেলের বারান্দায় বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। মাতৃ-কৃপা সম্বন্ধেই আলোচনা হইতেছিল। হঠাৎ আত্মানন্দ দেখিলেন হোটেলের দরজার সম্মুখে মা'র মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আত্মানন্দ ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন মা মোটরের ভিতর বসিয়া আছেন। তিনি বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিতেছেন। হঠাৎ হোটেলের দরজায় মা'র মোটর কেন দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করাতে মা বলিলেন,—"আমার মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" বলা বাহুল্য যে মা'র বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিবার রাস্তা হোটেলের ঐদিক দিয়া নহে। যোগাযোগে মা-ও কেন জানি ঐ পথ দিয়াই ঘুরিয়া আসিয়াছেন। মা'র এইরূপ প্রত্যক্ষ কৃপার নিদর্শন পাইয়া Miss Sydney বিশেষভাবে আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

মায়ের কৃপা। মাকে স্মরণ করিলেই মা সাড়া দেন।

আত্মানন্দ আরও একটি ঘটনা শুনাইল। ফরাসী মহিলা Miriam

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ফ্রান্স হইতে আত্মানন্দের নিকট মা'র কিছু প্রসাদের জন্য অনুরোধ জানাইয়া পত্র দিয়াছিলেন। আত্মানন্দ মাকে এই প্রার্থনা জানাইবা মাত্র মা চুলের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে কিছুটা চুল তাহার হাতে দিয়া দিলেন। আত্মানন্দ বুঝিলেন মা এই প্রসাদই সেই মহিলাকে পাঠাইবার জন্য দিয়াছেন। বিষয়টি খুবই অদ্ভুত। কারণ মা সাধারণতঃ নিজের প্রসাদ বলিয়া কাহাকেও কোন জিনিষ দেন না। মা'র পরক্ষণে যখনই খেয়াল হইল যে আত্মানন্দ মা'র নিজের চুলই প্রসাদ বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন, তখনই বলিয়া উঠিলেন—'না, না। এই নাও ফুল নাও।' এই বলিয়া একটী গোলাপ ফুল আত্মানন্দের হাতে তুলিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য আত্মানন্দ সেই প্রসাদী ফুলটির সহিত মা'র চুলও পাঠাইয়া দিলেন। স্বাভাবিক ভাবে মা'র হাত হইতে যাহা প্রথমে আসিয়াছে তাহাই যে শ্রেষ্ঠ প্রসাদ তাহা বুঝিতে আত্মানন্দের বিন্দুমাত্র দেরী হইল না।

আরও একটি সুন্দর ঘটনা আত্মানন্দ বলিল। ইংলণ্ডের এক ভদ্রলোক Kenneth Grant কিছুদিন হয় মা'র ছবি দেখিয়া, বই পড়িয়া খুবই আকর্ষিত হইয়াছেন। মা'র বিষয়ে পাশ্চাত্য জগতে প্রচার করিতে তিনি স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় কেনেথের কিন্তু এখনও মা'র দর্শন লাভ ঘটে নাই। তিনি মা'র প্রতি এতটা অনুরক্ত হইয়াছেন যে শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এক পত্রে তিনি মা'র নিকট একটি নূতন নাম প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন। মাকে তাহা জানাইতেই মা বলিয়া উঠিলেন,—'বেশ ত! সত্যপ্রিয়।' আত্মানন্দ তাহাকে মা'র দেওয়া নামটি জানাইয়া দিলেন। কেনেথ সেই নাম পাইয়া অতি মাত্রায় মুগ্ধ, বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া কৃতজ্ঞতা ভরে কত পত্রই না দিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র দর্শন লাভের সুযোগও হয় নাই, অথচ এইভাবে কত লোক যে মা'র কৃপায় ধন্য হইয়া যাইতেছে কে তাহার হিসাব রাখে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সেদিন শ্রীশ্রীহরিবাবার গুরুজীর বিষয়ে মা'র কথাবার্ত্তা হইতেছিল। শ্রীশ্রীহরিবাবার অসুস্থতার সময়ে তাঁহার গুরুকে মা দেখিয়াছিলেন,—সেই প্রসঙ্গেই কথা হইতেছিল। গোপীবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে শ্রীশ্রীহরিবাবাকে উপলক্ষ্য করিয়াই তাঁহার গুরুদেব মা'র দর্শন পাইয়াছেন তাহা বলা যায় কি না। মা বলিলেন,—"ওই শরীরের কথা বাদ দেও। তবে একটা উপলক্ষ্যে ত এইরূপ হয়। আবার যার যার কর্মফলেই এইরূপ হচ্ছে।"

গোপীবাবু মাকে আবার বলিলেন যে অনেক সময়ই এইরূপ দেখা যায় যে মা'র কথা অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পায়। সব কথা সব সময় হয় না। আবার একই কথা অনেক রকম করিয়া বলা হইয়া থাকে। এইরূপ কেন হয়? উত্তরে মা বলিলেন,—"বাবা শুধু তোমরাই ত না। আরও অনেকেই ত থাকে। (মা বোধ হয় সূক্ষ্ম শরীর ধারীদের বিষয়ে ইঙ্গিত করিলেন) সকলের যা শুনবার না, তা বলা হয় না। আবার বলতে পার যে মা এক এক সময় এক একরূপ কথা বলেন। তোমাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ত এইরূপ হয়। তোমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হচ্ছে ত। সেই মত তোমাদের প্রতি এ শরীরের কথারও পরিবর্ত্তন হয়।"

আমার ছোট বোন বেলু বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়াছে। তাহার মুখে একটি সুন্দর ঘটনা শুনিলাম। গত সংযম সপ্তাহে ধ্যানের সময়ে সে দেখিতে পায় যে মা'র সমস্ত শরীর যেন নীল বর্ণ। অর্দ্ধশায়িত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় মা আছেন। এইরূপ কেন তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বেলু যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম,—"মহিষাসুর বধের সময় এইরূপ নীলবর্ণ হয়েছিল শোনা যায়।"

আরও একটী ঘটনা শুনিলাম। মহানিশাতে বেলু প্রত্যহই ধ্যান করে। একদিন ধ্যানের মধ্যে সে দেখে যে মা'র ঘরে একটি বেদীর উপর সে শুইয়া আছে। তাহার চারিদিকে জল। আর কিছু দূরে ৯জন সাধু দাঁড়াইয়া মাকে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন। তাহার মধ্যে একজনকে বেলু চিনিতে পারে। তিনি স্বামী মঙ্গল গিরীজী—দিদিমা ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর গুরু। আর যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাঁহারা অঞ্জলি দিতেছেন তাহার ভাষা বেলুর ঠিক খেয়াল না থাকিলেও মন্ত্রের সুর ও ছন্দ যেন এখনও তাহার কানে বাজে।

আজ বৈকালে শ্রীশ্রীসরস্বতী প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হইল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

মায়ের শরীর অসুস্থতার জন্য আজ হইতে কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতি কয়েকজন মিলিয়া মা'র দর্শনের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সকালে ১১টা হইতে ১২টা, বিকালে ৮।টা হইতে ৯টা মা'র দর্শনের সময় স্থির করা হইল। এই সব শুনিয়া মা শুধু বলিলেন—"তোমরা একটা ঠিক কর। কিন্তু আমার জন্য একটা রাস্তা ত রইলই। যদি খেয়াল হয় তবে এদিক ওদিক হবে। যতদিন চলে এই রকমটা চলুক না।" আমরা-ত জানি যে মা'র পক্ষে কোনও প্রকার নিয়ম-কানন বেশী দিন চলে না। মা নিজের খেয়ালেই আবার সব কিছু অদল-বদল করিয়া দেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

মা'র দর্শনের নিয়ম অনুযায়ীই দর্শন চলিতেছে। দুপুর প্রায় ১২টা বাজে। মা একটানা কথা বলিয়া যাইতেছেন। বলিতে বলিতে মা হঠাৎ একটু থামিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইলেন। দেখা গেল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ১২টা বাজিয়াছে। সকলে তন্ময় হইয়া মা'র কথাই শুনিতেছেন—সময়ের খেয়াল কার-ও ছিল না। থামিয়াই মা বলিলেন, —'সময় যে হইয়া গিয়াছে, তাহা খেয়ালে জাগিল তাই।' এই বলিয়া আবার মা কথা বলিতে সুরু করিলেন। কিছু পরে সৎসঙ্গ শেষ হইল।

সকাল প্রায় ১০টায় Central Bank এর Accountant শ্রীযুক্ত ট্যাণ্ডন মাকে মোটরে এখানকার পশুপতি নাথের মন্দিরে লইয়া গেলেন। এ বিগ্রহ নাকি খুবই জাগ্রত। বহু পুরাতন মন্দির—প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্বের। মন্দিরের চুড়া স্বর্ণময়। চতুর্দ্দিকে কেবল শিবলিঙ্গ খোদাই করা। মা ২ গালে ৺শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিলেন। মা'র পক্ষ হইতে কিছু ফল ও প্রণামী দেওয়া হইল। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলিতেছিলেন যে একদিন স্নানের সময় তাহার সাক্ষাৎ দর্শন হইয়াছিল, কিন্তু সে কথা সকলকে প্রকাশ করায় পরে আর কখনও দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয় নাই। এই বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"যে রূপটি দেখেছ, সেই রূপের ধ্যান করিতে চেষ্টা কর"।

কাশী পশুপতিনাথ মন্দিরে মা।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

আগামী কাল মাখনের ছেলে বাচ্চুর পৈতার কথা। নূতন বাড়ীতে যে হল ঘরে ৺সরস্বতী পূজা হইয়াছে সেই ঘরেই ৺কালী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। পূর্বে কথা ছিল যে অন্নপূর্ণার সঙ্গে যে ৺কালী মূর্ত্তি আছে সেইখানেই পূজা হইবে। কিন্তু হঠাৎ গতকাল মা'র খেয়াল হয় যে নূতন মূর্ত্তি গড়াইয়া নূতন আশ্রমে পূজা করাইলেই হয়। সেই মতই সব ব্যবস্থা হইয়াছে। বেশ সুন্দর মতই সমস্ত কিছু হইল। পূজা শেষ হইলে মা'র ভোগের সময় মাখন (মামু) নিজ হাতে মাকে খাওয়াইয়া দিল। বিশু মার আরতি করিল।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

কয়েকটি সুন্দর ঘটনা।

৺কালী পূজার বিষয় একটী সুন্দর ঘটনা প্রকাশ পাইল। নূতন আশ্রমের যিনি মালিক ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে ঐখানে ৺কালী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বাড়ীটি দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দেওয়া। কিন্তু জীবিতাবস্থায় তাঁহার সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হইল না। কাগজ পত্রে ইহাও লেখা ছিল যে তাঁহার জীবন কালে ইহা পূর্ণ না হইলেও তাহার বংশধরগণ ইহা করিবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাও হয় নাই।

এই কথা পূর্বে কাহারো জানা ছিল না। মাকেও কেহ বলে নাই। আজ বিকালে কথা প্রসঙ্গে মাকে এই সকল কথা জানাইলাম। মা একটু হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ দিদি—সাধু সংকল্প যে কোন ভাবে পূর্ণ হয়েই যায়। অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও ত মা কালী ওখানে বসলেন। বংসধররা করবে কথা ছিল। যাক্ এরাও ও বংশধর। (মা মাখনদের দেখাইয়া দিলেন— তাহারা ঐ বাসাতেই থাকে) সবই ত এক ঘরের। এক হইতেই সব।" মায়ের আকস্মিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খেয়ালে সেই মৃত ব্যক্তির অপূর্ণ শুভ ইচ্ছা কিভাবে অবশেষে পূর্ণ হইল সকলেই ইহা দেখিয়া খুবই বিস্মিত হইল।

মাখনের ছেলের এই পৈতা উপলক্ষ্যে আরও একটী বেশ সুন্দর ঘটনা হইয়াছে। গতকাল সন্ধ্যায় হঠাৎ আমার ছোট বোন উষা পাটনা হইতে আসিয়া উপস্থিত। পৈতার সংবাদ সে জানিত না। আবার কানপুর হইতে জিতেনদাও আকস্মিক ভাবে আসিয়াছেন। তিনি গঙ্গা স্নান করিয়া নূতন পৈতা ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনে আসন গ্রহণ করিলেন। আমার বড় বোনও (বাচ্চুর মা) আসিয়া বাচ্চুর কর্ণভেদের সময় তাহাকে কোলে নিলেন এবং স্নান করাইয়া দিলেন।

আমার ভাইবোনেরা অনেকেই এই ভাবে পৈতার কাজে আসিয়া যোগ দিল। ইহা একটা আশ্চর্যের বিষয় নিঃসন্দেহ। এই বিষয়ে পরে মা আমাকে একান্তে বলিলেন,—"দিদি ভেবে দেখ, জিতেন, উষা এরা সকলে কেন এসে এই কাজে যোগদান করল। দেখ কেমন সুন্দর এই যোগাযোগ। আবার তোমার দিদিও এসে বাচ্চু -কে কান ফোড়াবার সময় কোলে নিয়ে বসল। স্নান করাবার সময়-ও কাছেই রইল। যোগাযোগটা একটু ভেবে দেখ।" আমিও এই সব কথা শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

সকালে কবিরাজ মহাশয়ের একজন গুরুভাই এবং অমূল্যদাদা মাকে মহারাজ জয় নারায়ণ ঘোষ-এর প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন মন্দির দেখাইতে লইয়া গেলেন। বিকালে মা ছাতে বসিয়া রায় বাহাদুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ দাসজীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরি-বাবার অসুখের কথা উঠিল। সুস্থ হইয়া গত ৩০শে জানুয়ারী সকালে হরিবাবা যখন কালকাজী আশ্রম হইতে রওয়ানা হইয়া যান সেই সময়ে মা তাঁহাকে হাতে ধরিয়া নিজে চৌকির উপর বসাইয়াছিলেন। ঘর হইতে হরিবাবাকে লইয়া বাহিরে আসিয়া তিনি গাড়ীতে বসিলে মা তাঁহার হাঁটু ২টীর ওপর মাথাটী রাখিয়া বলিয়াছিলেন,—'পিতাজী কিশনপুরমে সূক্ষ্ম শরীরমে দেখা—ইয়াদ হ্যায় না'?

কি দেখিয়াছিলেন? মোটরে Airportএর দিকে যাইতে যাইতে হরিবাবা নারায়ণ দাসজীকে বলিয়াছিলেন, 'মা যে তাহাকে কিষণপুরে সেই দেখার কথা বলিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে এবং মা'র শিশুর মত নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার একটী কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল। operationএর পরে সেই রাত্রেই তিনি দেখিয়াছিলেন যে মা'র কোলে তিনি নিজে ছোট্ট শিশুর মত শুইয়া আছেন এবং স্তন্যপান করিতেছেন। তাঁহার কোমড়ে জড়ান শুধু একটি গেরুয়া এবং সোনালী রং মেশান কাপড়। আর চতুর্দ্দিকে বহু দেব দেবী এবং আরও অনেকে মায়ের জয়গান করিতেছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের হাতেই তাঁহার কোমড়ে জড়ান কাপড়ের মত একই কাপড়ের একটি করিয়া নিশান। সেই সব পতাকা হইতে অদ্ভুত এক জ্যোতি বাহির হইতেছিল যাহা তিনি পূর্বে আর কখনো দেখেন নাই।

হরিবাবাজী সম্বন্ধে আরও কথা।

নারায়ণ দাসজী বলিতেছিলেন যে ইহা ত বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে এত বড় major operationএর সময়ও হরিবাবা নাকি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। সন্ধ্যার পরে তাঁহার জ্ঞান হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তাঁহার যে operation হইবার কথা ছিল তাহা কখন হইবে। কী আশ্চর্য রকম মায়ের কৃপা!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ আরও নানান কথা বার্তা হইল।

আজ দেরাদুনের পণ্ডিত পরশুরামজী তাঁহার নূতন পৈতাগ্রহণ উপলক্ষে কন্যাপীঠে ভাণ্ডারা দিলেন। মাখনের ছেলের পৈতার সঙ্গে তিনিও নূতন করিয়া পৈতা গ্রহণ করিলেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

সকাল ৮ ঘটিকার সময় নূতন আশ্রমের উপরের হলঘরের উদ্বোধন হইল। মেয়েরা এখানে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপিকা পদ্মাজী। তিনি কন্যাপীঠের মেয়েদের সংস্কৃত শিক্ষা দেন। তিনিই এই নূতন শিক্ষা মন্দিরের আচার্যের স্থান গ্রহণ করিলেন। মা প্রথমে "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম" এবং পরে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" গান করিলেন। মেয়েরা ৺সরস্বতী স্তবপাঠ ও মা নাম কীর্ত্তন করে। পদ্মাজী ও মেয়েরা গীতা পাঠ করিল।

৯ টার পর মাকে শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মা'র যাইতে একটু দেরী হইয়া গেল। এ সম্বন্ধে শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের গুরু ভাই একটী বেশ সুন্দর কথা বলিলেন। তিনি নাকি আজ-ই ভোর রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছেন যে মা'র আশ্রমে পৌঁছিতে কিছুটা বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময় মা পৌঁছিলেন। তখন মাকে তিনি তাঁহার বাসাতে নিয়া গেলেন। তাঁহার মা মাকে দর্শন করিয়া বলিলেন—"এইবার তোমাকে ধরে ফেলেছি। আর পালাবে কোথায়?" তাহার পরে তাঁহার সঙ্গে মা'র অনেক কথা বার্তা হয়। পূর্বে ২।৩ বার চেষ্টা করিয়াও তিনি সে সব কথা মা'র সঙ্গে বলিবার সুযোগ করিতে পারেন

বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে শ্রীশ্রী মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। স্বপ্নে নাকি তাঁহার প্রায় সকল প্রশ্নেরই সমাধান হইয়া গিয়াছে।

এই স্বপ্নের কথা শুনিয়া মা বলিলেন, 'এই শরীরেরও আজ রওয়ানা হইবার সময় খেয়াল হইতেছিল যে হইলই বা আজ একটু দেরী। পরে মাঝ পথে খেয়াল হইল যে বড় দেরী হইতেছে বোধহয়। তখন তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য বলা হয়।'

আশ্রমটী বেশ সুন্দর। প্রথমেই বিশুদ্ধানন্দজীর একটি পূর্ণাকৃতি শ্বেত পাথরের আসনে বসা মূর্ত্তি আছে। মা এই মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন —'দেখ, কেমন জীবন্ত মনে হয়। তিনি এখনও রয়েছেন। নিত্য বিরাজ করছেন।'

কবিরাজ মহাশয়ের গুরু ভ্রাতা বলিলেন—'আমার মনে হয় যে প্রথম যখন মূর্ত্তি স্থাপিত করা হয় তখন হইতে এখন মূর্ত্তি যেন কিছুটা পরিবর্তিত হইয়াছে। আর প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় যেন মূর্ত্তির মুখের ভাব পরিবর্তিত হইতে দেখি।'

আশ্রমে নবমুণ্ডি আসনের পাশে মা কিছু সময় বসিলেন। আসনের সার বস্তু নাকি স্বামিজী একটি কৌটায় পুরিয়া মধ্যস্থ কুণ্ডের নীচে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া মা সমস্ত আশ্রমটি দেখিতে লাগিলেন। চার তলার উপরে বিজ্ঞান মন্দির।

স্বামিজী যে আসনে বসিতেন, যে শয্যায় বসিয়া উপদেশাদি দিতেন তাহা সবই মা দুই হাতে স্পর্শ করিলেন। প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টা আশ্রমে থাকিয়া মা ফিরিয়া আসিলেন।

বিকালে কবিরাজ মহাশয় আসিলে ঐ প্রসঙ্গেই কথা বার্তা হইল। বিশুদ্ধানন্দজী নাকি বলিয়া গিয়াছেন যে নবমুণ্ডির আসনের সার বস্তুটার প্রভাব আসনের উপরত অতি তীব্র ভাবে থাকিবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কি চতুর্দ্দিকেও বহুদূর পর্যন্ত তাহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিবে।

পরে সৎসঙ্গ আরম্ভ হইল। এক ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করিলেন যে এই দুনিয়ার প্রতি প্রেম কম হইয়া ভগবানের প্রতি প্রেম কিসে বাড়ে?

মা উত্তরে বলিলেন,—'পার্থিব প্রেম বড় কষ্টদায়ক ও নাশবান। আর ভগবৎ প্রেম বড়ই সুখ দায়ক।'

—ঐ প্রেম কিসে বাড়ে?

—"সৎসঙ্গ করা, গুরু যে নাম দিয়াছেন তাহা জপ করা, কীর্ত্তন করা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করা, প্রার্থনা করা আর ধ্যান করা। ভগবৎ স্মরণে যত বেশী সময় দেওয়া যাইবে ততই ভগবৎ বুদ্ধি বাড়িবে। ভগবানের স্বভাবই তিনি সর্বদা কপাট খুলে রাখেন। যতটা সময় ও শক্তি দুনিয়ার কাজের জন্য দেওয়া হয়, ততটা যদি তাঁর জন্য দেওয়া হয় তবে নিজেকে চিনবার পথ আপনিই খুলে যায়। হয় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ নিয়ে থাক নয় নাম নিয়ে থাক। যতই এরূপ করবে, ততই শুদ্ধ বুদ্ধি হবে। জন্ম মৃত্যু থেকে মুক্তি পাবে। ভগবান যে প্রাণের প্রাণ—আত্মা। তাঁকে পাওয়া মানে নিজেকে পাওয়া। দুনিয়া বলে তাকে, যা দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়। ভগবানের থেকে দূরে নিয়ে যায়। তাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পথ হ'ল—আপনাকে জানা, আপনাকে পাওয়া।"

আজ রাত্রে অন্নপূর্ণার পূর্ণিমার পূজার ভোগ হইল। মা নিজে সকলকে খিচুড়ি পরিবেশন করিয়া সকলের সঙ্গে ছাদের উপর ভোগে বসিলেন। সকলের সে কি আনন্দ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

সৎসঙ্গে মাকে প্রশ্ন করা হইল—'মা এবার আমি তোরে খাব। মুণ্ড মালা কেড়ে নিয়ে অন্তরে সন্তান চাব' এই গানটির অর্থ কী?

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলিলেন, "তোরে মানে কালকে। সমস্ত আহুতি দিয়ে সাধক কালের অতীত হতে চাচ্ছেন।"

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬।

আজ সন্ধ্যায় কবিরাজ মহাশয় তাঁহার গুরুদেবের অলৌকিক শক্তির একটি ঘটনা শুনাইলেন। ঘটনাটি এই :—

তাঁহাদের আশ্রমে নবমুণ্ডির আসন তৈয়ার হইবার পরে উহার জন্য একখানি চাদরের কথা হইল। কবিরাজ মহাশয় ও অন্যান্য ভক্তগণ চারটি চাদর কিনিবার সংকল্প করিলেন। সেই অনুসারে কবিরাজ মহাশয় ৮০৲ টাকা লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিশুদ্ধানন্দজীর সম্মুখে এই ব্যাপার উত্থাপিত হইলে তিনি বলিলেন যে এত খরচের প্রয়োজন নাই। কেবল একটি চাদরের জন্য ২০৲ টাকা হইলেই হইবে। কিন্তু কবিরাজ মহাশয় অবশিষ্ট টাকা ফিরাইয়া নিতে অস্বীকৃত হইলে স্বামিজী বলিলেন,—"বেশ তবে অবশিষ্ট টাকা আশ্রমে দেওয়া হউক।" কবিরাজ মহাশয় স্বামিজীর হাতে টাকা দিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—"টাকা তোমার হাতেই থাক্। ঐখান থেকেই চলে যাবে।' কবিরাজ মহাশয় ঠিক বুঝিতে না পরিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন —'কি করিয়া তাহা সম্ভব হইবে?' স্বামিজী বলিলেন—'টাকাটা হাতে নিয়া বস। কোন চিন্তা করিও না।'

কবিরাজ মহাশয় একটা খামের ভিতর টাকা রাখিয়াছিলেন। তাহা হাতে করিয়া মুঠা বন্ধ করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী চেয়ারের গায়ে টোকা দিয়া ২টী শব্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন এবং আস্তে আস্তে বলিলেন,—"আসিয়াছি" এবং পরক্ষণেই কবিরাজ মহাশয়কে বলিলেন,—"মুঠা খোল। লইয়া গিয়াছে।"

কবিরাজ মহাশয় মুঠা খুলিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন খামটি পূর্ব্ববৎ-ই আছে। কিন্তু তাহার ভিতরে কোন টাকা নাই। এবং সেই খামটী হইতে এক অপূর্ব দিব্য গন্ধ বাহির হইতেছে। সেই গন্ধ ঐ খামে অনেক দিন পর্যন্ত পাওয়া যাইত।

১লা মার্চ ১৯৫৬।

দুপুর বেলা খাবার পর মা মোটরে বিন্ধ্যাচল চলিয়া গেলেন।

২রা মার্চ ১৯৫৬।

আজ বিকালে মা বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। গতকাল ওখানে নাকি মা চিত্রার বোনের সহিত প্রাইভেট করিবার সময় অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন। মা বলিয়াছেন,—"জোর করিয়া কখনো বলা ঠিক না যে কি করিব বা কি করিব না। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে যে যাহা করিবে না জোর করিয়া বলে, তাহাই তাহার জীবনে ঘটিয়া যায় এবং তাহার গুণে বহু লাঞ্ছনা অপবাদ সহ্য করিতে হয়।" এই প্রসঙ্গে মা একটী গল্পও বলিয়াছিলেন। একটি ছেলে বিবাহের রাত্রেই সংসার করিবে না বলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া যায় এবং এক মহাত্মার নিকট হইতে সন্ন্যাস নেয়। বহুদিন পরে একদিন সে গুরুর নিকট বসিয়া আছে। এমন সময় তাহার স্ত্রীও ঘটনাচক্রে আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম

সংকল্প বিকল্প ঠিক নহে বিধির বিধান অমোঘ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। গুরুদেব তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—"পুত্রবতী হও।"

এই কথা শুনিয়া মহিলাটী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—'বাবা, আমার স্বামীত সন্ন্যাসী। ঐ ত বসিয়া আছেন।' গুরুদেব দেখিলেন তাঁহার আশীর্বাদ বৃথা হইয়া যায়। তখন তিনি সন্ন্যাসীকে পুনরায় আশ্রম পরিবর্তন করিয়া সংসারী হইতে আদেশ দিলেন। ক্রমে তাহার ৪টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। ইহার পর আর লোক-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করিল। বিধির বিধান এই ভাবেও ত ফলে।

৩রা মার্চ ১৯৫৬।

সকাল ১০টার পরেই মা বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে চলিলেন। মা'র ভোগের ব্যবস্থা সেখানেই হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী-ই ভোগ রান্না করিয়াছেন এবং ভোগের সময় কবিরাজ মহাশয় নিজেই পাখা করিলেন।

সেইদিনই কবিরাজ মহাশয়ের গুরুদেবের একখানি খুব বড় চিত্র আনা হইয়াছিল। মা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া নাকি বলিয়াছিলেন,—"একেবারে জীবন্ত মনে হইতেছে। চোখ ২টী যেন নড়িয়া উঠিল। চুলগুলিও যেন কাঁপিয়া উঠিল।"

নর্মদা হইতে কান্তি ভাই কয়েকটী শিবলিঙ্গ লইয়া আসিয়াছিল। তাহার মধ্যে তিনটী শিব ওজন করিয়া চালের মধ্যে রাখা হইল। ইহার মধ্যে একটী বড় শিবলিঙ্গ ভবানী পূর্ব হইতে-ই পছন্দ করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু আর একটী নূতন পিঙ্গল বর্ণ শিব দেখিয়া সেইটী পাইবার জন্য

ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র নিকট বারবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। পরে সত্য-ই দেখা গেল ঐ লিঙ্গটী-ই ওজনে ঠিক হইল। গৃহস্থের পক্ষে তাহার পূজা নাকি সম্ভব নহে শাস্ত্রীয় বিধান নাকি এইরূপ। সুতরাং স্পষ্টতঃই ভবানীর একান্ত প্রার্থনা মা পূর্ণ করিলেন।

৪ঠা মার্চ ১৯৫৬।

কলিকাতার পুরাতন ভক্ত নবতরু হালদার মহাশয় কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে আজ আশ্রমে ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিশুদ্ধানন্দ আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা, সপরিবারে কবিরাজ মহাশয় এবং তাঁহার গুরু ভ্রাতাদের মধ্যেও কয়েকজন নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। মা নিজেই সব দেখাশুনা করিতেছেন।

সন্ধ্যার সময় কবিরাজ মহাশয়কে প্রশ্ন করায় তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলিলেন। সেই সব কথা Tape Record এ উঠাইয়া রাখা হইল।

আজ রাত্রেই মা বৃন্দাবন আশ্রমে পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বৃন্দাবন রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমারও দিল্লীতে একবার X-Ray করাইবার কথা হইয়াছে। সেই জন্য মা'র অনুমতি অনুসারে স্থির হইয়াছে যে দিল্লী যখন আমাকে যাইতেই হইবে তখন উৎসবে বৃন্দাবন ঘুরিয়া, দিল্লীতে কাজ শেষ করিয়া কাশী চলিয়া আসিব।

৭ই মার্চ ১৯৫৬।

আজ বুনির পত্রে জানিলাম যে মা গত পরশু প্রায় ৩৷৷০ টায় বৃন্দাবন আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন। স্বামিজী আশ্রমটীকে বেশ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ ১১টার পর আমি, দিদিমা এবং আরও কয়েকজন বৃন্দাবন রওয়ানা হইলাম। ডাক্তারের মত অনুসারে আমি মোটরে মোগলসরাই আসিয়া তুফান এক্স্‌প্রেসে উঠিলাম। মা'র কৃপায় **Reservation** এর ব্যবস্থা বেশ সুন্দর ভাবেই হইয়া গেল।

৮ই মার্চ ১৯৫৬।

বেলা প্রায় ৮ টায় মথুরা পৌঁছিলাম। সেখান হইতে মোটরে বৃন্দাবন চলিয়া আসিলাম।

বৃন্দাবন পৌঁছিয়া দেখি হরিবাবা আজই আসিয়াছেন। তাঁর অভ্যর্থনা খুব সমারোহের সহিত-ই হইয়াছে। ব্যাণ্ড পার্টি, কীর্তন, মঙ্গল কলস, মালা চন্দন সব সহযোগে তাঁহাকে খুব আদরের সহিত অভ্যর্থনা করা হইয়াছে। মা নিজে মালা হস্তে হরিবাবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। কিন্তু ঘটনা চক্রে নাকি হরিবাবার মোটর যখন গেটে আসিয়া পৌঁছিল গেটের তালা কিছুতেই খুলিতে পারা গেল না। শেষ পর্যন্ত তালা ভাঙ্গিয়া হরিবাবাকে আশ্রমে আনা হইল।

ভোর হইতেই শিব প্রতিষ্ঠার কাজ সুরু হইয়াছে! মন্দির নির্মাণের কাজও চলিতেছে পূর্ণ উদ্যমেই।

৯ই মার্চ ১৯৫৬।

মা অতি প্রত্যুষেই উঠিয়াছেন। নিজের শরীরের দিকে মায়ের কোন খেয়ালই নাই। উৎসবের কাজে যেন কোন ত্রুটী না থাকে, সেই কাজেই এদিক ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করাইতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিবাবার উপস্থিতিতে সকালে আশ্রমেই রাম নাম হইল। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন হইল মহাপ্রভুর মন্দিরের সামনে।

১০ই মার্চ ১৯৫৬।

আজ শিবরাত্রি। নূতন মন্দিরে আজ শিব প্রতিষ্ঠা। ভোর হইতেই সেই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠান সুরু হইল। মণ্ডপের ক্রিয়া কর্মাদির পরে পাল্কিতে বসাইয়া ৫টী শিবলিঙ্গকে, এবং পণ্ডিতগণ দ্বারা পার্বতী, গণেশ ও মহাবীর বিগ্রহকে স্কন্ধে বসাইয়া ব্যাণ্ড পার্টি, উলুধ্বনি, লাজ ও পুষ্প বৃষ্টির সহিত খুব ধূমধাম করিয়া মন্দির পরিক্রমা করান হইল। শিবের পাল্কিটী এই বিশেষ কাজের জন্যই কাশী আশ্রম হইতে আনান হইয়াছে। মা, হরিবাবা প্রভৃতি আরও অনেকে এই পরিক্রমায় যোগদান করিলেন। তাহার পর শিবলিঙ্গ কয়টীকে বেদধ্বনির সহিত নানান দ্রব্য দ্বারা স্নান করান হইল।

বৃন্দাবন আশ্রমে পঞ্চশিব প্রতিষ্ঠা।

বেলা ১১টার সময় শুভ সময় দেখিয়া ৫টি শিবলিঙ্গকেই মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া বেদীর উপর বসান হইল। তাঁহাদের নাম হইল এইরূপ :—

প্রথমটি নর্মদা তটে এক আশ্রমে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। ৺স্বামী অখণ্ডানন্দজীর নামে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল। নাম রাখা হইল সিদ্ধেশ্বর।

দ্বিতীয়টি দাদামহাশয়ের নামে মামুর হাতে স্থাপিত হইল। নাম রাখা হইল বাণেশ্বর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয়টি পরশুরামজী, যিনি মন্দির তৈয়ার করাইয়াছেন তাঁহারই পিতার নামে রাখা হইল। নামকরণ হইল নর্মদেশ্বর।

চতুর্থটি কমলাকান্তের হাত দিয়া স্থাপিত করা হইল। নাম রাখা হইল গোপেশ্বর।

আর পঞ্চমটি কান্তি ভাইয়ের ৺পিতার নামে স্থাপিত হইল। নাম হইল ব্রহ্মেশ্বর।

মা'র উপস্থিতি ও সাক্ষাৎ নির্দ্দেশের সাহায্যে এত বড় বিরাট কার্য্য অত্যন্ত সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। বাহির হইতে উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্তজন একত্রিত হইয়াছেন। সকলেই বলিতেছেন এইরূপ তাঁহারা আর কোথাও দেখেন নাই।

এই মন্দির স্থাপিত হওয়ায় আশ্রমের শোভাও শতগুণ বাড়িয়া গেল। বামে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের বিশাল শ্বেত মন্দির। দক্ষিণে একই আকারের এই পঞ্চশিব মন্দির। মধ্যে জগমোহন। সম্মুখে প্রস্তুত হইতেছে সুবৃহৎ ভাগবৎ ভবন। সব মিলিয়া আশ্রমটাকে এক অপূর্ব শ্রী দান করিয়াছে।

শিব রাত্রি উপলক্ষে সন্ধ্যার পর হইতেই নূতন মন্দিরে প্রহরে প্রহরে পূজার ব্যবস্থা হইতেছে। জগমোহন মন্দিরেও পাঁচটী ভাগে বিভক্ত হইয়া অন্যান্য সকলে পূজা করিবে এইরূপ স্থির হইয়াছে। পূজা হইল। প্রথম প্রহরে যোগেনদা, দ্বিতীয়ে কমলাকান্ত, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রহরে কুসুম পূজা করাইল। আর প্রতি প্রহরের পূজার পরের সময়টা খুব ধুম কীর্ত্তন চলিল। মা-ও সারা রাত্রি প্রায় বসিয়াই কাটাইয়া দিলেন। মাঝে মাঝে কীর্ত্তন-ও করাইলেন। অপূর্ব সুন্দর ভাবে শিব মন্দিরে প্রথম শিবরাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ই মার্চ ১৯৫৬।

মা'র শরীরটা বিশেষ ভাল যাইতেছে না। হঠাৎ যেন একটু অতিরিক্ত খারাপই হইয়া পড়িয়াছে। বুনির শরীরটাও খুবই খারাপ। **Civil Surgeon** বুনির চিকিৎসা করিতেছেন।

এইভাবে ৪।৫ দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু মা'র শরীর ভালই হইতেছে না। কি ব্যাপার কেহই কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। একদিন মা হঠাৎ হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"দিদি, দেখছ ব্যাপার। শিবজী ত বললেই পারতেন আমাকে একটু ভাল করে ভোগ দেও, শয়ন দেও। তা না করে এই শরীরটার উপরে কেন?" আমরা ত অবাক। যাহা হৌক পরদিনই খুব ভাল করিয়া ভোগ রাগের ব্যবস্থা করা হইল।

LIBRARY
No.....
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

১৭ই মার্চ ১৯৫৬।

সন্ধ্যাবেলা আজ এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। রেণু ও চন্দন রান্না করিতে গিয়াছে। তরকারীর কড়াই উনান হইতে নামাইতে গিয়া কিছুটা উনানের মধ্যে পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের শিখা একেবারে ছাদ পর্যন্ত গিয়া ঠেকে। রেণু ও চন্দন মা'র একান্ত কৃপায়ই বাঁচিয়া যায় নতুবা উহাদের বাঁচার সম্ভাবনাই ছিল না। রেণুর মুখ ও হাতের কিছু জায়গায় আগুন লাগে। চন্দনের সামান্য একটু।

ঘটনা ক্রমে **Civil Surgeon** সেই সময় উপস্থিত থাকায় তিনি নিজে ঔষধ পত্রাদি দিয়া সব ঠিক করিয়া দিয়া যান।

ওদিকে সন্ধ্যায় মা হরিবাবার আশ্রমে গিয়াছেন। সেখানেও এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুর্ঘটনা। মোটর হইতে নামিবার সময় বিমলার হাতের একটি আঙ্গুলের উপর মোটরের দরজা চাপা পড়িয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা কাটিয়া যায়। সময়টা যেন কাহারও ভাল যাইতেছে না।

মা'র জয়ন্তী উৎসব সম্বন্ধে কথা বার্তা স্থির করিবার জন্য টিহরীর মহারাজা আজ এখানে আসিয়াছেন। তিনিই ঐ উৎসব কমিটির সেক্রেটারী।

২৪শে মার্চ ১৯৫৬।

দোল পূর্ণিমার দিন আসিয়া গিয়াছে। সেই উপলক্ষে কাগজের নিশান, কাপড়ের পতাকা ইত্যাদি সব তৈয়ার করা হইতেছে। উৎসবে মা উপস্থিত থাকিবেন, তাই সকলেই মহা উৎসাহে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। উৎসবের পর হরিবাবা হোসিয়ারপুর যাইবেন।

২৫শে মার্চ ১৯৫৬।

আজ হরিবাবার জন্মদিন। এই উপলক্ষে জগমোহন মন্দির সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। হরিবাবার কীর্ত্তনের পর সকলে আসিয়া সেখানে বসিলেন। মা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত। আমি হরিবাবাকে মালা-চন্দন-আবির দিলাম। একখানি গৈরিক নূতন কাঁথাও গায়ে জড়াইয়া দিয়া প্রণাম করিলাম। সকলে মিলিয়া তাঁহার আরতিও করিল। পরে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শে মার্চ ১৯৫৬।

আজ দোল। সকাল হইতেই মহাপ্রভুর মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাম কীর্ত্তন চলিতেছে। মা সকালে একবার হরিবাবার আশ্রমে গেলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আমার ঘরে একটু বসিয়াই বলিলেন, —'ওটা শেষ করে আসি।' এই বলিয়া জগমোহন মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়া মা পিচকারীতে রং ভরিয়া সকলকে খুব রং দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ রং দিবার পর মা হাত তুলিয়া গান ধরিলেন, —"ধর লও ধর লও ..... ইত্যাদি।" ছেলেদের আনন্দের সীমা নাই। মহা উৎসাহে তাহারা মা'র সঙ্গে যোগ দিল।

বৃন্দাবন আশ্রমে দোল পূর্ণিমায় মা।

কিছুক্ষণ পরে মা আবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন। এবার কীর্ত্তনীয়াদের ডাক পড়িল। মা সুরু করিলেন,—"কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্।....." পরে শুধু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কীর্ত্তন খুব জমিয়া উঠিল। সকলেই ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিতে লাগিল—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!'

এবার মা ধরিলেন,—"জয় শচিনন্দন নদিয়া বিহারী, বিষ্ণু প্রিয়ার প্রাণধন জয় গৌর হরি।" আবার "জয় অদ্বৈত নিত্যানন্দ জয় শ্রী গৌরাঙ্গ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ।" তাহার পর আরম্ভ করিলেন 'হরিবোলের' তরঙ্গ। 'হরিবোল' 'হরিবোল' গাহিতে গাহিতে সকলকেই যেন নামের দোলায় দুলিয়া নাচিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইবার পর মা নিজের হাতে সকলকে মিষ্টি বিতরণ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭শে মার্চ ১৯৫৬।

আজ অবধূতজী হরিবাবাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী চলিয়া গেলেন। আমারও ১লা এখান হইতে রওয়ানা হইয়া দিল্লীতে X-Ray করাইয়া কাশী ফিরিবার কথা হইল।

২৯শে মার্চ ১৯৫৬।

পূর্বে Frontier Mail-এ দিল্লী যাইবার কথা হইলেও মা মথুরার প্রভুদয়াল ভার্গবের মোটরেই আজ দিল্লী চলিয়া গেলেন। রাত্রে মোটর দিল্লী হইতে ফিরিলে driver এর হাতে এক পত্র পাইলাম। মা লিখাইয়াছেন আমি যেন খুব সাবধানে দিল্লী যাই। শুনিলাম মা নিউদিল্লী station ঘুরিয়া Delhi Junctionএ গিয়াছেন। মা trainএ আসিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া অনেকেই New Delhi stationএ মা'র দর্শনের জন্য গিয়াছিল। তাহাদের জন্যই মা এতটা পথ ঘুরিয়া তাহাদিগকে আনন্দ দিয়া গেলেন। মার খেয়ালের বাহিরে দেখি কিছুই পড়ে না। রাত্রি ৯টায় Delhi হইতে Kashmir Mailএ মা জলন্ধর রওয়ানা হইয়া গেলেন।

১লা এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ সকালে বুনি প্রভৃতি কাশী রওয়ানা হইয়া গেল। আমি বিকাল প্রায় ৩টায় ভার্গব ভাইয়ের মোটরে দিল্লী চলিয়া গেলাম। বিকাল প্রায় ৫॥ টায় আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিল্লী গিয়াই সংবাদ পাইলাম যে হরিবাবার বিশেষ ইচ্ছা আমিও হোসিয়ারপুর যাই। তাই মা জানাইয়াছেন যদি ডাক্তার মত করে তবে যেন আমি হোসিয়ারপুর রওয়ানা হইয়া যাই।

২রা এপ্রিল ১৯৫৬।

বেলা ৯টায় আমাকে ডাঃ বেদ প্রকাশের চেম্বারে X-Ray করাইবার জন্য নিয়া যাওয়া হইল। সেখান হইতে জিতেন দত্তের বাসা হইয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম, ডাঃ বলরামের নামে মা'র কাছে telegram পাঠান হইল যে আমার শরীরের এই অবস্থায় হোসিয়ারপুর যাওয়া তিনি মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না।

আমি একটু দ্বিধার মধ্যেই পড়িলাম। এতদূর হইতে মা'র ভাবটা যে ঠিক কি তাহা-ও কিছুই ধরিতে পারিতেছি না। শেষ পর্যন্ত আমার কাশী ফিরিয়া যাওয়াই স্থির হইল।

মা খুব ভোরে হোসিয়ারপুর পৌঁছিলেন। সেখানে হরিবাবার গুরুর আশ্রমে মা'র জন্য একটী নূতন বাড়ী বানাইয়াছেন। বাড়ীর কাজ এখনো শেষ হয় নাই। সেই বাড়ীতে থাকিয়া ঠাণ্ডা লাগিয়া নাকি মা'র খুবই সর্দি কাশি হইয়াছে; কিন্তু পাছে হরিবাবার ভক্তবৃন্দ কেহ সর্দিকাশির কারণ জানিতে পারিয়া মন খারাপ করে, সেজন্য মা বিশেষ সতর্ক।

হোসিয়ারপুরে মা।

৩রা এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ ডাঃ সেন আমাকে দেখিতে আশ্রমে আসিলেন। পারুল আমার সঙ্গেই ছিল। সেও অসুস্থ। ডাঃ সেনের কথামত তাহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Nursing Homeএ ভর্ত্তি করা হইল। আমার নূতন X-Ray plateও তিনি দেখিলেন। Plate সেরূপ আশাজনক হয় নাই। তাই সন্তোষবাবু আমাকে আরও কিছুদিন সতর্কতার সহিত থাকিতে বলিলেন।

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৬।

আমি আজ কয়েকটী মেয়ে ও পান্নুকে লইয়া Upper India Expressএ কাশী রওয়ানা হইলাম।

৭ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ হোসিয়ারপুর হইতে লেখা মা'র সংবাদ সহ এক পত্র পাইলাম। আজ মা'র জলন্ধর আসিয়া আগামী কাল ভোরে মোটরে চণ্ডীগড় যাইবার কথা। পাঞ্জাবের Chief Engineer শ্রীযুক্ত বর্মা বহুদিন হয় মাকে একবার চণ্ডীগড় লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। এতদিনে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল মনে হয়। পাঞ্জাবের নূতন রাজধানী চণ্ডীগড় ভারতের একটী শ্রেষ্ঠ সহরে পরিণত করিবার জন্য সরকার হইতে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। পৃথিবীর একজন অন্যতম architect Le Corbusier (ফরাসী ভদ্রলোক) চণ্ডীগড়ের planner. শ্রীযুক্ত বর্ম্মা-ও সেই সঙ্গে বিশেষ যুক্ত। সমস্ত কিছুই সেখানে নাকি নূতন ধরণে গঠিত হইতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু-ও বলিয়াছেন—"Chandigarh will be a symbol of the Independent India." পাঞ্জাবে মন্ত্রী সভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদল-বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মত বিরোধের ফলে শ্রীযুক্ত বর্মাও নিরাশ হইয়া পদত্যাগ করিতেছেন শুনিলাম্। চণ্ডীগড় যেন তাঁহার স্বপ্নভূমি। প্রাণ দিয়া তিনি যেন এই সহর গড়িয়া তুলিতেছেন। তাই কার্যভার ছাড়িবার পূর্বে একবার মাকে দেখাইতে পারিয়া তিনি যেন ধন্য। ভদ্রলোক খুবই বিনয়ী এবং সদ্‌ভাবাপন্ন।

৮ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ জলন্ধর হইতে পুষ্প, রবি প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মুখে মা'র সংবাদ পাইলাম, অবধূতজী ওখান হইতে-ই হরিদ্বার চলিয়া গিয়াছেন। কমলাকান্তের কাশী আসিবার কথা ছিল। কিন্তু হরিদ্বারে যোগিভাই হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় মা তাহাকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

আজ মা চণ্ডীগড় পৌঁছিয়াছেন। আগামী কাল ভোরে মোটরে দিল্লী আসিয়া বৈকালেই মোটরে বৃন্দাবন যাইবার কথা। ১১ই আলিগড় গিয়া ১২ই সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া সেই দিন রাত্রেই কাশী পৌঁছানর কথা।

১২ই এপ্রিল ১৯৫৬।

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম মা সেখানে পৌঁছিয়াছেন। পূর্বে কথা হইয়াছিল যে, ২০।২১শে নাগাদ দিল্লীতে হরিবাবার ভক্তেরা সকলে মিলিয়া এক উৎসব করিবে। মাকে-ও সেই উৎসবে উপস্থিত থাকিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়াছিল। আমরা তাই একটু আশংকাগ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, জয়ন্তী উৎসবের আর মাত্র ১৮।১৯ দিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাকী। বিরাট ব্যাপার। কত কিছু যোগাড় করিতে হইবে। সুতরাং ইহার মধ্যে যদি মা আবার কাশীর বাহিরে চলিয়া যান তবে আমরা খুবই মুস্কিলে পড়িব। কিন্তু শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম যে, এখন দিল্লীতে উৎসব হইবে না।

আজ রাত্রি ১০ টার পর মা এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম, গতকাল বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীউড়িয়া বাবাজীর তিরোধান তিথির ভাণ্ডারা ছিল, সেই উপলক্ষেই এবার বিশেষ করিয়া মা বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে আলিগড়ে সত্যেন দাদার বাসায় এক রাত্রি থাকিয়া আজ মা এখানে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১৩ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ শ্রীমুক্তানন্দ গিরিজীর (দিদিমার) শুভ সন্ন্যাস তিথি উৎসব। দেরাদুনের দিদিমার শিষ্য নরেশ চক্রবর্ত্তীর একান্ত আগ্রহে এ বৎসর এই উৎসব হইল। নরেশ কয়েক মাস পূর্বে দিদিমার জন্মদিন পালন করার উপলক্ষে কাশীতে আমার নিকট কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। কিন্তু প্রথমতঃ, দিদিমা সন্ন্যাসিনী, তাই তাঁহার পূর্ব জীবনের জন্মদিন পালন করা আমাদের ঠিক মনঃপুত হয় নাই। আর দ্বিতীয়তঃ, দিদিমার জন্মদিন কাহারো ঠিক স্মরণেও নাই। তাই স্থির করা হইল যে, জন্মদিন পালনের পরিবর্ত্তে তাঁহার সন্ন্যাস তিথি পালন করা হইবে।

দিদিমার (শ্রীশ্রী-মুক্তানন্দ গিরিজীর) প্রথম সন্ন্যাস উৎসব।

এই প্রথম উৎসব। কাজেই নিমন্ত্রণ পত্রাদি ছাপাইয়া একটু সমারোহের সহিত-ই উৎসব পালন করাই স্থির হইল। মাকে এই উপলক্ষে থাকিবার জন্য আমি পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া ছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলে মিলিয়া কন্যাপীঠের বারান্দায় দিদিমার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। একটী চৌকির উপর গিরিজীকে বসান হইয়াছে। পিছনে তাঁহার একজন শিষ্যা একটি গৈরিক রং-এর ছাতা ধরিয়া আছে। ব্রহ্মচারী কান্তিভাই এবং হরপ্রসাদ তাঁহার পূজার কর্মে অংশগ্রহণ করিয়াছে। দুইজনেই তাঁহার শিষ্য। সেই সময় গিরিজীকে দেখিলেই মনে হইতেছিল যেন তাঁহার বেশ একটা ভিন্ন রকমের অবস্থা। সন্ধ্যার পর যখন তাঁহার আরতি করা হইতেছিল তখনও তাঁহার এই বিশেষ অবস্থা শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। গিরিজী যেখানে বসিয়া, তাহারই পিছনে দেয়ালের গায়ে একটি বড় ছবি টাঙ্গান আছে। মধ্যে গিরিজীর গুরু মহারাজ শ্রীশ্রীমঙ্গলানন্দ গিরিজী, এক পাশে আমার পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং অন্য পাশে মুক্তানন্দ গিরিজী দাঁড়াইয়া আছেন!

ভোর সাড়ে চারটা হইতে ২৪ ঘণ্টার জন্য অখণ্ড কীর্ত্তন সুরু হইয়াছে। প্রভাত কীর্ত্তনের পর মঙ্গলারতি, গুরু বন্দনা, গীতা, চণ্ডী ও উপনিষদ্ পাঠ, এবং তাহার পরে গুরুপূজা, অঞ্জলি ও আরতি হইল। বিকালে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও উপনিষদ্ পাঠের পর, সান্ধ্যস্তব, ভজন ও কীর্ত্তন হইল। মৌনের পরে গিরিজী সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও হইল। মা'র উপস্থিতিতে উৎসব খুবই সুন্দর ভাবে সমাপ্ত হইল। দিদিমার শিষ্য-শিষ্যাবৃন্দ এবং পাড়ার পরিচিত প্রায় সকলেই আশ্রমে আজ প্রসাদ পাইল।

১৪ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ ১লা বৈশাখ—বাংলার শুভ নব-বৎসর। ভোরবেলা মেয়েরা মঙ্গলারতি ও সমবেত ভাবে স্তবাদি পাঠ করিয়া মা'র গলায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মালা দিল। ২৫ জন পরমহংস দণ্ডি-সন্ন্যাসী এবং ১০০ জন সন্ন্যাসী ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল।

১৬ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ বাৎসরিক বাসন্তী পূজার প্রথম দিন। বেশ কয়েক বৎসর পর মা পূজাতে কাশী আশ্রমে উপস্থিত আছেন। সকলের খুবই আনন্দ। সন্ধ্যার সময় দেবীর আমন্ত্রণাদির পর আরতি হইল। মা সব সময়েই চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত ছিলেন। বাহির হইতে অনেক ভক্তেরাও আসিয়াছিল।

কাশীতে বাসন্তী পূজা।

১৭ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ মহাসপ্তমী। মা'র উপস্থিতিতেই দেবীর মহাস্নানাদি সম্পন্ন হইতেছে। আলমোড়া বিদ্যাপীঠের শিক্ষক ও ব্রহ্মচারিবৃন্দও পুরী হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারাও সকলে মিলিয়া মহানন্দে পূজার কাজে যোগদান করিতেছে ও দেবীর সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া সমবেত ভাবে চণ্ডীপাঠ ও কীর্ত্তন করিতেছে। সন্ধ্যা-বেলাও দেবীর আরতি খুব ধুমধাম করিয়া শেষ হইল।

১৮ই এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ দেবীর মহাষ্টমী পূজা। সকালে সাতটার সময় কন্যাপীঠের সকলে মিলিয়া মাকে লইয়া তাহাদের নূতন বাড়ীর উদ্বোধন করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাদিদির ৺রাধাগোবিন্দজী, মেয়েদের গোপাল ও শিব-ও লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ঠাকুরদের ভোগ দেওয়া হইল।

নূতন আশ্রমের হলঘরের মধ্যে ৺চণ্ডীদেবীর বেদী স্থাপন করা হইবে, সেই উপলক্ষ্যে মাকে সেখানে লইয়া গিয়া মা'র চরণ স্পর্শ করাইয়া ৫ খানা ইঁট ভিত্তিতে রাখা হইল। আমার মনে মনে একটি সংকল্প আছে যে, যদি সুযোগ মত মা'র জন্য একটি মন্দির এখানে স্থাপন করিতে পারি। বহুদিন পূর্ব হইতেই মা'র জন্য একটি মন্দির বানাইবার কথা হইয়াছে। যাহাহৌক্, নূতন আশ্রমে এই মন্দিরের বাসনা সম্বন্ধে এখনো কাহাকেও কিছু প্রকাশ করা হইল না। আশা আছে মা'র কৃপা হইলে আমার এই শুভ ইচ্ছা নিশ্চয়ই পরিপূর্ণ হইবে।

আনন্দময়ী-করুণার দাতব্য চিকিৎসালয় বড় রাস্তার উপরে আশ্রমের মোটর গ্যারেজের সংলগ্ন বাড়িটীতে আজ উদ্বোধন করা হইল। নূতন আশ্রম হইতে কীর্ত্তন সহযোগে মাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানেও মাকে মালা-চন্দন দিয়া নারায়ণের পূজা ও হোম করা হইল।

ইহার পরে মাকে গঙ্গাদিদি তাহার নূতন আশ্রমে লইয়া গেলেন।

বিকাল প্রায় ৪৷৷০ টায় সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল। মা চুপ করিয়া মণ্ডপে বসিয়া আছেন। হঠাৎ বলিলেন,—"দেখ, দেবীর চোখ দু'টি কেমন জ্বল জ্বল করিতেছে, একেবারে জীবন্ত মূর্ত্তি।" সন্ধি পূজায় দেবীকে সাধারণ কাপড় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মা বলিলেন—"কাল মহানবমীর দিন একখানা লাল টক্‌টকে বেনারসী শাড়ী আনাইয়া দিও।"

প্রসাদ বিতরণের সময় কয়েকজন হরিজনকে ডাকিয়া আনিয়া আসন পাতিয়া আদর করিয়া ভোজন করান হইল। মা নিজে আসিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিয়া গেলেন। তাহাদের প্রত্যেককে ফল ও টাকা দেওয়া হইল। তাহারা ত মহাখুসী। এতটা পাইবে তাহারা আশা করে নাই।

১৯শে এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ মহানবমী। পূজা ও হোম যথা নিয়মে হইয়া গেল। প্রসাদ পাইবার জন্য আজ বহুলোক আসিয়াছে। মা নারায়ণ স্বামীজীকে বলিলেন,—"নারায়ণ! যত লোক আছে সকলকে একবারে বসিয়ে দেও।"

নারায়ণ স্বামীজী বলিলেন,—"মা, প্রথমে নিমন্ত্রিত লোকদেরই বসিয়ে দেই! কি জানি যদি শেষে কম পড়ে।" ইহার উপর মা'র মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল—"চিন্তা কি! আমি ত আছিই। একবারেই বসিয়ে দাও। মা'র আদেশ মত সকলেই একসঙ্গে বসিল। সকলেই তৃপ্তির সঙ্গে খাইল। কম পড়া ত দূরের কথা, সব জিনিষই কিছু কিছু রহিয়া-ও গেল।

নানা প্রসঙ্গে মায়ের অজ্ঞাত পরিচয়।

এই ভাবে মা তাঁহার পরিচয় আমাদের নিকট কতই না দিতেছেন, কিন্তু তথাপি আমরা কি তাঁহাকে একটুও চিনিতে পারিয়াছি। নারায়ণ স্বামীজীও আমার নিকট পরে দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন—"মা'র কথা আমরা নির্ব্বিচারে পালন করিতে পারি কই! সকল কাজের মধ্য দিয়াই অহংভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে।"

আজ আরও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল। রমা মাকে একখানা সিল্কের 'চুন্‌রী' (হিন্দুস্থানীদের লাল ও হলুদ রং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা সাড়ী) দিয়াছে। মা সেই সাড়ীখানা কাপড়ের উপর জড়াইয়া স্বয়ং সকলকে ভোগের খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ করিতে সুরু করিলেন। প্রসাদ দিতেছেন আর বলিতেছেন—"মহাপ্রসাদ! মহাপ্রসাদ!!" এই বলিয়া নিজের মাথায় ও কপালে লাগাইতেছেন। আমি কন্যাপীঠের মেয়েদের ডাকিয়া মা'র হাত হইতে মহাপ্রসাদ নিতে বলিলাম। প্রসাদ বিতরণ করিতে করিতে মা আশ্রমের সদর দরজার সামনে আসিয়া সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। জাতি-ধর্ম বিচার না করিয়া মা সকলকেই আজ মহাপ্রসাদ দিতেছেন। নারায়ণ স্বামী মা'র সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। তিনি বলিলেন—"মা, এই সৌভাগ্য হইতে কেহ কেহ বঞ্চিত হইতেছে কেন?" মা শোনা মাত্র বলিলেন—"বঞ্চিত হবে কেন? চাইলেই পায়।" ইহা শুনিয়া নারায়ণ স্বামী হাঁ করিয়া মা'র সম্মুখে আগাইয়া গেলেন। মা বলিলেন—"ইহা হইতে আমাকে একটু খাওয়াইয়া দাও।" পাশেই ছিল হরপ্রসাদ, সেই ঐ খিচুড়ী হইতে মা'র মুখে একটু দিয়া দিল। মা তখন নারায়ণ স্বামীকে উহা হইতে একটু নিজ হাতে খাওয়াইয়া দিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া মা'র নিকট ছুটিয়া আসিল। মা-ও নিজ হাতে সকলকে খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। বিদ্যাপীঠের সকল ব্রহ্মচারীরা, সাধু-সন্ন্যাসী, এমন কি পাড়ার মাল্লাদের ছেলে-মেয়েদের পর্যন্ত মা ডাকিয়া প্রসাদ খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। পরমানন্দ স্বামীজী, পটল ও পানুকে মা নিজে বিশেষ করিয়া ডাকিয়া আনিয়া জোর করিয়া মুখের মধ্যে প্রসাদ গুঁজিয়া দিলেন।

মহাপ্রসাদ

এ যেন এক জগন্নাথ ক্ষেত্র। মহাপ্রসাদ তাই বাচ-বিচারের কোন প্রশ্নই নাই। এ এক অপূর্ব আনন্দের হাট লাগিয়াছে। যাহারা স্বচক্ষে ইহা দেখে নাই, কেমন করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইব। আশ্চর্য!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিতার দিকে মা'র এত লক্ষ্য ; আবার সেই নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারিতা ভাঙ্গিতে মা'র একমুহূর্ত্তও লাগে না।

২০শে এপ্রিল ১৯৫৬।

আজ দশমী। যথারীতি দেবীর পূজা ও বিসর্জন হইল। বৈকালে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জ্জন করা হইল। সন্ধ্যার পরে সকলে মাকে প্রণাম করিয়া মা'র হাত হইতে মিষ্টি লইল।

২১শে এপ্রিল ১৯৫৬।

সৎসঙ্গে মা বসিয়াছেন। নারায়ণ স্বামীজী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা, শুনিলাম এবার নাকি কে একজন বৃন্দাবনে নিজের শরীরে আগুন লাগাইয়া যমুনার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল ?" মা বলিলেন—"হ্যাঁ একজন লোক সস্ত্রীক বৃন্দাবনে আসিয়া সাধন ভজন করিতেছিল। তাহার পুত্র গোয়ালিয়রে কাজ করে। লোকটীর চেহারা অনেকটা গতবার তোমাদের আশ্রমে যে ভাগবত পাঠ করেছিল (শুকাচার্য্যজী), তার মতই। তার গুরুদেবও বৃন্দাবনেই থাকেন। কি জন্যে জানি তাঁর সঙ্গে শিষ্যের একটু মনোমালিন্যের মত হয়। লোকটী বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে সাধন ভজন করেই দিন কাটায়। কাহারো সঙ্গে বড় একটা সম্বন্ধও রাখে না। নিজের ভাবেই নিজে থাকে। যমুনার জলেই নাকি একটি রাধাগোবিন্দের মূর্ত্তি পেয়েছে। তারই সেবা পূজা করে ও আপন মনে থাকে। কাহার কাছে নাকি শুনেছিল যে, বৃন্দাবনের

একটি ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজঃ খাওয়া নাকি খুব ভালো। তাই সেখানকার রজঃ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত থাইসিস্‌ও হয়েছিল। চিকিৎসা করে শেষ পর্যন্ত ভালও হয়েছিল। প্রায়ই নাকি সে বলত—"যমুনা মাইয়া অব লে লে।" এই ভাবটাও তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠছিল এবং যমুনার পাড়ে পাড়েই সব সময় এই ভাবটী নিয়ে পড়ে থাকত। সে আবার নাকি অনেক সময়ই নিজের মাথার মধ্যে বংশী ধ্বনি শুনতে পেত, আর পেটের মধ্যে নৃত্যের শব্দ। একদিন সে কেরোসিন তেল ও দিয়াসলাই নিয়ে যমুনার পাড়ে উপস্থিত। সেখানে গিয়ে আর কি? নিজের গায়ে তেল ঢেলে দিয়ে দিয়াসলাই জেলে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুন যখন বেশ ধরে উঠল তখন যমুনাতে ঝাঁপ দিল। এই সব দেখে কারা জানি ধরাধরি করে যমুনা থেকে তীরে উঠিয়ে আনল। সমস্ত শরীরে দগ্‌দগে ঘা! তার মধ্যে আবার বালু লেগে কেমন যেন একটা চাপ্‌টা বেঁধে গিয়েছিল। বুঝতেই ত পারছ, দেখতে কেমন!

এই ঘটনার পর থেকেই সেই লোকটি কেন জানি এই শরীরকে দেখবার কথা প্রায়ই বলতে সুরু করল। এদিকে এ শরীরটাও ঠিক ভাল যাচ্ছিল না। হরিবাবার সৎসঙ্গেও ঠিকমত যাওয়া হচ্ছিল না। একদিন সেই লোকটীর স্ত্রী এবং তার গুরু বাড়ীর আর এক জন স্ত্রীলোক এসে এই শরীরকে সমস্ত ঘটনা বলল। শরীরকেও সেখানে যাওয়ার জন্য বার বার করে বলল। এর ঠিক পরেই সেই লোকটীর ছেলেও এসে এই শরীরকে যাওয়ার জন্য বলল। তাদের বলা হল, পরে বিকাল বেলা আসতে।

দুপুরের পর থেকে এই শরীরটা একটু ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। হরি-বাবার সৎসঙ্গেও তাই গেলাম। তারাও বোধ হয় ঠিক আশা করতে পারেনি যে, এই সময়ে হঠাৎ এ শরীর যাবে। সৎসঙ্গ শেষ হলে আশ্রমে এসে পরমানন্দকে বললাম,—"চল, ঐ লোকটীকে গিয়ে দেখে আসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক। তারা বৃন্দাবনের কোনও এক পুরনো মন্দিরে বাস করে। তাদের বলাও হয়েছিল যে এই শরীর কোনও গৃহস্থ বাড়ীতে যায় না। পথে যোগেন বাবাকেও (বর্দ্ধমান কুঞ্জের ম্যানেজার শ্রী যোগেন কাব্যতীর্থ) মোটরে উঠিয়ে নেওয়া হল। সেখানে গিয়ে দেখা গেল যে, লোকটিকে উপর থেকে নীচে নামান হচ্ছে। লোকটাকে এমনি দেখলে মনে হয় যে, তার শরীরে বিশেষ কোনও কষ্ট নাই। বেশ শান্ত ভাব। তাকে যখন বলা হ'ল যে, এই শরীরটা এসেছে, তখন সে চোখ খুলে দেখল ও হাত উঠাল। এ শরীরটা তার মাথায় ও বুকে একটু হাত বুলিয়ে দিল। সমস্ত শরীর হতে রক্ত ও ক্লেদ বের হচ্ছিল। একটু সময় সেখানে থেকে আশ্রমে ফিরে আসা হল। এর কয়েক দিন পরেই শোনা গেল সে মারা গেছে।"

মা'র মুখে এইরূপ বিস্তৃত ঘটনা শুনিয়া সকলেই খুসী হইল। পরে শোনা গিয়াছিল যে, সেই ব্যক্তিটির নাম ছিল রামকুমার।

সৎসঙ্গের মধ্যে বীরও বসিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল—"আজ ঠিক এক মাস। গত মাসের এই শুক্লা একাদশীতেই তার শরীর রক্ষা হয়েছিল।" আশ্চর্য! আজকের এই বিশেষ তিথিতেই মা'র নিজ মুখে এই আলোচনার যোগাযোগ কেন ঘটল, কে জানে!

২২শে এপ্রিল ১৯৫৬।

১৯শে বৈশাখ (২রা মে) হইতে মা'র জন্মোৎসব আরম্ভ। মাত্র আর দিনকয়েক বাকী।

মা'র পবিত্র জীবনের এবার ৬০ বৎসর পূর্ত্তি উৎসব অর্থাৎ হীরক জয়ন্তী উৎসব। কিন্তু "হীরক-জয়ন্তী" শব্দটি একান্তই ইংরাজী নামের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গানুবাদ। সুতরাং কাহারই বিশেষ পছন্দ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শ্রীশংকর ভারতীজীর অনুমোদন মত এই উৎসবের নামকরণ করা হইল "ষষ্ঠীতম জয়ন্তী উৎসব।"

শ্রীশ্রীমায়ের ষষ্ঠীতম জয়ন্তী উৎসবের প্রস্তুতি।

গত বৎসর সোলনে যখন মা'র ৫৯তম জন্মোৎসব হইয়াছিল তখনই সকলে মিলিয়া স্থির করিয়াছিল যে, এই বৎসর মা'র জন্মোৎসব বিশেষ ভাবে অনুষ্ঠিত করা হইবে। তখন হইতেই সকল শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের মধ্যেই এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে থাকে এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় ও আগ্রহে এবং সর্বোপরি মা'র অসীম কৃপাতে যে এই বিরাট উৎসব অতীব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে, সকলের মনেই সে বিশ্বাস দৃঢ়ভাবেই ছিল। উৎসব যদি সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত করিতে হয়, তাহার জন্য বহু অর্থ এবং পূর্ব নির্ধারিত কর্মপদ্ধতি স্থির করা একান্ত আবশ্যক! আমি দীর্ঘদিন যাবৎ শয্যাগত। আমার দ্বারা কতদূর কি করা সম্ভব তাহা আমিও জানিতাম না। তাই সোলনেই সংঘের পক্ষ হইতে মা'র এই উৎসব পরিচালনার জন্য পৃথকভাবে একটি "জয়ন্তী কমিটি" গঠন করা হয়। এই কমিটিতে থাকেন শ্রীযুক্ত কান্তিভাই মুনসা, শ্রীযুক্তা লীলাবতী শাহ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামসুন্দর নাথ সোপোরী, রাজা সাহেব (সোলন), শ্রীমান পানু, কমল, আমি এবং টিহরীর মহারাজা। কমলকে কমিটির কোষাধ্যক্ষ মনোনীত করা হয়। আমারই বিশেষ ইচ্ছাতে টিহরীর মহারাজাকে সেক্রেটারী, এবং অপরাপর সকলের আগ্রহে আমাকে প্রেসিডেন্ট স্থির করা হয়। কমিটির কার্য আরও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি শাখা-কমিটি গঠন করিবার জন্য কয়েকজনকে সভাপতি মনোনীত করিয়া সম্পূর্ণ দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত প্রকার পূজা-অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার ভার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হয় শ্রীনারায়ণ স্বামীজীর উপর। অভ্যাগত সকলের খাওয়া দাওয়ার ভার থাকিল শ্রীপরমানন্দ স্বামীজীর উপর। শ্রীমান পান্নুর উপর ভার দেওয়া হইল সমস্ত অতিথি-অভ্যাগত, সাধু-মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের থাকার ব্যবস্থা, অভ্যর্থনা এবং সুখ-সুবিধা দেখিবার এবং সেই সঙ্গে সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভারও তাহারই উপর অর্পিত হইল। প্রোগ্রাম পরিচালনা ও প্যাণ্ডেলের দেখাশোনার ভার পড়িল শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসুর (পটল) উপর। আর উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের মনোরঞ্জন আদির পরিচালনার ভার দেওয়া হইল শ্রীসোপোরী সাহেবের উপর। পরে অবশ্য শ্রীপরমানন্দ স্বামীজী ও শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু শাখা-কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমতী লীলাবতী সাহকে যথাক্রমে ভোজন এবং প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থার দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মা'র এই জয়ন্তী উৎসব কোথায় সম্পন্ন হইলে সব দিক দিয়া সুন্দর হয়—এই প্রসঙ্গ লইয়াও বহুদিন পূর্ব হইতেই আলাপ আলোচনা চলিতেছিল। বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানাদি, যাগযজ্ঞাদি, পণ্ডিত সংগ্রহ এবং আরও এবম্প্রকার বহুবিধ সুবিধা বিবেচনায় কাশীধামই এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া সকলেই একমত হন। অবশ্য কলিকাতা, দেরাদুন, বম্বে প্রভৃতি স্থানের কথাও বিবেচনা করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার এবং যোগিভাইয়ের বিশেষ আগ্রহে এবং সমস্ত প্রকার সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিয়া কাশীতেই জয়ন্তী উৎসব করা স্থির হয়।

তৃতীয়তঃ, আর্থিক ব্যবস্থা। এই বিরাট উৎসবের জন্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা না হইলেও প্রায় উহারই নিকটবর্ত্তী কোন অংকের টাকার প্রয়োজন হইবে এবং তাহা সংগ্রহের ব্যবস্থা কিরূপে হইবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে সম্বন্ধেও সোলনেই বিস্তারিতভাবে আলোচনা হইয়াছিল। অর্থ সংগ্রহের সুবিধার জন্য সমস্ত প্রদেশগুলিকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া Organiser এবং ২।৩ জন করিয়া সভ্য মনোনীত করা হয়। তাঁহারা একত্রিত হইয়া প্রয়োজন মত, আরও সভ্য-সংখ্যা বাড়াইয়া লইবেন এবং অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা করিবেন, এইরূপ স্থির করা হয়। এ পর্যন্ত এ ব্যাপার বিশেষ আশাপ্রদ না হইলেও, সকলের মধ্যেই বেশ আন্তরিকতা ও সহায়তার যে ভাব দেখা গিয়াছে, তাহা পূর্বে এরূপভাবে কখনও দেখা যায় নাই।

১৯৫০ সনের জানুয়ারী মাসে যে দীর্ঘ তিন বৎসর ব্যাপী সাবিত্রী মহাযজ্ঞের পরিসমাপ্তি হয়, তাহার পর আশ্রমে এত বিরাট কোন উৎসবের আয়োজন আর হয় নাই। বর্ত্তমানে আশ্রমে স্থানের অভাববোধ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, তখন তাহা কেহই কল্পনাও করিতে পারে নাই। ঘাট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার সঙ্গে আশ্রমের গঙ্গাতটস্থ অংশটি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। এই কারণে আশ্রমের মধ্যে লোকজনের থাকা খাওয়া এবং সৎসঙ্গের স্থানের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়া যায়। গত ২ বৎসর যাবৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নীচ তলাতেই সকলের আহারের ব্যবস্থা চালয়া আসিতেছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে মা'র নির্দ্দেশে কন্যাপীঠের মেয়েদের রান্নাঘর সেখানে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্ত্তমানে সেই সুবিধাও আর নাই। তবে উৎসব—এই বিরাট ব্যাপার কোনও ভাবে চালাইয়া লইতেই হইবে। এই উদ্দেশ্যে নূতন আশ্রমের বাড়ীর অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন কারয়া লওয়া হইতেছে। উহারই উত্তর দিকের অংশে আশ্রমের পাকশালা ও ভাণ্ডারের ব্যবস্থা হইয়াছে। উপরেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন কারয়া থাকিবার উপযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেইখানেই কন্যাপীঠের শিক্ষক ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ রহিয়াছে। আর নীচের বড় বড় ২টি ঘরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যের দেয়াল ভাঙ্গিয়া একটি বড় হলঘরে পরিণত করা হইয়াছে। ৺চণ্ডীদেবীর বেদী সেইখানেই তৈয়ার করা হইতেছে এবং স্থির করা হইয়াছে যে, উৎসবের সময় সহস্র চণ্ডীপাঠও ঐখানেই হইবে।

বিরাট উৎসব। নানা স্থান হইতে বহু শত সাধু-সন্ন্যাসি-মহাত্মাগণ আসিতেছেন—আমাদের সকলেরই আশংকা তাঁহাদের সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি না হয়। তাই আমি মা'র চরণে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া কি করিলে ঠিক হইবে তাহা জানিয়া লইতেছি। কারণ জানি, মা'র কৃপা ও শক্তি ভিন্ন এই কার্য সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করা মনুষ্য শক্তির বাহিরে। মা কৃপাময়ী, তিনি অসীম কৃপা ভরে এ বিষয়ে আমাদিগকে কিছু কিছু বলিয়া দিতেছেন।

চতুর্থতঃ, প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম। এই উৎসবের কার্যক্রম গত মার্চ মাসেই মা যখন বৃন্দাবন ছিলেন, তখনই টিহরীর মহারাজা এবং অন্যান্য সকলের সম্মুখে তাহা নির্ধারিত হয়। বিশেষ অনুষ্ঠানাদির ভিতর রহিয়াছে সহস্র চণ্ডীপাঠ, রুদ্রাভিষেক, মহামৃত্যুঞ্জয় জপ, বিষ্ণু যজ্ঞ, শিবার্চ্চনা, তুলাদান, কুমারী পূজা, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, পণ্ডিত বিদায়, সমস্তাপূর্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহা ভিন্ন সাধু সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে নিত্য সৎসঙ্গের ব্যবস্থাও থাকিবেই।

উৎসব উপলক্ষে যোগদানের নিমিত্ত আমাদের পরিচিত এবং অপরিচিত সকল মহাত্মাবৃন্দকেই বিশেষ ভাবে আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারতের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, উপ-সভাপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ, আইন মন্ত্রী ডাঃ কাটজু, শ্রীযুক্ত নন্দ, মহাবীর ত্যাগী, কেশব দত্ত মালব্য প্রভৃতি, অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালকবৃন্দ, মন্ত্রিগণ এবং বিশিষ্ট কর্মচারিবৃন্দ এবং জন-নেতাদিগকেও পৃথক ভাবে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছে। মহারাজা টিহরীর বিশেষ ইচ্ছা এই যে, মা'র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এতদ্দেশীয় সকল নেতৃবৃন্দ মা'র চরণতলে সমবেত হ'ন। এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র ছাড়াও সাক্ষাৎ ভাবে আশ্রমের পক্ষ হইতে অনেককেই নিমন্ত্রণ জানান হইয়াছে। মায়ের ভক্ত-সংখ্যার সঠিক নির্দ্ধারণ অসম্ভব। আমাদের এক শতাংশেরও নাম ঠিকানা জানা আছে কিনা সন্দেহ। তথাপি যতদূর সম্ভব চিন্তা করিয়া করিয়া বহু ভক্তকেই নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইতেছে। ভারতের ত কথাই নাই, সুদূর আমেরিকা, ইয়োরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি বহু স্থানে প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে একটী বিশেষ দর্শনীয় বস্তু আসিয়াছে। তাহা হইতেছে—অষ্ট ধাতু নির্মিত একটি অতি বৃহৎ অপূর্ব সুন্দর সিংহাসন। কলিকাতা হইতে ইহা বহু প্রকারের ব্যবস্থা করিয়া ট্রেনে লইয়া আসা হইয়াছে। শুধু ইহা দর্শনের জন্যই সহরের নানা স্থান হইতে উৎসবের পূর্ব হইতেই বহু জনতা প্রত্যহ আশ্রমে আসিতেছে।

এই সিংহাসনের একটু ইতিহাসও আছে। পরমপূজ্য শ্রীঅবধূতজী মাকে একবার কোথায় সিংহবাহিনী মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তাহার মনে ইচ্ছা জাগে যে, মা'র জয়ন্তী উৎসবের সময় এইরূপ জীবন্ত একটি সিংহ নির্মিত করাইয়া তাহার উপরে মা'র আসন দেওয়া হয়। এই ইচ্ছা আমার নিকট প্রকাশ করিবার পর হইতে আমার মনেও সংকল্প জাগে যে, মহাত্মার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেই হইবে। এইরূপ একটী সিংহাসন বানাইতে যে বেশ কয়েক সহস্র টাকার আবশ্যকতা আছে, আমি বেশ ভাল করিয়াই জানিতাম। কিন্তু তথাপি মায়ের কৃপায়ই এই বিরাট কর্মে হস্তক্ষেপ করি। প্রথমে এইরূপ সিংহ কাশীতেই গড়াইতে চেষ্টা করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কলিকাতার প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনিতাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালকেই কাশীতে ডাকাইয়া এই নির্মাণের ভার দেই। সেই সিংহই এখন নির্মিত হইয়া আসিয়াছে। দেখিয়া সকলেই বলিতেছে, ধাতু নির্মিত এরূপ জীবন্ত-দর্শন সিংহ আর কখনো কেহ দেখে নাই।

পিতলের একটী বিরাট বেদীর উপর অষ্টধাতুর ঢালাইকরা বিশাল সিংহমূর্ত্তি। বেদীর নীচে লোহার চারটী চাকা আছে; যাহাতে এদিক ওদিক টানিয়া নেওয়া যাইতে পারে। চক্ষু ২টী কাঁচের। ভিতরে আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থাও আছে। রাত্রিতে ঐ উজ্জল চক্ষুর দিকে চাহিলে সত্যই জীবন্ত সিংহ বলিয়া ভয় হয়। সিংহটি প্রমাণ Size এরই করা হইয়াছে। ৬॥ ফুট লম্বা এবং প্রায় ৩ ফুট উর্দ্ধ। শুধু সিংহটীরই ওজন ২৮ মন। তাহার উপর রূপার কাজ করা উৎকৃষ্ট লাল ভেলভেটে মোড়া মা'র শুইবার উপযুক্ত একটি আসন। ইহার উপরে আছে জরির কাজ করা অত্যুত্তম লাল ভেলভেটের একটী ছাতা। সমস্ত জিনিষটাই অপূর্ব সুন্দর এবং একান্তই অভিনব।

কথা হইয়াছে, ২রা রাত্রিতে মা'র পূজা উহারই উপরে হইবে। ইহা নির্মাণ করাইতে সর্বসমেত ব্যয় হইয়াছে ১৫০০০৲ টাকা। এত অর্থ ব্যয় করিয়া এবং এত পরিশ্রম সহকারে যাহা নির্মিত হইল তাহার উপর মা প্রথম এবং পূজার রাত্রে যদি কৃপা করিয়া একটু বসেন, তবেই সব সার্থক হয়।

উৎসব উপলক্ষে পুরাতন সাবিত্রী মহাযজ্ঞের কুণ্ডটির পুনঃ সংস্কার করাইয়া তাহার উপর একটি নূতন মন্দির তৈয়ার করা হইতেছে। মন্দিরের মেঝে শ্বেতপ্রস্তরে বাঁধান হইয়াছে। ঘাটের অনিশ্চয়তার জন্য আশ্রমের উত্তর দিকস্থ যজ্ঞমন্দিরটী কতদিন আর ব্যবহার করা যাইবে কেহই বলিতে পারে না। এই কারণেই হয়ত শীঘ্রই আশ্রমের নিত্য যজ্ঞও এই নূতন মন্দিরেই হইতে থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪ঠা মে ১৯৫৬।

বহু প্রত্যাশিত জয়ন্তী উৎসব আসিয়া গিয়াছে। কাশীর প্রচণ্ড গরম সহ্য করিয়াও বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ভক্তবৃন্দ আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন। ধনি-দরিদ্র, বিশিষ্ট-সাধারণ, হিন্দু-শিখ-খৃষ্টান-ইহুদি, নিমন্ত্রিত, অনিমন্ত্রিত, বালক-বৃদ্ধ সকলেই আসিতেছে। মহাত্মাগণও আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্বপ্রথমে আসিয়া পৌঁছিলেন শ্রীশ্রীহরিবাবা মহারাজজী। তাঁহার বিরাট ভক্তমণ্ডলী এবং বৃন্দাবনের বিখ্যাত রাসলীলা পার্টিও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে—আরম্ভ হইয়া গেল উৎসব।

বহু প্রত্যাশিত ষষ্ঠীতম জয়ন্তী উৎসবের আবির্ভাব। সাধু-সমাগম।

হরিবাবার থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে শিলা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নব-নির্মিত লাইব্রেরী ঘরের উপর তলায়। মা'র নিজের তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাঁহার ঘর। আর তাঁহার ভক্তমণ্ডলী ও রাস পার্টির জন্য নিকটেই এক পুরাতন বিশাল বাড়ীতে থাকিবার স্থান দেওয়া হইয়াছে।

হরিবাবার পরেই আসিলেন গোয়ালিয়র হইতে শ্রীরামদাস-বাবাজী। ইহার পর ক্রমে ক্রমে সব মহাত্মারাই আসিতে লাগিলেন! বৃন্দাবন হইতে চক্রপাণিজী; ঝুঁসি হইতে প্রভুদত্তজী, বম্বে হইতে কৃষ্ণানন্দজী, কলিকাতা হইতে শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারীজী, শ্রীশরণানন্দজী, বৃন্দাবনের স্বামী অখণ্ডানন্দজী, শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী প্রভৃতি বহু মহাত্মা আসিয়া উৎসবে সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য প্রতিবারই পতাকা-শোভাযাত্রা ও কীর্ত্তনসহ আশ্রমে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। গভীর রাত্রিতেও অনেকদিন বিদ্যাপীঠের বালক ও ব্রহ্মচারীদের উৎসাহের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা পতাকা হস্তে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মার আগমনের প্রতীক্ষা-পথ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বহু লোকই প্রশংসা ও শ্রদ্ধায় মাথা নত না করিয়া পারে নাই। মহাত্মাদের থাকিবার ও সেবার যাহাতে কোন রকম ত্রুটি না হয় সে জন্য সকলেই সর্বদাই তৎপর। শ্রীচক্রপাণিজী, প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে রেওয়ার রাজ-বাড়ীতে। একেবারে গঙ্গার উপর বিশাল রাজপ্রাসাদ। অল্প কয়েক মাস হইল রেওয়ার রাজা ইহা কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্য স্থির করা হইয়াছে পঞ্চকোটের রাজবাড়ী। উহাও একেবারে গঙ্গার উপরে বড়ই মনোরম স্থান। শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী অতি শান্তি-প্রিয়—অপরের সহিত বিশেষ থাকিতে পছন্দ করেন না। তাই তাঁহার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে দুর্গা কুণ্ডের উপরেই নিরালায় শ্রীনাথ শাহজীর বাড়ী। ভোজন সম্বন্ধেও সেইরূপ। মহাত্মাদের ভিতর অধিকাংশই পৃথক ভোজন ব্যবস্থায় তাঁহাদের অনুকূল খাদ্যাদি পছন্দ করেন। তাই তাঁহাদের জন্য আশ্রম হইতে পাক করিবার সমস্ত দ্রব্য ও তৈজসপত্রাদি পৃথক পৃথক ভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইল। শুধু অবধূতজী ও যোগেশ ব্রহ্মচারীজী আশ্রমেই প্রসাদ পাইবেন স্থির করিলেন। মহাত্মাদের উপস্থিতিতেই তবুও মাকে উৎসব বিষয়ে কিছু কিছু খেয়াল করান সম্ভব হইতেছে। নতুবা মা'র সেই একই কথা,—"তোমাদের উৎসব তোমরা করবে। এ শরীরকে কিছু জিজ্ঞাসার কি আছে।"

মহাত্মাদের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একমাত্র শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মহারাজই কৃপা করিয়া উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীজীও প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন। শ্রীঅবধূতজী উৎসবের মাঝামাঝি আসিয়া শেষ পর্যন্ত ছিলেন। স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে শেষ পর্যন্ত থাকিবার জন্য সকলেই বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু অনিবার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণে ৬।৭ দিন থাকিয়াই তাঁহাকে ঋষিকেশে চলিয়া যাইতে হইল। বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে সমস্ত উৎসব ব্যাপিয়া রহিলেন সোলনের মহারাজা, সপরিবারে টিহরীর মহারাজা, টিহরীর রাজমাতা, তাঁহার কন্যা এবং জামাতা। রেওয়ার রাণী সাহেবা, সপরিবারে ডাঃ পান্নালালজী, আহমেদাবাদ হইতে কান্তিভাই মুন্‌সা, মুকুন্দ ভাই প্রভৃতিও উৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্তই রহিলেন। ভারতের সকল প্রান্ত হইতেই সর্বদেশীয় লোক আসিয়া একত্রিত হইল। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, বিহারী, গুজরাটী, মারাঠী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি সর্বদেশীয় ভক্তবৃন্দের এ যেন এক অপূর্ব সম্মেলন। প্রথমে আশা করা হইয়াছিল যে, এই উৎসবে অল্পাধিক ৫০০ ভক্তের আগমন হইতে পারে, এবং সেই অনুসারেই প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু উৎসব আরম্ভ হইবার পর দিনে দিনে অভ্যাগতের সংখ্যা এমন ভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত একমাত্র বহিরাগত অভ্যাগতের সংখ্যাই ১৫০০ ও অধিক হইয়া দাঁড়াইল। আশ্রম হইতে সামান্য দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Chief Proctor শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের সৌজন্যে প্রাসাদতুল্য তিনটি হষ্টেল বিল্ডিং সম্পূর্ণরূপে আশ্রমের ব্যবহারের জন্য পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু আশ্রম হইতে ঐটুকু দূরেও কেহ যাইতে প্রস্তুত না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাহা একপ্রকার খালিই পড়িয়াছিল। একমাত্র দিন-দুয়েকের জন্য কলিকাতার বিখ্যাত নদের নিমাই পার্টির থাকার ব্যবস্থা একটি হষ্টেলে করা হইয়াছিল। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আশ্রমেরই আশে পাশে প্রায় ১৪।১৫টা বাড়ীতে সকল ভক্ত-বৃন্দের স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উত্তর ও দক্ষিণের জৈন মন্দির, নেপালের সুবিশাল রাজবাড়ী, রেওয়ার রাজবাড়ী, মুক্তাগাছার রাজবাড়ী, পঞ্চকোট রাজবাড়ী প্রভৃতি আশ্রমের ব্যবহারের জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়ায় স্থান-সমস্যা অনেকাংশে সমাধান হইয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রত্যেকের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও প্রয়োজন মিটাইবার জন্য শ্রীমান পান্নু অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছে। আশ্রম হইতেও কাহারও সেবার কোন ত্রুটি না হয়, সে বিষয়েও সর্বদাই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। এবং সকলেই উৎসবের দিনগুলি যে একটা আনন্দের মধ্য দিয়া কাটাইয়াছে, তাহা অনেকেই নিজ মুখেই বলিয়া গিয়াছেন। আসল কথা হইতেছে এই যে, জয়ন্তী মহোৎসবের মত এত বিরাট একটা উৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলেই এত খুশী হইয়াছে যে, সে আনন্দের নিকট তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা ঘুণাক্ষরেও টের পান নাই। এই যুগে যে এরূপ উৎসব হওয়া সম্ভব—ইহা সকলেরই ধারণারও অতীত ছিল। তাই তাহাদের এই আনন্দ।

সহস্রাধিক বহিরাগত অতিথি-অভ্যাগতদিগের সকল প্রকার ব্যবস্থাদি করিতে স্থানীয় সরকারী তথা বেসরকারী কর্মচারীবৃন্দের নিকট হইতেও বিশেষ সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া Municipalityর Executive Officer শ্রীযুক্ত ঠাকুর প্রসাদ শর্মাজী, Health Officer শ্রীযুক্ত বর্মা ও তাঁহাদের Inspectorগণ। এমন কি সামান্য বেতনভোগী জমাদারগণও আশ্রমের এই বিরাট কার্যে এমন নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করিয়াছে যে, সত্যই তাহাদের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। Municipality, Improvement Trust, Electric Supply Co. এবং Water Worksএর এইরূপ সম্মিলিত প্রচেষ্টা ভিন্ন এ উৎসব এত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইত কিনা বলা শক্ত।

তারপর আহার। এত অধিক সংখ্যক লোকের একসঙ্গে আহারের ব্যবস্থা করা যে কত কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। আশ্রমের নিমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যাই ছিল দেড় হাজারের উপর। তাহার উপর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাহূত, অবাহূতের সংখ্যাও প্রত্যহ ৫।৬ শতের কম হইত না। এই জনমণ্ডলীর ২ বেলা ভোজন এবং ২ বেলা জলযোগের ব্যবস্থার ভার যদি স্বামী পরমানন্দজীর উপর না থাকিত, তবে অন্যের পক্ষে শেষ পর্যন্ত তাহা সামলান দায় হইত। পূর্বেই লেখা হইয়াছে, তিনি যদিও ভোজন Committeeর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে দিবারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত প্রকার ব্যবস্থা করিতেন। প্রতিটি খুঁটিনাটি ভালভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং সুষ্ঠুরূপে কার্য পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। এই জন্যই এই বিরাট ব্যাপার শেষ পর্যন্ত এত সুন্দরভাবে সমাধা হইয়াছে। এই ভোজের পাকের ব্যবস্থা মা'র নির্দ্দেশানুযায়ী নূতন আশ্রমের পাকশালাতেই হইত এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানের উঠানে সামিয়ানা লাগাইয়া তাহার নীচে সকলকে খাওয়ান হইত। শুদ্ধাচারীদের ব্যবস্থা অন্নপূর্ণার মন্দিরের নীচেই পূর্ববৎ ছিল। জয়ন্তী উৎসবের শেষ দিকে দুপুর বেলা প্রায় ২০০০এর অধিক লোক আসিয়া আশ্রমে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। উৎসবে আগত সকল অতিথিদের যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগত রুচি অভিরুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আহারাদির ব্যবস্থা করা হইত।

জয়ন্তী উৎসবে সৎসঙ্গের ব্যবস্থা।

উৎসবের একটি প্রধান দর্শনীয় বস্তু ছিল প্যাণ্ডেলটী। কাশীতে ত দূরের কথা, সমগ্র উত্তর ভারতের ইতিহাসেও এত সুন্দর, অভিনব এবং বিশাল প্যাণ্ডেল ইতিপূর্বে কোথাও আর নির্মিত হয় নাই—ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। আশ্রমের বাৎসরিক সংযম-সপ্তাহের সময় প্রতি বৎসরই একটি করিয়া প্যাণ্ডেল বানান হয়। ঐ উপলক্ষ্যে কলিকাতায়, বম্বেতে, দিল্লীতে ও ইতিপূর্বে অনেক সুন্দর সুন্দর প্যাণ্ডেল তৈয়ার করান হইয়াছিল, কিন্তু এইরূপ প্যাণ্ডেল আর কখনও নির্মিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় নাই। শ্রীমতী লীলাবেন ও বম্বের কয়েকজন প্রসিদ্ধ শিল্পীর পরিকল্পনাতেই এবং অজস্র অর্থব্যয়ে ইহা নির্মিত হইয়াছিল।

জয়ন্তী মহোৎসবের সময় সৎসঙ্গের স্থান করা হইয়াছিল স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীচাঁদজীর সৌজন্যে এবং সহায়তায় প্রাপ্ত আশ্রমেরই নিকটস্থ তাঁহারই বাড়ীর বিরাট জমির উপর। স্থানটি সদর রাস্তার অতি নিকটে—আশ্রম হইতেও খুব দূরে নয়। স্থানটি এত বড় যে এই বিশাল জনতার জন্য সৎসঙ্গ ভবন একমাত্র তাহাতেই সম্ভব। সুতরাং ইহার-ই উপরে প্যাণ্ডেলটি নির্মাণ করার কাজ আরম্ভ করা হয়।

উৎসব মে মাসে। প্রচণ্ড গরমের সময়। সুতরাং সৎসঙ্গের সময় লোকের যাহাতে কোনও অসুবিধা না হয় সে উদ্দেশ্যে প্যাণ্ডেলের চারিদিকে ইঁটের দেয়াল দিয়া মধ্যে মধ্যে বড় বড় খস্‌খসের পরদা ঝুলাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হয়। কেবলমাত্র প্যাণ্ডেলের সম্মুখস্থ ভাগের দেয়ালটি খুব নীচু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল,—যাহাতে কখনো প্যাণ্ডেলে স্থান সংকুলান না হইলে প্যাণ্ডেলের বাহিরেও খোলা জায়গাটিতে ৩।৪ হাজার লোক দাঁড়াইয়া ভিতরের সব কিছু দেখিতে ও শুনিতে পারে। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে সৎসঙ্গ সুরু হইলে পাইপ দিয়া সমস্ত খস্‌খসে জল ছিটাইয়া দিবার ব্যবস্থা রাখা হয়। তাহার ফলে বাহিরে যখন ভীষণভাবে 'লু' বহিতে থাকিত প্যাণ্ডেলের ভিতরটি থাকিত সুশীতল ও আরামদায়ক। ইহা ভিন্ন সমগ্র প্যাণ্ডেলের ভিতর প্রায় ৩৫।৪০টি Ceiling Fanএরও ব্যবস্থা ছিল। প্যাণ্ডেলটীর আয়তন ছিল প্রায় ১১০′×৮০′ ভিতরেও প্রায় ৩০০০ দর্শক ও শ্রোতার বসিবার স্থান ছিল। পিছনের দিকে ৪৫′×১৬′ একটা বেদী বানান হয়। বেদীটি বেশ একটু উঁচু-ই করা হইয়াছিল যাহাতে প্যাণ্ডেলের মধ্যে যে কোন স্থানে বসিয়াও মা'র বা মহাত্মাদের দর্শন লাভে কোন অসুবিধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi.

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ না করে। বেদীর উপর উৎকৃষ্ট গালিচা, আসন ইত্যাদি দ্বারা সৎসঙ্গের স্থানটি সুসজ্জিত করা হয়। প্যাণ্ডেলের মধ্যে মাইকের ব্যবস্থা থাকে এবং শক্তিশালী কয়েকটি লাউড-স্পীকারের সাহায্যে বহুদূর হইতে, এমন কি আশ্রম হইতেও সৎসঙ্গের বক্তৃতা, গান কীর্ত্তন ভজনাদি, যন্ত্রসঙ্গীত প্রভৃতি সমস্ত কিছুই পরিষ্কারভাবে শুনিতে পাইত।

প্যাণ্ডেলটির অভ্যন্তর এবং প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিবার এবং সাজাইবার ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী লীলাবেন। এই কাজে সাহায্যের জন্য তিনি বম্বে হইতে ২ জন বিশিষ্ট শিল্পীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ভাইয়ার স্ত্রী লীলাবেন একজন পরমা বিদুষী মহিলা। সমস্ত প্রকার কাজ-কর্মে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা। তিনি নিজেও একজন বিশিষ্ট চিত্রকর এবং শিল্পী। উহারা তিন জনে মিলিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সমস্ত কিছু এমন সুসজ্জিত করিয়া দিলেন যে, তাহার বর্ণনা অতীব কঠিন। কেবলমাত্র প্যাণ্ডেলের ও আশ্রমের ২টি প্রবেশদ্বারই এত সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল যে, প্রত্যেকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিত, তাহার আভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জা ত আরও সুন্দর। গরমের সময় কাশীতে ফুলমালার খুব অভাব হয়, কিন্তু শিল্পীগণ তাহাদের শিল্পবিদ্যার প্রয়োগে সে অভাব সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা না হইলে উৎসবের এই দীর্ঘ ২৬ দিন প্রত্যহ ফুলমালা সহযোগে এই বিরাট প্যাণ্ডেল ও আশ্রমকে সজ্জিত করা এক দুরূহ ব্যাপার হইত সন্দেহ নাই।

২রা মে বৈকাল ৫টা হইতেই প্যাণ্ডেলে সৎসঙ্গ আরম্ভ হয়। হরিবাবাজী এবং অন্যান্য কয়েকজন মহাত্মা এবং মা-ও ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সর্বপ্রথমে বিদগ্ধ পণ্ডিত শ্রীবিন্দু মহারাজ একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। তাহার পর পণ্ডিত বেদসুখানন্দজীর মঙ্গলাচরণ পাঠ এবং পণ্ডিত ভগবতী প্রসাদের পৌরাণিক মঙ্গলাচরণ পাঠ হয়। ইহার পরে ভজন কীর্ত্তন হইয়া সন্ধ্যায় প্রোগ্রাম শেষ হয়। পরে সন্ধ্যা ৭-১৫ হইতে ৮-১৫ মিনিট পর্যন্ত শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মহারাজের নিয়মিত কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনের পরে তিনিই ৮-৪৫ পর্যন্ত ভক্ত চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলেন। ইহার পর ৮-৪৫ হইতে ৯টা পর্যন্ত যথারীতি মৌন রক্ষা হইবার পর রাত্রি ১০-৩০ পর্যন্ত সৎসঙ্গ চলে।

উৎসবের আরম্ভ। বহুবিধ বিভিন্ন প্রকারের কার্যক্রম।

পরবর্ত্তী দিবস ৩রা মে হইতে প্যাণ্ডেলেই প্রত্যহ সকালে রাসলীলা অভিনয় আরম্ভ হইয়া যায়। তাহাদের অভিনয়ের সুবিধার জন্য পৃথক একটি উচ্চ বেদীর ব্যবস্থাও করা হয়। উহাও উৎকৃষ্ট সোফা, গালিচা দ্বারা সজ্জিত করিয়া দেওয়া হয়। প্রত্যহ সকাল ৮-৩০ হইতে ১১-৩০ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীমহাপ্রভুর জীবন ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই লীলা অভিনয় হইত। রাসলীলা দেখিবার জন্য অকল্পনীয় ভীড় হইত। বহু দূর দূর হইতে সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ এই লীলা দর্শনে আসিত। পরম শ্রদ্ধেয় কবিরাজ মহাশয়ও ২।১ দিন এই লীলা দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন। মহাত্মাদের মধ্যেও অনেকেই লীলা দর্শনে উপস্থিত থাকিতেন। লীলা শেষ হইলে শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মহারাজ অল্পক্ষণ কীর্ত্তন করিতেন এবং সেই দিনের সৎসঙ্গ শেষ হইয়া যাইত।

রাসলীলা।

বৈকাল ঠিক ৪টার সময় শ্রীশ্রী হরিবাবাজীর ভক্তমণ্ডলী সমবেতভাবে রামায়ণ গান করিত। ইহার পরে ৬-৩০ পর্যন্ত বিশিষ্ট বক্তা বা মহাত্মাগণের ভাষণের সময় রাখা হইয়াছিল। মহাত্মাদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজী, স্বামী রামদাসজী, শ্রীচক্রপাণিজী, স্বামী শরণানন্দজী,

মহাত্মাগণের ভাষণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারীজী গভীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করিতেন। ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম, পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রী এবং আরও অনেকেই সুন্দর এবং সুললিত ভাষায় নানান প্রসঙ্গ লইয়া বক্তৃতা দিতেন। স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিত বক্তাদের মধ্যে ভাষণ দিতেন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ আত্রেয়। যোগ-বাশিষ্ঠের উপর তাঁহার ভাষণ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইত। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত মঙ্গলদেব শাস্ত্রী, ডাঃ মহাদেব শাস্ত্রী, ডাঃ রাজ-বলী পাণ্ডে, সন্ত ছোটে মহারাজ, মুসলমান সন্ত বাবা কালিদাস, অধ্যাপক যাজ্ঞিক প্রভৃতিও কোন কোন দিন বিভিন্ন বিষয় বক্তৃতা দিতেন।

৭ই মে তারিখে জগদ্‌গুরু রামানুজাচার্য দেবনায়কাচার্য সকলের আহ্বানে প্যাণ্ডেলে পদার্পণ করেন এবং ভাষণ দিতে স্বীকৃত হন। এ দিনই বিজয়লক্ষ্মী নামে চৌদ্দ বৎসরের একটি বালিকা সমস্ত রামায়ণ মুখস্থ বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করে। শুনা যায়, বাল্যকাল হইতেই নাকি তাহার সমগ্র রামায়ণ কণ্ঠস্থ।

জয়ন্তী উপলক্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়কেও আহ্বান করিয়া আনান হইয়াছিল। তিনি জলদগম্ভীর স্বরে, সুললিত এবং তেজপূর্ণ ভাষায় মহাভারতের উপর ভাষণ দেন। তাঁহার ভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র মহাভারতটী ভাষণের মাধ্যমে চক্ষুর সম্মুখে চিত্রিত করিতে পারেন। শুনিয়াছি, কলিকাতায় এক এক সভায় তিনি যখন মহাভারত সম্বন্ধে বলেন, তখন সহস্র সহস্র স্ত্রী-পুরুষ নাকি নির্বাক বিস্ময়ে নিশ্চল হইয়া তাহা শুনিতে থাকে। কলিকাতা সংযম-সপ্তাহের সময় ইহার কিছুটা আস্বাদন আমরাও করিয়াছি। ভদ্রলোকের মা'র ওপরেও খুব সুন্দর ভাব। মা-ও তাহাকে খুবই খাতির করেন। ২৩, ২৪, ২৫শে এই তিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন সন্ধ্যায় ত্রিপুরারী বাবুর ভাষণ হইল। তিনি যদিও বাংলা ভাষাতেই বলিয়াছেন, তথাপি অসংখ্য অবাঙ্গালী জনতাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ভাষণ শুনিত।

শ্রীশ্রীহরিবাবাজীর কীর্ত্তন ও মাতৃসঙ্গ।

সন্ধ্যার পর মৌনের সময় পর্যন্ত শ্রীশ্রী হরিবাবাজীর কীর্ত্তনাদি নিয়মিত চলিত। মৌনের পর দেড় ঘণ্টা সময় রাখা হইয়াছিল মাতৃসঙ্গের জন্য। কিন্তু প্রায়ই মা ঐ সময় নাম-কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং সেই সঙ্গে সহস্রাধিক স্ত্রী-পুরুষও যোগ দিত। সাধারণতঃ মাতৃসঙ্গের লোভেই হউক, আর যে কোন কারণেই হউক, ঐ সময়টাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক ভীড় হইত এবং কোনও কোনও সময়ে তাহা ৭।৮ হাজারের অধিক হইত। বিশাল প্যাণ্ডেল, তাহার সমুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তর জন সমুদ্রে পরিণত হইয়া যাইত। সকলেই এক বাক্যে বলিত—কাশীতে এত বিরাট ভাবে সৎসঙ্গের আয়োজন ও জনতার এইরূপ অকল্পনীয় সমাবেশ পূর্বে আর কখনো দেখা যায় নাই।

বিশ্ববিখ্যাত কণ্ঠ এবং যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ-গণের সঙ্গীত পরিবেশন।

টিহরীর মহারাজার উৎসাহে এবং শ্রীমান বিভু, পটল প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতি রাত্রিতেই সঙ্গীতের অতি সুন্দর আয়োজন হইত। অনেকে শুনিয়াছি ইহাকে সঙ্গীত সম্মেলন বলিয়াও অভিহিত করিতেন। এবং একটুও অতিশয়োক্তি না করিয়াও বলা যায় ইহা ঠিকই বলা হইত। কাশী সেই সুদূর প্রাচীন কাল হইতেই সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্র। সুতরাং কাশীর মত স্থানে মা'র এইরূপ একটী উৎসবে ভারতখ্যাত বহু সঙ্গীত-শিল্পীকে একত্রিত হইতে দেখিয়া, ইহাকে সঙ্গীত-সম্মিলন ভাবিয়া নেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতকার শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী, শ্রীমতী গিরিজা দেবী, শ্রীমতী পন্নজা দেবী এবং পণ্ডিত ওঙ্কারনাথজীর শিষ্যদ্বয় শ্রীবলবন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাই, ডাগর ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্রীহরিশংকর মিশ্র প্রভৃতি এক একদিন এক এক জন উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাদের কণ্ঠ-সঙ্গীতের দ্বারা উপস্থিত জনতাকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা হইতেও শ্রীযুক্ত সুখেন্দু গোস্বামী, উৎপলা সেন, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ও আসিয়া সকলকে সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহারা সকলেই মায়ের বিশেষ ভক্ত। সঙ্গীতের সহিত প্রসিদ্ধ তবলাবাদক শ্রীশান্তা প্রসাদ, কণ্ঠে মহারাজ, আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং কিষণ মহারাজ প্রভৃতি তাহাদের অপূর্ব কৃতিত্বে সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। একদিন শ্রীযুক্ত যুগল কিশোর আসিয়া অতি চমৎকার জলতরঙ্গ এবং আর একদিন বিসমিল্লা খাঁ তাঁর অপূর্ব সাহনাই বাজনা বাজাইয়া গেলেন। তবে জয়ন্তী মহোৎসবের সমগ্র সান্ধ্য অনুষ্ঠানের ভিতর ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সুযোগ্য পুত্র আলি আকবর খাঁর সরোদ এবং শ্রীরবিশংকরের সেতার বাজনাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। আলি আকবর বর্ত্তমান ভারতের সরোদ যন্ত্র-শিল্পীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। আলি আকবরের পিতা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার ষ্টেটেই থাকেন। বর্ত্তমানে তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সরোদ-শিল্পী। তাঁহার ভ্রাতা ওস্তাদ আকতাবুদ্দিন আহম্মদ মায়ের পিতা শ্রীবিপিন ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উভয়েই কুমিল্লা জিলার অধিবাসী। আলি আকবর কলিকাতা হইতে প্লেনে আসিয়া একদিন থাকিয়া পর দিনই বম্বে রওয়ানা হইয়া যান। শ্রীযুক্ত রবিশংকরও একরাত্রির জন্য প্লেনে দিল্লী হইতে আসিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী শ্রীউদয়শংকরেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আলি আকবর এবং রবিশংকর উভয়েই বাঙ্গালীর সন্তান। উভয়েই আপন আপন ক্ষেত্রে অসামান্য যশঃ এবং প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া বাঙ্গালী তথা সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের যন্ত্রসঙ্গীত শুনিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য কত শত শত ব্যক্তি অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। সুতরাং সহরে যখন সকলে জানিল যে, আশ্রমে উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা আসিতেছেন, তখন যে সমস্ত সহরের জনতার মধ্যে একটা বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হইল, তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আলি আকবর এবং রবিশংকর সরোদ এবং সেতার বাজাইয়া উপস্থিত কম পক্ষে ৮০০০ জনতাকে এমনভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। অন্যান্য প্রয়োজন বশতঃ রাত্রি অধিক হওয়াতে বাধ্য হইয়া অনুষ্ঠান শেষ করিলে হইত, নতুবা কোথা হইতে কিভাবে যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, তাহা হয়ত কেহই বুঝিতে পারিত না। মা'র জয়ন্তী উপলক্ষে এইরূপ ২ জন যন্ত্রশিল্পী কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত কাশীবাসী সঙ্গীত-অনুরাগীগণই আশ্রমের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই উপলক্ষে ওস্তাদ আলি আকবর ও রবিশংকর উভয়েই মা'র সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া মা'র প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

রামায়ণ গান।

কলিকাতা হইতে প্রসিদ্ধ রামায়ণ গায়ক মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীও ১৫, ১৬ এবং ১৭ই রাত্রিতে ৮-১৫ হইতে ১১-১৫ পর্যন্ত রামায়ণ গান করিতেন। এ ব্যাপারে তাহার সমকক্ষ কেহ নাই।

নদের নিমাই।

হাওড়া সমাজের প্রসিদ্ধ 'নদের নিমাই' পার্টিও একদিনের জন্য কলিকাতা হইতে আসিয়া ২৬শে রাত্রি ৯॥০ হইতে ভোর ৪টা পর্যন্ত নদীয়া লীলা অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। হাওড়া সমাজের ঋষিকেশ বাবু আমাদের বিশেষ পরিচিত। তাঁহারা মা'র উপস্থিতিতে অভিনয় করিবেন, এই সুযোগ লাভ করিবার জন্যই এক রাত্রির জন্য হইলেও এতদূর হইতে বহু বাধা সত্ত্বেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছিলেন। তাঁহারা কাশীবাসী সমস্ত বাঙ্গালী সমাজকে যেরূপ আনন্দ দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নয়।

নৃত্যানুষ্ঠান।

একদিন প্যাণ্ডেলেই রাত্রিতে গুজরাটী গর্‌বা নৃত্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গুজরাটে নবরাত্রির সময় এইরূপ গর্‌বা নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। ইহার পরে শান্তিনিকেতন সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজা মজুমদার মহাশয়ের নেতৃত্বে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঐ দিনই—৩০শে রাত্রিতে এই অনুষ্ঠানের পর সোলনের রাজাসাহেব জয়ন্তীর কর্মকর্ত্তাদের পক্ষ হইতে অতিথি-অভ্যাগত এবং স্থানীয়, অস্থানীয় যাবতীয় জনতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের পক্ষ হইতে বহু স্বেচ্ছাসেবক, পুলিস কর্মচারিবৃন্দ প্রভৃতি যাহারা অক্লান্তভাবে প্যাণ্ডেলে শান্তি রক্ষা ও জনসাধারণের সুবিধা রক্ষার জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও ধন্যবাদ জানান হয়। রাজাসাহেব কর্ত্তৃক এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পরেই প্যাণ্ডেলের কার্যক্রম দীর্ঘ একমাস চলার পর সমাপ্ত হয়।

রাম চরিত মানস সম্মেলন।

জয়ন্তী মহোৎসবের মধ্যেই ২০শে হইতে ২২শে—এই তিন দিন আমাদেরই প্যাণ্ডেলে রাম চরিত মানস সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অখিল ভারতীয় রামায়ণ সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নাগেশ উপাধ্যায়জী আমাদের আশ্রমেরই নিকটে থাকেন। তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে এই অনুষ্ঠান আমাদের প্যাণ্ডেলে হয়। এই উপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি আমাকেই মনোনীত করা হয়। সম্মেলনে বাহির হইতে বহু প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই করা হইয়াছিল। সম্মেলন উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দজী, মন্ত্রী পণ্ডিত কমলাপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রিপাঠী, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য প্রভৃতি আসিয়াছিলেন। শ্রীবিন্দু মহারাজজী হইতেছেন রামায়ণ সম্মেলনের সভাপতি। উৎসবের শেষ অধিবেশনের দিন তিনি মা'র নিকট উৎসবের পক্ষ হইতে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং মাকে কিছু বলিতে মিনতি জানান। মা-ত প্রকাশ্য সভায় কখনও কিছু বলেন না। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ধরণে শুধু বলিলেন,—"হরি কথাই কথা, আর সব বৃথা ও ব্যথা।" —এবং "যঁহা রাম উঁহা আরাম, আউর যঁহা নহী রাম উঁহা বেআরাম।" পরে কিছুক্ষণ সকলকে লইয়া রাম নাম কীর্তন করিলেন।

প্যাণ্ডেলের সংলগ্ন জমিতেই একটি Enquiry Office, Telephone Call Office, Police Station, Fire Brigade Station, Book Stall, Tea Stall এবং সর্বসাধারণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থাও রাখা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া অতিথি ও দর্শকদের সুবিধার উদ্দেশ্যে Municipality কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্যাণ্ডেলের নিকটেই ৫।৬টী পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থানের ব্যবস্থাও রাখা হয়। আশ্রমের নিকটেও সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য বরফ মিশ্রিত ও কেওড়াদ্বারা সুবাসিত পানীয় জলের ব্যবস্থাও ছিল। এই দীর্ঘ এক মাস যাবৎ এই উভয় স্থানে বরফ সরবরাহ পটল তাহার নিজ অর্থব্যয়ে করিয়া আসিয়াছে।

প্যাণ্ডেলের সৎসঙ্গে ব্রহ্মচারী কান্তিভাই নিজের হাতে সৎসঙ্গের প্রতিটি ব্যবস্থা, সাধু-মহাত্মাদিগকে মালা চন্দন দ্বারা স্বাগত করা, কার্যক্রম ঘোষণা করা, এবং মণ্ডপের শান্তি রক্ষা করার কার্যভার সুশৃঙ্খল ভাবে করিয়াছে। এই দীর্ঘ দিন ব্যাপী এইরূপ মহোৎসবের সৎসঙ্গ পরিচালনা করা যে কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসবের আরম্ভ করা হইয়াছে চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় রামার্চ্চনা দ্বারা। শ্রীশ্রী হরিবাবাজীর বিশেষ আগ্রহে ও ইচ্ছাতেই ১লা ভোর বেলা হইতে সুরু হইয়া উৎসব চলিয়াছিল ২২ দিন। এই রামার্চ্চনার আচার্য ছিলেন পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী, পূজক মনোহর। পূজান্তে প্রত্যহ শ্রীশ্রী হরিবাবা স্বয়ং স্তব পাঠ এবং রামনাম কীর্ত্তন করিতেন। মা-ও প্রতিদিন অর্চ্চনার সময় উপস্থিত থাকিতেন।

রামার্চ্চনা।

২রা প্রাতঃকাল হইতে সহস্র চণ্ডীপাঠ আরম্ভ হয়। গত বৎসর কাশীতেই রোগ নিরাময় উদ্দেশ্যে হরিবাবার ইচ্ছাতে শত চণ্ডীপাঠ করান হইয়াছিল। সেই সঙ্গে রুদ্রাভিষেকও হইয়াছিল। সেই সময় হইতে একবৎসর কাল যাবৎ যোগেশদা প্রভৃতি কয়েকজন নিত্য চণ্ডীপাঠ করিয়া সেই অনুষ্ঠানের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সোলনে গত বৎসর যখন জয়ন্তী উৎসবের সম্পর্কে কথা ওঠে তখনই যোগিভাই বলেন যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাময় হইলে সহস্র চণ্ডীপাঠ করাইয়া উৎসব শেষ করা উচিত। তখন টিহরীর মহারাণীও সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেন। তাঁহাদের উভয়ের ইচ্ছাতেই এবার জয়ন্তী উৎসবের সময় সহস্র চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করা হয়।

বর্ষ প্রদেশীয় ব্রহ্মনগণ কর্তৃক সহস্র চণ্ডীপাঠ।

নূতন আশ্রমের হলঘরটীর সংস্কার করাইয়া নূতন বেদীর উপর চণ্ডী-দেবীর ঘট স্থাপিত করিয়া সেইখানেই পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ২৫ জন পাঠক পাঠ আরম্ভ করেন। আচার্য ছিলেন অগ্নিহোত্রী বাটুদা। জাপক বিশু পুরোহিত এবং যজমান টিহরীর মহারাজা। পাঠকদের একটি করিয়া কুশাসন, একটি করিয়া কালীনের আসন, ধূতি, চাদর, গামছা, পঞ্চপাত্র, তাম্রকুণ্ড ইত্যাদি দিয়া বরণ করা হয়। আচার্যকে বিশেষ রেশমী বস্ত্র ও উত্তরীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেওয়া হয়। বেদীর উপর সুসজ্জিত ঘট স্থাপন করিয়া তাহার উপর রৌপ্য সিংহাসনে চণ্ডী দেবীর সুবর্ণ মূর্তি স্থাপনা করা হয়। দেবী-মূর্তি নানান বহুমূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া রাজোচিত ভাবে পূজান্তে পাঠ আরম্ভ করা হয়। পাঠকালে প্রত্যহ একজন ব্রাহ্মণ বিঘ্ননাশক নবার্ণ মন্ত্র জপ করিত। প্রতিদিনে ৫০ চণ্ডীপাঠ সম্পূর্ণ হইত। এই ভাবে ২০ দিনে সহস্র চণ্ডীপাঠ শেষ হয়। পাঠান্তে প্রত্যহ একটী করিয়া কুমারী ও বটুককে বস্ত্র ও দক্ষিণা সহ ভোজন করান হইত।

২২শে মে হইতে ২৫শে মে পর্যন্ত—চারদিন পাঠান্তে হোম হইত এবং ২৬শে হোমের পূর্ণাহুতি হয়।

সহস্র চণ্ডীপাঠ ত যথারীতি এবং অতি সুন্দর ভাবেই পরিসমাপ্ত হইল। কিন্তু পরিসমাপ্তির দিন কয়েক পূর্বে শুনা গেল, ইহার সংকল্পের মধ্যে ভুল রহিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এই যে, সোলনে যখন সহস্র চণ্ডীপাঠ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তখনই টিহরীর মহারাণীর মনে বিশেষ ইচ্ছা জাগিয়াছিল যে, পাঠ সম্পুটিত ভাবে করা হয়। কিন্তু সেই বিষয়ে পরে আর কোন কথা হয় নাই। এদিকে যোগাযোগও এমন হইল যে, ২০মে যখন সহস্রচণ্ডী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়, তখন শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন টিহরীর মহারাণী কাশীতে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। মহারাজা উপস্থিত থাকিলেও তিনি এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই। তবে পাঠের সংকল্পের সময় মহারাজা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পাঠ সম্পুটিতরূপে হইবে কিনা। আচার্য সে বিষয়ে কিছুই জানিতেন না। সুতরাং তিনি বলেন যে, সাধারণ ভাবেই পাঠ হইবে। পরে ১৫ই মহারাণী দিল্লী হইতে কাশীতে আসিয়া লক্ষ্য করেন যে, পাঠ সম্পুটিত ভাবে

সম্পুটিত সহস্র চণ্ডীপাঠ ও রুদ্রাভিষেক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে না। তিনি তাহাতে একটু দুঃখিত হইলেও সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলেন নাই।

পরে এই কথা ১৯শে সকালবেলা মা'র ও আমার নিকট প্রকাশিত হয়। তখন উৎসব শেষ হইতে আর মাত্র ১৫ দিন বাকী। এই অল্প সময়ের মধ্যে পুনরায় নূতন করিয়া সম্পুটিত সহস্র চণ্ডী পাঠ করান সম্ভব কিনা মা জানিতে চাহেন। মহারাণীর ত উৎসবের মধ্যেই ঐ পাঠ হয়, এইরূপ ইচ্ছাই ছিল। এদিকে আবার পরের দিন রবিবার। কাশীতে দোকান-বাজার সব বন্ধ। সুতরাং সকলেই পুনরায় ঐ পাঠ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু মা বার বারই বলিতে লাগিলেন,—'চেষ্টা ত কর।' দেখ কি হয় শেষ পর্যন্ত। সুরজরাণীর ইচ্ছা।"

বৃন্দাবনের যোগেন্দ্রবাবুকে সেইদিনই গালিচা কিনিবার জন্য মোটরে মির্জাপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য জিনিষ সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতে থাকে। পরদিন রবিবার, সব দোকান বন্ধ—কিছুই করা সম্ভব না—সকলেই এইরূপ ভাবিতেছে। এমন সময় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারিজীর একজন শিষ্যা হঠাৎ মা'র দর্শনের জন্য আসেন। পাঠের জন্য তৈজসপত্রাদি সংগ্রহের অসুবিধার কথা তাঁহারও কানে যায়। তিনি তখনই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বলেন যে, তাঁহার স্বামীর বিখ্যাত বাসনের দোকান আছে, সুতরাং তিনি সব বাসনের ব্যবস্থা তাঁহার দোকান হইতে করিয়া দিতে পারেন। তখনই একজন মোটরে তাঁহার সঙ্গে গিয়া যাবতীয় বাসনপত্রাদি লইয়া আসিল। অপরদিকে পটল গেল পাঠক সংগ্রহের চেষ্টায়। এত অল্প সময়ে এত অধিক সংখ্যক পাঠক সংগ্রহও কষ্টসাধ্য। আর এক দিকে পটলের ভাই হাবুল কোনও ভাবে দোকান খোলাইয়া অনুষ্ঠানের ও পাঠকদের যাবতীয় বস্ত্রাদির ব্যবস্থা করিল। এই ভাবে মহারাণীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুভ ইচ্ছায় আর মায়ের অসীম কৃপায় শেষ পর্যন্ত অসম্ভবও সম্ভব হইল। মাত্র একদিনে—তাহাও হাটবাজার বন্ধের দিনে—সহস্রচণ্ডী পাঠের যাবতীয় ব্যবস্থা হইয়া গেল। একই উৎসবের মধ্যে দুইবার সহস্রচণ্ডী পাঠ করাইবার কথা শুনিলেও কেহ বিশ্বাস করিবে না। সত্যই দেখিলাম মা'র উপস্থিতিতে অসম্ভব বলিয়া কিছুই নাই।

পাঠকও সংগ্রহ হইয়া গেল। ৫০জন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ—রুদ্রাভিষেকের জন্য ১৬ জন ব্রাহ্মন আসিল। অবশিষ্ট ২১ জন ব্রাহ্মণ বাটুদা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন—এই ভাবে মোট ৮৭ জন ব্রাহ্মণ দিয়া সম্পুটিত ভাবে সহস্রচণ্ডী পাঠ আরম্ভ হইল ২১শে ভোর হইতে। এবারও যজমান টিহরীর মহারাজাই হইলেন। তাঁহার বংশের প্রচলিত রীতি অনুসারে সুবর্ণ নির্মিত পাত্রে ৺চণ্ডী দেবীর বীজ লিখিয়া ও যন্ত্র আঁকিয়া পূজা করা হয়। পূজাও রাজোচিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হইল। দেবীর নৈবেদ্যর জন্য রূপার থালা, বাটী, গ্লাস, চামচ ও রেকাব দেওয়া হয়। সকল পণ্ডিতেরা একত্রিত হইলে মহারাজা সকলকে বরণের সামগ্রী সহযোগে বরণ করেন। পাঠ আরম্ভ হইল। ৮৪ জন ব্রাহ্মণ একসুরে একত্রিত হইয়া পাঠ আরম্ভ করিল, সে এক অপূর্ব দর্শন! পাঠে বসিবার পূর্বে ৮৪ জন পণ্ডিতের আসনের স্থানই সংকুলান হইতে ছিল না। মাকে বলায় মা আসিয়া এমন ভাবে আসন সাজাইবার ব্যবস্থা করাইলেন যে, দেখা গেল এখন ঐ স্থানেই আরও ৯।১০ খানা আসন বিছান যাইতে পারে। আরও বহুক্ষেত্রে এইরূপ দেখিয়াছি, মা'র সবই অপূর্ব।

নিত্য পাঠান্তে এবার তিনজন করিয়া কুমারী ও একজন করিয়া বটুককে দক্ষিণা ও বস্ত্র সহকারে ভোজন করান হইত। প্রত্যেক ব্রতীও পূর্ববৎ প্রতিদিন পাঠান্তে আশ্রম হইতে ১ সের করিয়া দুগ্ধ ও মিষ্টি দ্বারা জলযোগ করিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শে সম্পুটিত চণ্ডী পাঠ শেষ হয়। ২৭শে সকালে হোমান্তে পূর্ণাহুতির ব্যবস্থা হয়। প্রায় কয়েকশত ব্রাহ্মণ তাহাতে অংশ গ্রহণ করে। সাধারণ চণ্ডী অনুষ্ঠানের হোম ও আহুতি পাঁচ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল কিন্তু এবার মাত্র একদিনেই সবকিছু শেষ করিতে হইবে। একত্রে এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ বসিয়া হোম করিবার স্থানাভাব ছিল বলিয়া নূতন যজ্ঞমন্দিরে, তুলাদানের বেদীর উপর এবং মাতৃমণ্ডপের সম্মুখেও হোমের ব্যবস্থা করা হয়। তিল, যব, চাল, চিনি, ঘি, মেওয়া, চন্দনচূর্ণ ইত্যাদির মিশ্রণ দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়। এবং প্রতি অধ্যায়ের পরে পান-সুপারী ও পদ্মবীজ ইত্যাদি দ্বারা আহুতি দেওয়া হয়। ব্রতীদের দক্ষিণা প্রত্যেককে ৬৩৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয় এবং আচার্য পান ১০১৲ টাকা। তাহা ছাড়া প্রত্যেককে পৃথক ভাবে যাতায়াতের ভাড়া, জলপান-দক্ষিণা প্রভৃতি দেওয়া হয়। আচার্যকে সবৎসা গাভী এবং বৃষ দান করা হয়।

সম্পুটিত সহস্রচণ্ডী পাঠ প্রসঙ্গে উৎসবান্তে একদিন যোগীভাই মা'র নিকট একটি বিস্ময়কর দর্শনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রথমবার যখন সহস্রচণ্ডী পাঠ চলিতেছিল তখন যোগীভাই একদিন সকালে আশ্রম হইতে প্যাণ্ডেলে যাইবার সময় মাতৃ-মণ্ডপের জানালা দিয়া দেখেন যে ৺চণ্ডীদেবীর ঘটের স্থানে আসনে ৺কালী মূর্তি অধিস্থিতা। যোগীভাইয়ের সন্দেহ হওয়ায় তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া ভাল করিয়া মূর্ত্তিটী দর্শন করেন। তিনি মনে ভাবেন যে বাংলা দেশে অনেক স্থানে ৺চণ্ডীদেবীর ঘটের পরিবর্ত্তে মূর্ত্তি স্থাপনের রীতি আছে। তাই এখানেও বোধহয় দেবীমূর্ত্তিই স্থাপনা করা হইয়াছে। যোগীভাই প্রণাম করিয়া প্যাণ্ডেলে চলিয়া যান। কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় পুনরায় লক্ষ্য করিয়া দেখেন যে দেবীমূর্ত্তির স্থানে ঘটই বিরাজমান।

একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে তিনি খুবই বিস্মিত হন। সত্যই কি দেবী কৃপা করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন! যাহাহৌক তিনি এ বিষয়ে তখন নীরবই থাকেন।

পরে উৎসবান্তে মা ও আমার নিকট তিনি ঐ সকল কথা বলায় মা বলিলেন,—"দেখ, দেবী নিজে প্রকট হয়ে পূজা গ্রহণ করেছেন।" সত্যই তিনি নিজে কৃপা না করিলে এই ভাবে একই উৎসবের মধ্যে ২ বার সহস্রচণ্ডী পাঠ যে কখনই সম্ভব হইত না—এ বিষয়ে ত সন্দেহের কোন প্রশ্নই নাই।

শত চণ্ডীপাঠ

উৎসবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণানন্দ অবধূতজীর ইচ্ছাক্রমে কাশীস্থ ললিতা-ঘাটে ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর মন্দিরে আবার শত চণ্ডীপাঠেরও ব্যবস্থা হয়। ললিতা ঘাটের উপরেই প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শ্রীশংকর ভারতীজী থাকেন। ভারতীজী উৎসবের মধ্যেই নাকি এক-দিন মাকে দেবী মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং পরে দেবী স্বয়ং ভারতীজীকে মা'র বিষয়ে অনেক কিছু রহস্য প্রকাশ করেন। এই সব কথা ভারতীজী কিছু কিছু অবধূতজীর নিকট ব্যক্ত করেন। তাহাতে অবধূতজীর দেবীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব উৎপন্ন হয় এবং ঐ স্থানেই এই উৎসবের মধ্যেই দেবীর শৃঙ্গার ও শত চণ্ডী-পাঠের কথা তাঁহার মনে আসে। সেই অনুসারে সেইদিনই সমস্ত আয়োজন করিয়া সুবর্ণ পাত্রে যন্ত্র আঁকিয়া ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা হইয়া শত চণ্ডীপাঠ ২৩শে সকাল হইতে আরম্ভ হয়। ২৭শে পাঠ সমাপ্ত হয় এবং সেইদিনই হোম, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ বিদায় আদি নিষ্পন্ন করা হয়।

অন্যদিকে ৬ই প্রাতঃকাল হইতে ১১ দিন ব্যাপী রুদ্রাভিষেক অন্ন-পূর্ণার মণ্ডপে আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে ১১ জন ব্রাহ্মণ ব্রতী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য হন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং যজমান হন যোগীভাই।

রুদ্রাভিষেক

মন্দিরের সম্মুখে বাণ লিঙ্গ শিব স্থাপনা করিয়া রুদ্রি পাঠ সহযোগে শিবের উপর গঙ্গাজল, দুধ, সিদ্ধি ইত্যাদির ধারা দেওয়া হইত। একজন ব্রাহ্মণ এক প্রান্তে বসিয়া গণেশ মন্ত্র জপ করিতেন। সকল ব্রতী এবং আচার্যকে চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠানের ন্যায়ই রাজোচিত ভাবে বরণ করা হয়। ১৭ই নূতন যজ্ঞ-মন্দিরে ১১ জন ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞান্তে পূর্ণাহুতি দেন। প্রত্যেক ব্রতীকে ৩৬৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং আচার্যকে ৫১৲ টাকা এবং সবৎসা গাভী দান করা হয়।

৭ই প্রাতঃকাল হইতে কন্যাপীঠের উপরের হল ঘরে শিবার্চ্চন সুরু হয়। টিহরীর মহারাজার আগ্রহানুসারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। ব্রতীদের সুবিধার জন্য বাটুদা এবং টিহরীর মহারাজা

শিবার্চ্চনা

পরামর্শ করিয়া আশ্রম হইতেই বৈদিক শিবপূজা পদ্ধতি প্রকাশ করা হয়। পূর্ব হইতেই এই উপ-লক্ষে একখানা করিয়া চৌকি, পঞ্চপাত্র, তাম্রকুণ্ড, ধূপদানী, নৈবেদ্য পাত্র ও পঞ্চপ্রদীপ ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজা আশা করিয়াছিলেন যে উপস্থিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে অনেকেই হয়ত ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র ১ জন গৃহী ভক্ত ইহাতে যোগ দান করে। সুতরাং আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীবৃন্দ হইতে ৫ জন ব্রহ্মচারীকে এই অনুষ্ঠানে বসান হয়। রৌপ্য চাকতীর উপর শিবের বীজ মন্ত্র লিখিয়া পূর্ণাঙ্গীন বৈদিক প্রথা অনুসারেই শিবার্চ্চনা এবং তৎসহ মহামৃত্যুঞ্জয় জপ আরম্ভ হয়। অগ্নিহোত্রী বাটুদাই এই অনুষ্ঠানের আচার্য নিযুক্ত হন।

১৭ই রুদ্রাভিষেক সমাপ্ত হইলে পরদিবস হইতে স্মৃতি মন্দিরে বিষ্ণুযজ্ঞ আরম্ভ হয়। ঋষিকেশ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ এই উপলক্ষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনান হয়। সুবর্ণ নির্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সিংহাসনের উপর স্থাপনা করিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহাদের পূজা করা হয়।

বিষ্ণুযজ্ঞ

নৈবেদ্যর জন্য রূপার থালা, বাটি ও গ্লাস দেওয়া হয়। নারায়ণকে রেশমী পিতাম্বর ও ৺লক্ষ্মীদেবীকে লাল বেনারসী ও উত্তরীয় দেওয়া হয়। বিষ্ণু যজ্ঞে ১৭ জন ব্রতী নিযুক্ত হন এবং তিন দিন এই অনুষ্ঠান চলে। আচার্য ছিলেন পণ্ডিত কৃষ্ণ কিশোর শাস্ত্রী। ২০শে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে পর, তাহার পরের দিন পূর্ণাহুতি প্রদান করা হয়। আহুতির সময় পুরুষ-সূক্ত পাঠ করা হয়। প্রতি ব্রাহ্মণকে ১৬৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং আচার্যকে ৫১৲ টাকা এবং সবৎসা গাভী দান করা হয়।

জয়ন্তী উৎসবের মধ্যে যত প্রকার অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল তুলাদান। ধীরে ধীর বাহিরে যতই এই তুলাদানের কথা ছড়াইয়া পড়িতেছিল,

তুলাদানের ইতিকথা ও প্রস্তুতি

ততই সকলের মধ্যে এক অদম্য কৌতূহল ও অজানা আগ্রহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। শত শত লোক প্রতিদিন আসিয়া ঐ বিষয়ে সর্বপ্রকার অনুসন্ধান করিয়া যাইত। অবশ্য মা'র দিব্য ও অলৌকিক জীবনের সহিত সম্বন্ধিত এই তুলাদান ব্যাপার লইয়া এইরূপ কৌতূহল হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

মা'র এই উৎসবে তুলাদানের প্রস্তাব কিরূপে এবং কাহা দ্বারা হইল এখানে সে বিষয়ে কিছু বলিয়া লই।

পুরাণে আছে যে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে ওজন করিয়া তুলাদান করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য অনেকেই জানেন। আমিও জানিতাম। সোলনে প্রথম যখন জয়ন্তী উৎসব সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন হইতেই মা'র উৎসবে ঐরূপ একটা তুলাদান করিলে কেমন হয়—এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ে আমার মনে একটী কথা ওঠে। তখন যদিও এ সম্পর্কে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই আলাপ আলোচনা হইয়াছিল; তবুও কয়েকজন, বিশেষ করিয়া কমলা, রমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি এ বিষয়ে খুবই উৎসাহ এবং আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু জয়ন্তী উৎসবে এই অনুষ্ঠান হইলেও জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত অর্থ হইতে ইহা হৌক এ ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার দ্বারাই হৌক,—এই ছিল আমার ইচ্ছা। সুতরাং বাহিরে ত দূরের কথা, আশ্রমেও সকলের কাছে এ বিষয়ে কিছুই বলা হয় নাই। দশজনের সংগৃহীত অর্থ দ্বারা যে বিরাট উৎসব হইবে এবং দশজনের পরামর্শ লইয়া যে উৎসবের কার্যক্রম পরিচালনা করা হইবে সে স্থলে আমার একান্তই ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূর্ণ করা যে আদৌ সঙ্গত নয় তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া অনেকেই হয়ত ইহা পছন্দও না করিতে পারে—এইরূপ আশংকারও উদয় আমার মনে হইয়াছিল। তাই সোলনের পরেও মধ্যে মধ্যে যখন সংবাদ পাইতেছিলাম যে কমলা, রমা ও লীলা মহা উৎসাহে তুলাদানের জন্য তৈজস পত্রাদি সংগ্রহ করিতেছে, তখন আমি পুনঃ পুনঃ তাহাদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম যে কাহারও নিকট হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া যেন কিছুই চাওয়া না হয়। যদি স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দিতে ইচ্ছুক হয় তাহা হইলে পৃথক কথা।

মহোৎসবের কিছুদিন পূর্ব হইতে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম সেই সময় যোগীভাই এবং টিহরীর মহারাজার সম্মুখে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইলে তাঁহারা তুলাদানের কথা সকল ভক্তগণের মধ্যে সম্যকরূপে প্রচার করিবার দিকই সমর্থন করেন। মহারাজা বলেন যে এত বড় এবং এরূপ বিশিষ্ট একটী অনুষ্ঠান যদি সর্বসাধারণকে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়া করিয়া ফেলা হয়, তাহাতে প্রথমতঃ তাহারা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হইত, দ্বিতীয়তঃ এইরূপ একটী মহান কার্যে তাহারা অংশ গ্রহণের সুযোগ লইতে বঞ্চিত হইল বলিয়া আক্ষেপও করিবে। ইহার পরেও নিমন্ত্রণ পত্রে কার্যক্রম ছাপাইবার কথা প্রসঙ্গেও মহারাজা পুনরায় ঐ কথাই বলেন। আমার কিন্তু এ বিষয়ে মনে একটী গুরুতর আশঙ্কা ছিল। তাহা এই যে সর্বসাধারণের মধ্যে এই তুলা-দানের কথা প্রচারিত হইলে হয়ত উৎসবের সময় এমন একটী পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, যাহা সকলের পক্ষে সামলাইয়া ওঠা কঠিন হইবে। এই সব বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া মহারাজার পরামর্শ অনুসারে কার্যক্রমে 'তুলাদান' শব্দের পরিবর্তে 'তুলা' শব্দই রাখা হয়। উদ্দেশ্য 'দানের' বিষয় লইয়া যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবের একটা আলোড়ন সৃষ্টি না হয়।

তুলাদান যে বিশেষ কোন দুরূহ অনুষ্ঠান এ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। ইতিপূর্বে ব্রহ্মচারি মোহনানন্দজীর তুলাদান উৎসবেও মা'কে লইয়া আমরা অনেকেই উপস্থিত ছিলাম। তাহাতেও দেখিয়াছি, ইহা অতি সাধারণ ব্যাপার।

এবার কাশীতে আসিয়া স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাচরণ সাহিত্যাচার্য এবং শ্রীযুক্ত নরেন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা করিয়া জানা গেল যে তুলাদান একটী বিরাট অনুষ্ঠান এবং পৌরাণিক শাস্ত্রে ইহার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বিধিবিধান দেওয়া আছে। যাহাহৌক বিস্তারিত জানিয়াও সকলেই বলিলেন একবার যখন এ কার্যে অগ্রসর হওয়া গিয়াছে তখন ইহা করাই ঠিক হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারেই করিতে হইবে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে যেহেতু এই উৎসবের বিবিধ অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ নানান ভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং এই অনুষ্ঠানটী বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হউক। এই অনুসারে শ্রীযুক্ত সাহিত্যাচার্য মহাশয়কেই আচার্য পদে বরণ করা হয়।

২৪শে তুলাদান হইবে। সুতরাং এইজন্য কন্যাপীঠের ঠিক সম্মুখে একটী মণ্ডপ নির্মিত হয়। অনেকেরই ইচ্ছা ছিল যে প্যাণ্ডেলে বা অন্য কোনও প্রশস্ত স্থানে এই অনুষ্ঠান হইলে সকলেই দেখিতে পারে। কিন্তু আশ্রমের বাহিরে কোথাও এইরূপ একটী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ইহা আমার ঠিক মনঃপুত হয় না। যাহাহৌক কন্যাপীঠের ঠিক সম্মুখে ১২ হাত × ১২ হাত একটী বেদী ১ হাত উচু করিয়া বানান হয়। তাহার চতুর্দ্দিকে চারটি এক প্রকারের কাঠ দিয়া প্রবেশদ্বার নির্মাণ করা হয়। বেদীর উপরটী চাটাই দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া শ্বেত বস্ত্রের চাঁদোয়া দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হয়। ভিতরে রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ঐ বেদীর মধ্যস্থলে ৫×৫×১ হাত উচ্চ আর একটী বেদীও বানান হয়। আর মণ্ডপের ভিতরে পূর্ব পশ্চিম করিয়া ৫ হাত উচ্চ স্থূলাকায় ২টী কাঠের স্তম্ভ লাগান হয়। তাহাদের উপরে সেই মাপেরই একটী মোটা কাঠের বীম লাগাইয়া দেওয়া হয়। তাহারই সঙ্গে ২×২ হাত বর্গাকার ২টী পাল্লা লাগান হয়। প্রতি কোণে কোণে বিচিত্র বর্ণের ধ্বজা-পতাকা এবং সঙ্গে সঙ্গে আয়না, চামর, ঘুংঘুর বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সে এক অপূর্ব শোভা। মণ্ডপের মধ্যে বড় বেদিটীর ঈশান কোণে চতুষ্কোণ একটী ছোট বেদী, পূর্বে চতুষ্কোণ সামবেদীয় যজ্ঞকুণ্ড, উত্তরে পদ্মাকার অথর্ববেদীয় যজ্ঞকুণ্ড, পশ্চিমে গোলাকার যজুর্বেদীয় যজ্ঞকুণ্ড এবং দক্ষিণে অর্ধচন্দ্রাকার ঋক্‌বেদীয় যজ্ঞকুণ্ড নির্মিত হয়। সমস্ত বেদীগুলি ও কুণ্ডসমূহ গোবর দিয়া ভাল করিয়া লিপান হয় এবং তুলাদানের আয়োজন অনুষ্ঠানের পূর্বদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলিতে থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলাদানের এইরূপ বিরাট আয়োজন আজকাল ত শুনিতেই পাওয়া যায় না যদিও তুলাদান উৎসবের কথা অনেক সময়ই শোনা যায়। আসল কথা ঠিক শাস্ত্রীয় বিধান মত তুলাদান আজ কাল প্রায় কেহই করে না।

প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল যে মা'র শরীরের ওজন শুধু সোনা বা রূপা দ্বারাই করা হয়। পরে সাহিত্যাচার্য মহাশয় বলেন যে সোনা রূপার অতিরিক্ত অষ্টধাতু, অন্ন, বস্ত্র, ঘৃত, মধু ইত্যাদি দ্বারাও তুলাদান করিবার বিধি আছে। সেই অনুসারে ঐসব দ্রব্যসমূহও সংগ্রহ করা হয়।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে মা'র ঘরে টিহরীর মহারাজা ডাঃ পান্নালাল ও তাঁহার মেয়ে লীলা প্রভৃতি আছেন। এই সময় পান্নালালজী মাকে দান বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলেন। কিন্তু মা তাহার উত্তরে কিছু না বলিয়া আপন খেয়ালেই বাথরুমের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন —"দিন ত চলে যায়। কিছু ত সঙ্গে যাবে না। দান কর যে যতটা পার।" দান প্রসঙ্গে সকাল হইতেই মা'র নিকট নানান কথা হইতেছিল, তাই মা'র মুখ হইতে ঐ কথা বাহির হয়। কথাটী পান্নালালজীর ও তাহার মেয়ের কানে যাইতেই তাঁহাদের অন্তরে কথাটী যেন বসিয়া যায়। আমি ভাবিলাম তাঁহারা কথাটী যেন ভুল না বোঝে যে তুলাদান উপলক্ষেই মা হয়ত ঐ কথা বলিতেছেন। তাই আমি নিজে উঠিয়া গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া পান্নালালজী ও লীলাকে বলিলাম যে মা ঐ কথা তুলাদান সম্পর্কে বলেন নাই, দান ভাল কাজ, তাই মা বলিতেছেন দান করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা কথাটা বুঝিলেন। ফলে পান্নালালজী ও লীলা উভয়ে-ই মনে করিলেন যে দান যদি করিতেই হয় তবে মা'র শরীর ওজন করিয়া করাই সর্বশ্রেষ্ঠ দান হইবে। অথচ তখন মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ের মধ্যে কিছু করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পান্নালালজী বিশেষ সন্দিহান হইলেও লীলা কিন্তু তাঁহার পিতাকে বারবার বলিল যে চেষ্টা করিয়া দেখিতে আপত্তি কি? মা'র ওজন কেবল রূপা দিয়াই করা হৌক, এ পূর্বে-ও কথা হইয়াছিল এবং আমার মনেও ঐরূপ ইচ্ছাই ছিল। কিন্তু তুলাদানের কথা বিশেষভাবে কাহারও নিকট প্রকাশ না করায় জিনিষপত্রের সংগ্রহের চেষ্টা বিশেষ হয় নাই এবং আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িয়া আছি তাই মা'র ওজনের উপযুক্ত পরিমাণ রূপা সংগ্রহও হইয়া ওঠে নাই। যাহা হৌক রূপা দিয়া ওজনের কথা একবার উঠিয়াছিল বলিয়া লীলা ও পান্নালালজী রূপা সংগ্রহের চেষ্টাতেই বাহির হইয়া গেলেন। এবং তুলাদান হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই স্থানীয় এক ভদ্রলোকের সহায়তায় পৌনে দুই মন রূপা সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসেন। অনেকে অনুমান করিয়াছিল যে মা'র শরীরের ওজন হয়ত ঐরূপই হইবে, তাই তিনি ঐ পরিমাণ রূপা আনিয়াছিলেন।

এদিকে প্রাতঃকাল হইতেই অনুষ্ঠানের আয়োজন চলিতেছে। কুসুম ব্রহ্মচারী যজমান, সাহিত্যাচার্য মহাশয় আচার্য এবং ২৪জন বাঙ্গালী পণ্ডিত ব্রতী হইলেন। আচার্য ও ব্রতীদের বরণ করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। শান্তি কুম্ভের উপর স্বর্ণ-নির্মিত নারায়ণ ও যমের মূর্তি স্থাপনা করিয়া ষোড়শোপচারে রাজোচিততাবে প্রথমে পূজা করা হয়। এই পূজা এবং হোমাদি কর্মে-ই বেলা প্রায় ১॥০টা বাজিয়া যায়। এদিকে শত শত স্ত্রী পুরুষ ভক্ত সেই ভোর হইতেই কোনওভাবে স্থান অধিকার করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে কখন মা আসেন। সমস্ত শহর যেন আজ আশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ১২টার বহু পূর্বেই আশ্রমের মধ্যে, ছাতের উপরে, এবং সম্ভব অসম্ভব সমস্ত প্রকার স্থানে

তুলাদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। স্থানাভাবে কত শত ভক্ত আগ্রহ সহকারে আশ্রমের বাহিরেই প্রচণ্ড রৌদ্র মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জনতা যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠান দেখিতে সক্ষম হয় সেজন্য সাহায্য করিতে পুলিশেরাও বিশেষভাবে পরিশ্রম করিতেছে। অতিকষ্টে তুলামণ্ডপের বাহিরে একপার্শ্বে সাধু মহাত্মা ও ব্রহ্মচারিদিগের স্থান করিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত আশ্রম আজ এক অশেষ জনসমুদ্র। যাহারা স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহাদের সে দৃশ্য বুঝাইবার ভাষা বুঝি বা আজও সৃষ্ট হয় নাই। শত শত ভক্তবৃন্দ, বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলের মুখে সে এক অপূর্ব উত্তেজনা ও আগ্রহের ছাপ। বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও নিজ নিজ পদ-মর্য্যাদা ভুলিয়া সকলের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া সামান্য একটু স্থান অধিকার করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই প্রচণ্ড রৌদ্র ও গরমের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। কী অপরিসীম তাঁহাদের উৎসাহ! কী অতুলনায় তাঁহাদের আনন্দ!! মা'র এইরূপ একটি অনুষ্ঠান তাঁহারা দেখিতে সমর্থ হইবেন এই কথা ভাবিয়াও যে তাঁহারা নিজেদের ধন্য মনে করিতেছেন। কাশীর মত সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রে গঙ্গার একেবারে উপরে জগৎজননীর এইরূপ পুংখানুপুংখরূপে শাস্ত্রবিধি মানিয়া তুলাদান উৎসবে যোগদান করা যে অসীম সৌভাগ্যের কথা, তাহাতে কি আর কাহারো সন্দেহ থাকিতে পারে! মা'র জীবনের অজস্র অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা সকলে শুনিয়াছে। আজও কি জানি কি ঘটে—সকলের মুখেই এই একই কথা—সকলের মনেই বোধ হয় এই একই চিন্তা।

পূজা ও হোম শেষ হইয়া গেলে নারায়ণ স্বামিজী ও পরমানন্দ স্বামিজী মাকে আনিতে গেলেন। মা দুপুরের পূর্ব হইতেই নিজের গুহাতে গিয়া শুইয়া ছিলেন। তুমি গিয়া মাকে উঠাইয়া গরদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাপড় পরাইয়া দিল। নারায়ণ স্বামি ও পরমানন্দজী ধরিয়া ধরিয়া মাকে উপরে লইয়া আসিলেন। আজ দেখিতেছি মা'র এক অস্বাভাবিক অবস্থা। চক্ষু ঢুলু ঢুলু—শরীরের কোনও তাল নাই—কথায় জড়তার ভাব—মুখের চেহারা অসাধারণ, চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। এই অসাধারণ অবস্থা দেখিয়া আমিও ঘাবড়াইয়া গেলাম। মা'র কাছে গিয়া করজোড়ে ভীত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম —'মা, আমি কি তবে কোন অন্যায় করিলাম?'

ধীরে ধীরে মাকে পরমানন্দজী ও অবধূতজী মণ্ডপে লইয়া গিয়া দক্ষিণের পাল্লার উপরে বসাইয়া দিলেন। মা'র দর্শন মাত্র উদ্‌গ্রীব জনতা সহস্র কণ্ঠে মা'র জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। মা তুলা দণ্ডে বসিয়াই অস্পষ্ট স্বরে শুধু বলিলেন,—'নারায়ণ নারায়ণ"। তৎক্ষণাৎ অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে সিংহাসনে করিয়া ৬টি নারায়ণ শিলা লইয়া আসা হইল। উহার মধ্যে সংযোগ ক্রমে মা'র পৈতৃক নারায়ণ শিলাও ছিলেন। মা'র কোলে নারায়ণ শিলাসহ সিংহাসন বসাইয়া দেওয়া হইল। এখন আচার্য আসিয়া মা'র এক হাতে নারায়ণের সুবর্ণ মূর্ত্তি এবং অপর হাতে যমের মূর্ত্তি দিলেন। মা ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন। চক্ষু দুইটীর ভাব অস্বাভাবিক। সমস্ত চেহারা এক অবর্ণনীয় ভাবে ভরা।

আরম্ভ হইল তুলাদানের কাজ। প্রথমে বড় একটি কাঁসার পরাতের মধ্যে তাম্রকুণ্ড, পিতলের রেকাব, রূপার থালা-বাটি-গ্লাস-রেকাব, অর্ধ সের সোনার পাত ও অন্যান্য ধাতু দিয়া অষ্ট ধাতু পূর্ণ করা হইল। সমস্ত জিনিষ দিয়াও কম হওয়াতে ডাঃ পান্নালালজীর আনীত রূপা হইতে ২টী খণ্ড নিয়া দিলে ওজন সমান হয়। চতুর্দ্দিকে তুমুল জয় জয়কার ও হর্ষধ্বনি আরম্ভ হইল। ঐ সমস্ত তৈজসপত্রাদি ক্রমে নামাইয়া রাখা হইল। ইহার পর যথাক্রমে দেরাদুনের বাসমতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাল, গম, যব, মাসকলাই, তিল, গব্যঘৃত, ফল, গরদ ও সুতীকাপড় এবং চিনি দ্বারা ওজন করা হয়। এক একটি ওজন সম্পূর্ণ হয়, আর জনতার কণ্ঠে হর্ষধ্বনি উদ্বেল হইয়া ওঠে। সকলের মধ্যে তখন সে কি অপূর্ব উত্তেজনা, এইরূপে দশ বস্তু দ্বারা ওজন সমাপ্ত হইলে দিদিমা ও মাখনের ইচ্ছানুসারে আর একবার বাতাসা ও এলাচদানা দিয়া মাকে ওজন করা হয়। মা'র শৈশবে দিদিমা মাকে অনেক সময়েই তুলসীতলায় শোয়াইয়া রাখিতেন। তাই মাখনের মনে ইচ্ছা জাগিয়াছিল যে এই উপলক্ষ্যে মাকে ওজন করিয়া সকলের মধ্যে হরির লুটের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ব্যয়ভারও মাখনই বহন করে। অবশেষে পান্নালালজী দ্বারা আনীত রৌপ্যখণ্ড দিয়া ওজন করা হয়। এইভাবে তুলা অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

তুলামণ্ডপের যাবতীয় দ্রব্যাদি এমন কি কাষ্ঠনির্মিত প্রবেশদ্বার এবং তুলাদণ্ডও আচার্যের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক ব্রতীকে ১২৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা এবং আচার্যকে ১০১৲ টাকা এবং গোদান করা হয়।

দানের জিনিষপত্রের মধ্যে তৈজস পত্রাদি, চাল, গম, যব, আদি যাবতীয় দ্রব্য শাস্ত্রীয় বিধিমত ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করা হয়। ঘি ব্রাহ্মণ ভোজনের কার্যে ব্যয়িত হয়। বস্ত্রাদি ব্রাহ্মণ এবং গরীবদিগকে দান করা হয়। আর রূপা ডাঃ পান্নালালজীর ইচ্ছানুসারে বৃন্দাবনের মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবাকার্যে ব্যয়ের জন্য দেওয়া হয়।

তুলাদানের পরের দিন ২৫শে অপরাহ্নে পণ্ডিত সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমের ছাদের উপর বাঙালী, হিন্দুস্থানী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী প্রভৃতি নানাস্থানীয় প্রায় দেড়শত ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হ'ন। প্রথমে তাঁহারা কিছুক্ষণ শাস্ত্র আলোচনা করেন। পরে প্রতি ব্রাহ্মণকে তুলার দ্রব্যসমূহ হইতে একটি করিয়া পিতলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রেকাব, তাম্রকুণ্ড, পিতলের সিংহাসন, রূপার একটি বাসন, স্বর্ণখণ্ড মৎ প্রণীত একটি পুস্তক, ফল, মিষ্টি এবং ৪৲ টাকা দক্ষিণা দেওয়া হয়।

উৎসবান্তে শাস্ত্রীয় বিধিমত টিহরীর রাজমাতার আগ্রহানুসারে চতুর্বেদ পাঠ এবং বসন্ত পূজার ব্যবস্থাও হয়। গঙ্গাতটে ৬০জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমবেত স্বরে যখন বেদ পাঠ করিতেছিলেন তখন আশ্রমের আবহাওয়া সেই বেদধ্বনিতে মুখরিত হইয়া ওঠে। বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে পণ্ডিতগণকে ৪৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা, মালা-চন্দন, ফল-মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পরদিন তুলাদানের মণ্ডপেই পূজার আয়োজন হয় এবং পূজান্তে সকলে শান্তিবারি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন।

চতুর্বেদ পাঠ

জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে যোগীভাইয়ের ইচ্ছানুসারে সমস্যা পূর্ত্তি পরীক্ষা এবং পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। কাশীস্থ সংস্কৃত অধ্যয়নকারী কতিপয় ছাত্র ইহাতে যোগদান করে। বিচারক ছিলেন সোলন রাজপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মথুরা প্রসাদজী। প্রথম পুরস্কার ২০০৲; দ্বিতীয় পুরস্কার ১০০৲ এবং তৃতীয় পুরস্কার ছিল ৫০৲ টাকার। এই পারিতোষিক বিতরণও পণ্ডিত সম্বর্দ্ধনার সহিতই করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্রদিগকে মা'র নিকট লইয়া গেলে মা নিজে তাহাদের গলায় মালা দিয়া দেন।

১৬ই মে জহ্নু সপ্তমীর দিনে বিশেষ সমারোহের সহিত গঙ্গাপূজার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। গঙ্গায় এক মন দুধ অর্পিত হয় এবং গঙ্গার এপার হইতে ওপার পর্যন্ত বিশাল এক পুষ্পমালা গঙ্গার বুকে পরাইয়া দেওয়া হয়। সে দৃশ্য সত্যই অপূর্ব। গঙ্গা পূজার রীতি আমাদের দেশে বহু স্থানেই প্রচলিত আছে, কিন্তু এইরূপ সমারোহ ও সুন্দর ভাবে কোথাও তাহা করা হয় কিনা সন্দেহ।

গঙ্গা পূজা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরদিন উৎসব উপলক্ষ্যে কাশীস্থ কুষ্ঠ হাসপাতালে প্রায় ৭০ জন রোগীকে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন ও বস্ত্র দান করা হয়। পাড়ার দরিদ্র বালক বালিকাদিগকেও এদিন আপ্যায়িত করা হয়। তাহাদিগকে আশ্রমের ভিতর আসন দিয়া বসাইয়া তৃপ্তি সহকারে ভোজন করান হয় এবং সকলকে বস্ত্রও দান করা হয়।

কুষ্ঠ সেবা

তুলাদানের দিনে প্রাতঃকালে ১০৮টী কুমারী পূজা করা হয়। উৎসবের পরেও পুনরায় একদিন ১০৮টী কুমারী সেবার ব্যবস্থা করা হয়। কুমারী পূজা আমাদের আশ্রমের প্রতিটি উৎসবের একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং এ উৎসবেও তাহা বাদ গেল না।

কুমারী পূজা

উৎসবের মধ্যে ২ দিন অখণ্ড তুলসী রামায়ণ পাঠ হয়। উৎসবান্তে সপ্তাহকালব্যাপী অখণ্ড রামায়ণ পাঠ হয়। আর একদিন অন্নপূর্ণা মিলের স্বত্বাধিকারীর পত্নীর আগ্রহে রামায়ণ নবাহের ব্যবস্থা করা হয়। তিনিই উহার সকল ব্যয়ভার বহন করেন।

অখণ্ড রামায়ণ পাঠ

১৭ই মে ভোলানাথের তিরোধান তিথি উৎসব প্রতিপালিত হয়। আশ্রমস্থ মেয়েরা ঊষাকাল হইতে অখণ্ডভাবে ৬ ঘণ্টা নাম রক্ষা করে এবং মধ্যাহ্নে ১০৮ সাধুভোজন করান হয় এবং বস্ত্র দান করা হয়।

একদিন অন্নপূর্ণার মণ্ডপে ও স্মৃতিমন্দিরে কমলাকান্ত ব্রহ্মচারী ও চিত্তরঞ্জন—এই ২জনে মিলিয়া শিবকে এক লক্ষ বিল্বপত্র অর্পণ করে। উৎসবান্তে ২দিন প্রত্যহ আড়াই শত করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন দিনে প্রতিবেশী দরিদ্র স্ত্রী-পুরুষ, সহরস্থ দরিদ্র-নারায়ণ, দণ্ডী সন্ন্যাসী প্রভৃতিদিগকেও ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইরূপ লিখিতে গেলে আরও বহু আয়োজনের কথা লিখিতে হয়।

এক লক্ষ বিল্বপত্র দ্বারা অর্চনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং সংক্ষেপতঃ কথা এই যে মা'র এই উৎসবে কোথাও কোন ত্রুটী বা ফাঁক থাকিতে পারে নাই। স্বয়ং জগতজননী যেখানে উপস্থিত, সেখানে তাঁহার অসীম কৃপায় কিছু ত্রুটী না থাকাই স্বাভাবিক—সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

শ্রীশ্রীমায়ের তিথি পূজা।

জয়ন্তী মহোৎসবের মধ্যে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদির ভিতর মায়ের তিথি পূজার আয়োজনই যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। ২রা মে—বাংলা ১৯শে বৈশাখ রাত্রি তিন ঘটিকার সময় মা'র জন্ম হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে ঐদিন রাত্রে আশ্রমস্থ বাসন্তী মণ্ডপে মা'র পূজার আয়োজন স-সমারোহে করা হয়। রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় পূজা আরম্ভ হয়। মাকে পূজা মণ্ডপে লইয়া আসা হইল। সকলেরই বিশেষ ইচ্ছা ছিল মা গিয়া পূর্বোল্লিখিত নব-নির্মিত সিংহাসনের উপর বসেন। কিন্তু বিশেষ প্রার্থনা সত্বেও মা সিংহাসনের উপর না উঠিয়া তাহার সিঁড়ির উপরেই বসিয়া পড়েন।

এইবারের পূজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে প্রতি বৎসরই জন্মোৎসব উপলক্ষে মা'র পূজা সুরু হইবামাত্র মা একেবারে আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শুইয়া পড়েন এবং পূজান্তে মাকে ডাকিয়া না উঠান পর্যন্ত শরীরের কোন প্রকার স্পন্দনও অনুভূত হয় না। এবারে কিন্তু মা দীর্ঘ তিন ঘণ্টাকাল একেবারে বসিয়া পূজা গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারী শুকদেব (কুসুম) পূজা করিতেছিল। পূজার সময় বিশিষ্ট অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ও এই বৃদ্ধ বয়সে উষাকাল পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া মা'র চরণে পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা মে শেষ রাত্রি হইতেই বাসন্তী মণ্ডপে অখণ্ড ভাবে জপ আরম্ভ হয়। এই জপ দীর্ঘ ২৬ দিন ব্যাপিয়া অখণ্ড ভাবে চলে। ঐ সঙ্গে অন্নপূর্ণা মন্দিরের নাট মন্দিরেও তিনদিন ব্যাপী অখণ্ড মা নাম কীর্ত্তন চলে। ২৭শে মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত রূপে বাসন্তী মণ্ডপে মা'র ছবির ওপর মা'র পূজা করা হইত এবং যথা নিয়মে ভোগ দেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন প্রতি সন্ধ্যা এবং প্রভাতে ভক্তগণ সমক্ষে মা'র আরতিও করা হইত। সন্ধ্যার সময় মা সাধারণতঃ ছাতের উপর পায়চারি করিতেন। সেইখানেই সাধারণতঃ আরতি করা হইত। সেই সময় শত শত ভক্ত আগ্রহ সহকারে মা'র আরতি দর্শন করিতে একত্রিত হইত। শত শত কণ্ঠে "আরতি করে চন্দ্র তপন..." এই আরতি গান যেন আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিত।

অখণ্ড জপ ও কীর্ত্তন।

২৭শে মে রাত্রিতে প্যাণ্ডেলের মধ্যেই মাতৃপূজার আয়োজন হইল। আজই মূল তিথিপূজা। আশ্রমের মধ্যে এমন কোনও উপযুক্ত স্থান নাই যেখানে ন্যূনাধিক দুই সহস্র লোক বসিয়া পূজায় যোগদান করিতে পারে। সুতরাং প্যাণ্ডেলেই পূজার আয়োজন করা হইল। পূজার আয়োজনের সুবিধার জন্য রাত্রি ১০॥ টার পর প্যাণ্ডেল খালি করিয়া দেওয়া হইল। পুনরায় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিবার পর রাত্রি পৌনে ২ টায় প্যাণ্ডেলের প্রবেশ দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে মিনিট কয়েকের মধ্যেই দুই সহস্রাধিক লোক আসিয়া সমগ্র প্যাণ্ডেলটী ভরিয়া ফেলিল। সকলের দেখিবার ও বসিবার সুবিধার জন্য টিহরীর মহারাজা, শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ এবং সোপারী সাহেব অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই উদ্যম ও উৎসাহ সত্যই প্রশংসার্হ।

তিথিপূজার বিস্তৃত বিবরণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ স্বামিজীর নেতৃত্বে পূর্ব হইতেই পূজার আয়োজন সুষ্ঠু রূপে হইয়া আছে। নবনির্মিত বিশাল সিংহাসনটীও পূজা স্থানের মধ্যস্থলে রাখা হইয়াছে। পশ্চিম দিকে বসিয়াছেন মহাত্মাবৃন্দ। সমস্ত পূজাস্থান এবং প্যাণ্ডেলটী ফুল পাতা ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হইয়াছে। প্যাণ্ডেল হইতে আশ্রম পর্যন্ত সমগ্র পথটীও ফুল-পাতায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

ক্রমে পূজাক্ষণ আগাইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি ঠিক তিনটার সময় একটি সুসজ্জিত পাল্কিতে মাকে বসাইয়া কীর্ত্তন ও বাদ্য-ভাণ্ড সহ শোভাযাত্রা করিয়া পূজা স্থানে লইয়া আসা হইল। মা পূজামণ্ডপে উঠিয়া সিংহাসনের সিঁড়ির উপরেই বসিয়া পড়েন। শেষ পর্যন্ত শ্রীশ্রীহরিবাবাজী ও অবধূতজীর একান্ত আগ্রহ ও প্রার্থনায় সিংহাসনের উপরে উঠিয়া বসিলেন। প্রায় ভোর ৫ টায় পূজা শেষ হইয়া আরতী ও পুষ্পাঞ্জলি হইল। তাহার পর সুশৃংখল ভাবে উপস্থিত ভক্ত নরনারী একে একে আসিয়া মাকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ নিয়া যাইতে লাগিল। এই প্রসাদ বিতরণেও প্রায় ২ ঘণ্টা কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। মা চুপ করিয়া সিংহাসনের উপরেই শুইয়াছিলেন। সকলের প্রণাম করা শেষ হইলে মাকে ধীরে ধীরে উঠাইয়া পুনরায় পাল্কীতে বসাইয়া কীর্ত্তন সহকারে আশ্রমে নিয়া আসা হইল। এই সময় মা'র চেহারায় কেমন এক অসাধারণ ভাব ছিল—মুখমণ্ডলে কেমন এক অপূর্ব জ্যোতি ছিল। আর ভাবটী কেমন যেন সমাহিত ভাব। মা'র সে চেহারা ভুলিবার নয়।

আশ্রমে আসিয়াও মা গুহায় গিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন অন্য কোন লোকে আছেন—ইহ জগতের সহিত তাঁহার যেন কোন সম্বন্ধই নাই। চক্ষু দুইটী অর্দ্ধনিমীলিত—কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতার আভাষ।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ তিথি পূজান্তে উৎসব শেষ হইয়া গেল। সকলের মনে কেমন যেন এক ঔদাসিন্য, এক বিষাদের ভাব নামিয়া আসিল। গত একবৎসর ধরিয়া যাহার জন্য এত অয়োজন, এত চেষ্টা, এত পরিকল্পনা সেই বিরাট মহা উৎসব আজ সমাপ্ত হইয়া গেল। কত দূর দূর দেশ হইতে কত শত ভক্তবৃন্দ কত উৎসাহ ও আনন্দপূর্ণ উত্তেজনা লইয়া এখানে মা'র চরণতলে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এবার তাহার অবসান ঘটিল। সকলের মুখেই আজ শুধু শুনিতেছি,—"যাহা দেখিলাম, যাহা পাইলাম, তাহার তুলনা কোথাও নাই।" শ্রদ্ধেয় ত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় ত পূজা মণ্ডপে বসিয়াই উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'মহাভারতে, পুরাণে রাজসূয় যজ্ঞের কথা অনেক পড়িয়াছি, অনেক শুনিয়াছি। কিন্তু আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।' সত্যই এ যুগে যে এইরূপ বিরাট ভাবে উৎসব সম্ভব, এইরূপ পুংখানুপুংখ রূপে বিধিবৎ রাজ-যজ্ঞাদি সম্ভব, তাহা এইরূপ প্রত্যক্ষ না করিলে কেহ কল্পনাও করিতে পারিবে না। আমি-ত শয্যাশায়ী আছি—এই মহোৎসবের কাজে নিজ শরীর দিয়া বলিতে গেলে কোন কাজই করিতে পারি নাই। তবে সকল শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে যে অপরিসীম সহায়তা এবং উৎসাহ লাভ করিয়াছি তাহা সত্যই অকল্পনীয়। অপূর্ব প্রীতি ও ভাতৃ-ভাবা-পন্ন হইয়া সকলে মিলিয়া যে ভাবে এই কার্যে সাহায্য করিয়াছে সত্যই তাহা ভুলিবার নয়। আসল কথা—মা'র কাজ মা-ই নিজে অসীম কৃপাভরে সুষ্ঠুরূপে সমাধা করাইয়াছেন—আমরা ত শুধু নিমিত্ত হইয়া যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইয়াছি মাত্র।

জয়ন্তী উৎসব না রাজসূয় যজ্ঞ

এবার বিদায়ের পালা। একে একে সকলেই মাকে প্রণাম করিয়া মা'র আশীর্বাদ লইয়া আপন আপন স্থানে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাত্মাগণও একে একে চলিয়া যাইতেছেন। শুধু হরিবাবাজী, অবধূতজী এবং চক্রপাণীজী ২।১ দিন থাকিয়া হৃষিকেশ যাইবেন। শুনিতেছি মা-ও ৩।৪ দিনের মধ্যেই হৃষিকেশ যাইবেন। শ্রীযুক্ত ভাইয়ার সহিত কথাবার্ত্তায় স্থির হইল আমিও দিনকয়েকের মধ্যেই একবার বম্বে যাইব। ভাঙ্গিয়া গেল আনন্দ হাট, ভাঙ্গিল মিলন মেলা—সকলের মন প্রাণ ছাইয়া নামিয়া অসিল একটা ঔদাসিন্য। উৎসবের পরিপূর্ণ সমাপ্তি ঘটিল।

ভাঙ্গল মিলন মেলা

৫ই জুন ১৯৫৬।

আজ মা পাঞ্জাব মেলে প্রতাপগড় হইয়া হরিদ্বার চলিয়া গেলেন।

৮ই জুন ১৯৫৬।

আজ ভোরে আমার বম্বে রওয়ানা হইবার কথা। কিন্তু শরীরটা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আজ আর যাওয়া হইল না। টেলিগ্রামে সংবাদ পাইলাম মা হৃষিকেশে ৬ই বৈকাল বেলা গিয়া পৌছিয়াছেন।

১০ই জুন ১৯৫৬।

আমার শরীর ক্রমশঃ খারাপই হইতেছে। সঙ্গে জ্বরও আরম্ভ হইয়াছে। জ্বর আজ প্রায় ১০৪ ডিগ্রী। দুর্বলতা, বমি বমি ভাব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতি অন্যান্য উপসর্গ ত আছেই। ডাঃ দাশগুপ্ত আমাকে দেখিতেছেন।

আজ পরমানন্দ স্বামিজীর পত্রে মা'র বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম। হরিদ্বার, ষ্টেশন হইতে মাকে মোটরে করিয়া হৃষিকেশে লইয়া যাওয়া হয়। হৃষিকেশে গঙ্গা পার হইবার জন্য এক বিশেষ লঞ্চের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সেখানে গঙ্গার পারে পরমার্থ নিকেতন—অতি সুন্দর এবং বিশাল আশ্রম। স্বামী শুকদেবানন্দজী ইহার মণ্ডলেশ্বর। স্থান অতি মনোরম—পাশেই গীতাভবন এবং স্বর্গাশ্রম। এই আশ্রমে নাকি প্রতি বৎসরই ২।৩ মাস করিয়া বিশেষ ভাবে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়। এবার এই উপলক্ষেই শ্রীশ্রী হরিবাবাজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী এখানে আসিয়াছেন। মাকেও এইজন্যই বিশেষ প্রার্থনা করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। আশ্রমের ভিতরেই একটি পৃথক ছোট বাড়ী মা ও তাঁহার সঙ্গীয়দের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্রমটি এবং তার ব্যবস্থাদি দেখিয়া সকলেই খুব খুসী।

হৃষিকেশে পরমার্থ নিকেতনে মা

১২ই জুন ১৯৫৬।

আমার জ্বর এখনও চলিতেছে। ম্যালেরিয়া উপসর্গ কিছু কিছু থাকায় ডাঃ গোপাল দাশগুপ্ত এবং ডাঃ ভার্গব উভয়ে পরামর্শ করিয়া আমাকে তিন দিন কুইনাইন ইনজেক্‌শন দেওয়া স্থির করিয়াছেন।

দিল্লীতে যিনি আমার চিকিৎসা করেন, সেই ডাঃ বলরামজী ব্যক্তিগত কাজে বম্বে গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি ও ভাইয়া টেলিগ্রামে এবং ফোনে প্রায় রোজই আমার সংবাদ নিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ বলরামজীও সেখান হইতে জানাইয়াছেন আমাকে যেন কুইনাইন ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়। মাকেও প্রতিদিনই আমার সংবাদ দেওয়া হইতেছে।

১৪ই জুন ১৯৫৬।

তিনটি কুইনাইন ইনজেক্‌সন দেওয়ার পর আজ আমার জ্বর অপেক্ষাকৃত কম হইলেও অন্যান্য উপসর্গ সব পূর্ববৎই আছে।

বিকালে আমি শুইয়া আছি। হঠাৎ শুনি মা আসিয়াছেন। একটু পরেই দেখি মা আসিয়া সোজা আমার ঘরেই প্রবেশ করিলেন। আমি-ত একেবারে অবাক। মা যে এই সময় এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিতে পারেন তাহা স্বপ্নেও কেহ ভাবে নাই। যাহাহৌক শুনিলাম ৫।৬ দিনের মধ্যেই মা আবার হৃষিকেশে ফিরিয়া যাইবেন। শুনিলাম হরিবাবাই নাকি মাকে একবার কাশীতে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতে বলিয়াছেন এবং সম্ভব হইলে দেরাদুন নিয়া যাইতে বলিয়াছেন। মা'র মতও দেখিতেছি অনেকটা সেইরূপই।

কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮ই জুন ১৯৫৬।

মা'র উপস্থিতিতে আমি অনেক সুস্থ বোধ করিতেছি। জ্বরও কম—অন্যান্য উপসর্গও পূর্বাপেক্ষা ভাল। ডাঃ দাসগুপ্ত আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব সুস্থ সবল করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। মা-ও নিয়মিত ভাবে আমাকে খাওয়া দাওয়া করিতে বলিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি খুবই ভালভাবে অনুভব করিতেছি যে মা'র কৃপাতেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছি ক্রমেই।

বম্বেতে ভাইয়ার সহিত ও ডাঃ বলরামের সহিত আমার দেরাদুন যাওয়া বিষয়ে কথাবার্তা হইতেছে। তাঁহারা মত দিলেন যে এখন দেরাদুনে মা'র নিকট গিয়া যদি কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া পরে বম্বে যাই, তাহাই নাকি ভাল হইবে। সুতরাং স্থির হইয়া গেল এখান হইতে ২০শে মা'র সঙ্গেই দেরাদুন যাইব। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রী হরি-বাবাজীকে ও শুকদেবানন্দজীকে তার করিয়া এই সংবাদ দেওয়া হইল।

২০শে জুন ১৯৫৬।

আজ সকালে মা'র সঙ্গে দেরাদুন রওয়ানা হইলাম। প্রথমে রিজারভেসন পাইতে কিছু অসুবিধা হইলেও, ভাইয়ার কোম্পানীর কলিকাতাস্থ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয়ের চেষ্টায় রিজারভেসন পাওয়া সম্ভব হইল। আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন দিদিমা, নারায়ণ স্বামিজী, শোভা, উদাস, উষা, মেজদি, পানু প্রভৃতি আরও অনেকে। ষ্টেশনে অমূল্যদাদার মেয়ে সতী আসিয়াছিল আমাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে। মা তাহাকে এক বস্ত্রেই দেরাদুন সঙ্গে লইয়া চলিলেন। মা'র সবই অসাধারণ ব্যাপার। সতীও মা'র সঙ্গে যাইবার সুযোগ পাওয়াতে খুবই খুসী। পথে লক্ষ্ণৌতে হরিরাম প্রভৃতির সঙ্গে দেখা হইল। কানপুর হইতে হরেন্দ্র ও বিন্দু আসিয়া লক্ষ্ণৌতে দেখা করিয়া গেল।

দেরাদুনের পথে মা ও আমি

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২১শে জুন ১৯৫৬।

সকালে হরিদ্বার পৌঁছিলাম। সেখান হইতে গাড়ী ছাড়িলে সতী, উষা, পান্থ সকলে মিলিয়া মা'র সম্মুখে চিঠি পড়িতে লাগিল। মা-ও খেয়াল মতন জবাব দিতেছেন। রামনাথ বসাক নামীয় এক ভদ্রলোক চিঠিতে প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহার দীক্ষা কবে হইবে। মা আপন খেয়ালে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"১৮ই।" আমি উৎসুক হইয়া আরও জিজ্ঞাসা করিলে মা প্রশ্ন কর্ত্তাকে লিখিতে বলিলেন,—"১৮ই হইতে যে নাম, যে রূপ ভাল লাগে তাহা লইয়াই বসা।" নারায়ণ স্বামিজীও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলেন যে ১৮ই শ্রাবণ কোনও বিশেষ দিন কিনা। লক্ষ্য করিলাম মা'র মুখের ভাবও একটু ভিন্ন রকমেরই। মা হাততালি দিয়া বলিলেন,—"যাও, খেয়াল হলে দিন তারিখও বলে দেব।" এই ব্যাপারে বিশেষত্ব যে কিছু আছে, তাহা আমরা উপস্থিত সকলেই অনুমান করিলাম।

একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

গাড়ী দেরাদুনে আসিলে দেখিলাম ষ্টেশনে কেহই উপস্থিত নাই। ভাবিলাম একি ব্যাপার? আসিবার সংবাদ ত আমরা পূর্বেই দিয়াছি। পরে টেলিগ্রামে-ও দেওয়া হইয়াছে, তবুও কেহ আসে নাই, খুবই আশ্চর্যবোধ হইতে লাগিল। যাহাহৌক নিজেরাই ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া কিশনপুর আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়া শুনিলাম চিঠি ঠিক মতই আসিয়াছে, কিন্তু পরে যে টেলিগ্রাম করা হইয়াছে তাহাতে ২১শের পরিবর্তে ২৫শে লেখা ছিল। এই জন্যই এই গোলমাল হইয়াছে। মা আমাকে নিয়া ট্যাক্সি করিয়াই সোজা কল্যাণবন বাগানে গেলেন। সেখানে গিয়া

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি, হরিবাবা আসিতে পারেন এই জন্য বাগানের বাড়ীর অনেক উন্নতি করা হইয়াছে। প্রায় ২ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া নূতন পায়খানা, বাথরুম, সেপ্‌টিক্‌ ট্যাংক ইত্যাদি করা হইয়াছে। বারান্দাকে শক্ত লোহার জালি দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মুখের বাগানের অনেকটা স্থান ইঁট দিয়া বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সমগ্র স্থানটাই বেশ সুন্দর এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। স্বরূপানন্দ ঐসব কাজ কর্ম দেখা শোনা করিতেছে। মা'র ত সব দিকেই খেয়াল! কি করিলে হরিবাবার এবং তাঁহার সঙ্গীয় সকলের সুবিধা হইবে সে বিষয়ে স্বরূপানন্দকে মা কিছু কিছু নির্দ্দেশও দিলেন। পরে আশ্রমে ফিরিয়া আমার থাকার ব্যবস্থারও নির্দ্দেশ দিলেন।

আজ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করিয়া ঠিক চারিটার সময় মা মোটরে হৃষিকেশ রওয়ানা হইয়া গেলেন। ভূপেনের নূতন বিবাহ হইয়াছে এখানকার এক ভক্ত ডাঃ মুখার্জ্জির কন্যার সহিত। সে উপলক্ষে সে একটী নূতন ছোট গাড়ীও পাইয়াছে। সেই নূতন গাড়ীতেই সে মাকে লইয়া চলিল। সঙ্গে হংসাদেবীর ও লক্ষ্মী দেবীর ছেলের গাড়ীতে নারায়ণ স্বামিজী, শোভা, উদাস, হেমিদি, উষা প্রভৃতি সঙ্গে গেল। কথা হইল পানু মাকে পৌঁছাইয়া আবার আজ রাত্রেই ফিরিয়া আসিবে।

২২শে জুন ১৯৫৬।

পানু দুপুর বেলা হৃষিকেশ হইতে ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম কাল পথে নদীর পুল বর্ষায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মোটর পার করিতে বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল। নদীতে স্রোতও বেশ ছিল, তবে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে ছিলেন, সেই ভরসায় ভূপেনের নূতন ড্রাইভারও জলের মধ্য দিয়াই গাড়ী পার করিতে সাহস করিয়াছিল। হৃষিকেশে গঙ্গার এপারে মা'র জন্য মোটর বোট এবং মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য নৌকাও রাখা হইয়াছিল। গঙ্গার ওপারে মা'র জন্য শ্রীশ্রীহরিবাবা, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী প্রভৃতি প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। মা'র বোট ঘাটে লাগিবামাত্রই সকলে মিলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া মাকে পরমার্থ নিকেতনে লইয়া গেলেন। সৎসঙ্গ চলিতেছিল। মাকে সোজা সেখানে নিয়া যাওয়া হইল এবং সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা'র জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে মাকে নিয়া যাওয়া হইল। সেখানে ক্রমান্বয়ে তিনটী বাড়ী। একটীতে শ্রীশ্রীহরিবাবাজী, অপরটিতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং তৃতীয়টিতে মা'র জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্বামী শুকদেবানন্দজী নিজে আসিয়া মাঝে মাঝেই সকলের সংবাদ লইয়া যান।

কথা হইয়াছিল ২।৩ দিন পরেই শ্রীশ্রীহরিবাবা সহ মা দেরাদুনে ফিরিয়া আসিবেন। পান্নু আমার পক্ষ হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী এবং শুকদেবানন্দজীকে একবার দেরাদুন আসিবার জন্য বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া আসিয়াছে।

গতকাল সন্ধ্যাতেই ভূপেনের গাড়ীতে পান্নুর ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল। সঙ্গে লছমিজীর ছেলে রজ্জুও তাহার নিজের গাড়ীতে যাইতেছিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়া রজ্জু ভুল পথে চলিয়া যায়। এদিকে রাতও হইয়া গিয়াছিল, পথও খুব খারাপ তাই ভূপেন ও পান্নু অনন্যোপায় হইয়া হৃষিকেশেই ফিরিয়া যায়। পরমার্থ নিকেতন হইতে সন্ধ্যা সাতটার পর পারাপার হইবার জন্য কোন নৌকা থাকে না। কিন্তু তখন রাত ৮টা বাজিয়া যাওয়া সত্বেও ভূপেন ও পান্নু ঘাটে আসিয়া দেখে স্বামী প্রকাশানন্দ মোটর বোট লইয়া ঘাটে

CC0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া আছে। ইহাতে তাহারা খুবই আশ্চর্য হইয়া যায়। মা-ই যেন তাহাদের জন্য এ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, নহিলে ঐ সময় কখনো নৌকা পাওয়া যায় না। সত্যই মা'র কৃপা থাকিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়।

এদিকে লছমিজী তাহার ছেলে একা দেরাদুন চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া নিতান্ত ভীত ও ব্যাকুল হইয়া কান্নাকাটি আরম্ভ করে। মা নিজেই তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাহার সহিত নানা রকম কথা কহিয়াছেন।

আজ সকালে পানু আসিবার সময় হরিবাবার নিকট শুনিয়া আসিয়াছে যে আগামী রবিবার হয়ত তাঁহাদের দেরাদুন নাও আসা হইতে পারে। দেরাদুনে এই সময় খুব বৃষ্টি হয় বলিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দ ও রাসলীলা পার্টির দলের কেহই আসিতে ইচ্ছুক নয়। সুতরাং হৃষিকেশে হয়ত মাকে লইয়া তাঁহারা আরও ৮।১০ দিন থাকিয়া যাইতে পারেন। এই সংবাদ শুনিয়া আমার মনটা খুবই দমিয়া গেল। আশা করিয়াছিলাম যে মা হয়ত ২।৩ দিনের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন।

২৪শে জুন ১৯৫৬।

গতকাল বিকালে হঠাৎ সংবাদ আসিয়াছিল যে মা হয়ত আজ ভোরে হরিবাবাকে সঙ্গে লইয়া আসিতে পারেন। কাল রাত্রিতেই তাই তাড়াতাড়ি করিয়া সব কিছু সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু সকাল ৯টা পর্যন্তও মাকে আসিতে না দেখিয়া পানু গিয়া ফোন করিয়া নারায়ণ স্বামিজীর নিকট হইতে সংবাদ আনিল যে মা কাল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে মা'র সেরূপ আসিবার কোন কথাই হয় নাই। আশ্চর্য, আর আমরা এদিকে সকলে মা'র প্রতীক্ষায় সেই ভোরবেলা হইতে বসিয়া আছি। ওখানে স্বামী শুকদেবানন্দজী, হরিবাবা প্রভৃতি সকলেই মাকে আরও কয়েকদিন থাকিয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাই ২৯শে পর্যন্ত ওখানে সকলের থাকার কথা হইয়াছে।

এখানে আসিয়া আমার শরীর আবার একটু খারাপ হইয়াছে। জ্বরও প্রত্যহই হইতেছে। তাহা ছাড়া আমার এখানে আসা হরিবাবার বিশেষ ইচ্ছাতেই হইয়াছে, তাই তিনিও একবার আমাকে ইতিমধ্যে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

কাশীতে থাকিতেই স্থির হইয়াছিল যে আগামী এক বৎসর জয়ন্তী উৎসবের ধারাটি বজায় রাখিয়া চলিবার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসের কৃষ্ণা চতুর্থীর দিন যেখানে যেখানে সম্ভব বিশেষ করিয়া সৎসঙ্গ ও সংযমের ব্যবস্থা করা হইবে। মা যেখানে উপস্থিত থাকিবেন, সেখানেও বিশেষ করিয়া ঐ ধারাটি রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করা হইবে। আগামী পরশু কৃষ্ণা চতুর্থী উপলক্ষ্যে এখানেও সমস্তদিন একটু সৎসঙ্গের ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। সেই উপলক্ষে হরিবাবা প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া মা যদি একটু ঘুরিয়া যান তবে ভালই হইত—সকলেরই এই ইচ্ছা। মা'র নিকটও এই প্রার্থনা জানাইয়া দেওয়া হইল।

জয়ন্তী উৎসবের ধারা রক্ষা

২৫শে জুন ১৯৫৬।

রাত্রিতে হীরুকে মা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আগামী কাল ভোরে হরিবাবাকে সঙ্গে লইয়া মা এখানে আসিবেন। হীরু সৎসঙ্গে ভজন কীর্ত্তনাদি করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৬শে জুন ১৯৫৬।

সকাল প্রায় ৮টায় টিহরী মহারাজার গাড়ীতে মা, নারায়ণ স্বামিজী, সতী ও উদাস আসিয়া পৌঁছিল। টিহরীরই অপর গাড়ীতে—একটি জীপে হরিবাবাজীর সঙ্গীয় একজন, বিভু এবং হরিবাবাজী আসিলেন। আমার ঘরে বসিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল।

দেরাদুনে মা

দেখিলাম তাঁহার হৃষিকেশে ফিরিয়া যাওয়ার একটুও ইচ্ছা নাই। মাকেও দেরাদুনেই থাকিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা ত শুনিয়া অবাক্। ওদিকে পরমার্থ নিকেতনে সকলে আশা করিয়া থাকিবে যে মা আজই সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিবেন এবং স্বামী শুকদেবানন্দজীও বিশেষ দুঃখিত হইবেন, তাই কাহারও ইহা ঠিক মনে হইল না। আদর্শের দিক দিয়াও ইহা ঠিক হইবে না। সুতরাং শেষ পর্যন্ত হরিবাবার সঙ্গে কথা কহিয়া স্থির হইল যে মা আগামীকাল সকালে ওখানে সকলকে বলিয়া দেরাদুনে ফিরিয়া আসিতে পারেন। তাহা ছাড়া এখানে মা'র আসিবার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। কারণ বম্বে হইতে ভাইয়া একদিনের জন্য মা'র দর্শনের জন্য আসিতেছেন। তখন আমার বম্বে থাকা সম্বন্ধেও কথাবার্ত্তা স্থির হইবে। তাহার পরেই ভাইয়ার দিন কয়েকের জন্য ভারতের বাহিরে যাওয়ার কথা। সৌভাগ্যক্রমে হরিবাবাজীও মা'র এই সময় দেরাদুন ফিরিয়া আসিবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিলেন। তিনিও গিয়া ওখানে স্বামী শুকদেবানন্দজীকে বুঝাইয়া বলিবেন কথা দিলেন।

বিকাল ঠিক চারটার সময় মা হরিবাবাজী প্রভৃতিকে লইয়া হৃষিকেশ ফিরিয়া গেলেন। সঙ্গে এবার গেল শুধু নারায়ণ স্বামিজী, উদাস, পুষ্প এবং হীরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৭শে জুন ১৯৫৬।

সকাল ৮টার মধ্যেই মা আসিয়া পৌঁছিলেন। কথা হইয়াছে হরিবাবা অন্যান্য সকলকে লইয়া ৩০শে ভোরে আসিয়া পৌঁছিবেন। এবার আসিয়া তিনি আশ্রমের উপরে পিতৃমন্দিরে থাকিবেন বলিয়া দিয়াছেন। রাসলীলাদল অবশ্য কল্যাণ বনেই থকিবে। এবার সঙ্গে পরমানন্দ স্বামিজী না থাকায় মা নিজেই এদিক ওদিক ঘুরিয়া সব ব্যবস্থা করাইতেছেন। সাধুদের সেবায় যাহাতে কোন ত্রুটি না হয় সে দিকে মা'র চিরকালই প্রখর দৃষ্টি।

বৃন্দাবনে নেপালের রাজ পরিবারের অর্থে একটি ভাগবৎ ভবন, গীতা ভবন এবং একটি অতিথিশালা নির্মিত হইতেছে। অনেক দিন হইতেই কাজ চলিতেছে কিন্তু কাজ বিশেষ অগ্রসর হইতেছে না। এবার তাই একেবারে নিরুপায় হইয়া পরমানন্দ স্বামিজীকে অনুরোধ করা হইয়াছে বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকিয়া কাজটি একেবারে শেষ করিয়া আসিবার জন্য।

এদিকে হরিবাবাজী ও অন্যান্য সকলে আসিতেছেন। ভাগবৎ সপ্তাহও শীঘ্রই সুরু হইবার কথা। উপযুক্ত কর্মীর খুবই অভাব। পরমানন্দ স্বামিজী না থাকিলে কাজকর্ম পরিচালনার খুবই অসুবিধা হয় কিন্তু কখনো কখনো একরূপ নিরুপায় হইয়াই স্বামিজীকে কোথাও কোথাও পাঠাইতে হয়।

২৮শে জুন ১৯৫৬।

আমার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। জ্বরও অল্প অল্প হইতেছে। তাহা ছাড়া আবার আজ ২।৩ দিন হয় তলপেটে ও কোমড়ে একটা সাংঘাতিক বেদনার সৃষ্টি হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯শে জুন ১৯৫৬।

আজ সকালে টিহরীর মহারাজা, মহারাণী ও পরিবারবর্গের অন্যান্য অনেকে মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া, এখানে খাওয়া দাওয়া করিয়া তাঁহারা দিল্লী চলিয়া গেলেন।

শ্রীহরিবাবাজীর আগামীকল্য সকালেই আসার কথা। এখান হইতে তাঁহার সঙ্গীয় সকল ও রাস-পার্টির জন্য একটী সম্পূর্ণ বাস রিজার্ভ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাছাড়া টিহরী মহারাজের জীপও হরিবাবাজীর সঙ্গেই হৃষিকেশ হইতে আসিবে। মহারাজা বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে মা যতদিন এখানে থাকিবেন তাঁহার জিপটী যেন ততদিন মা'র সেবার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। মা'র এখানে সত্যই এ এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে এখানে আসিয়া বড় বড় রাজা মহারাজাও মান-সম্মান, অভিমান সব ভুলিয়া নিতান্ত সাধারণ ভাবে সকলের সঙ্গে মেলা মেশা করেন। মা'র উপস্থিতিতে তাঁহারা অতি সাধারণ এমন কি অতি তুচ্ছ কর্মেও হস্ত নিয়োগ করিতে বিন্দুমাত্র অসম্মান বোধ করেন না। সবই মায়ের আশ্চর্য লীলা। এই স্থানে সকলেই মায়ের সন্তান—সকলের অন্তরেই এক অপূর্ব ভ্রাতৃত্ব-বোধ।

মায়ের কাছে সকলেই এক।

৩০শে জুন ১৯৫৬।

প্রায় ৯টার সময় হরিবাবাজী, স্বামী অখণ্ডানন্দজী, স্বামী শুকদেবানন্দজী প্রভৃতি আরও কয়েকজন মহাত্মা কালী কম্বলীওয়ালার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীপে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই সুন্দর ভাবে আরতি করিয়া অভ্যর্থনা করা হইল। স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রভৃতি মহাত্মাদের ফল ও মালা অর্পণ করা হইল। যাঁহারা জন্মোৎসবে কাশীতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া হইল। অল্প কিছু পরেই হরিবাবাজীর সঙ্গীয় সকলে এবং রাসপার্টি আসিয়া পৌঁছিল।

হরিবাবা প্রমুখ মহাত্মাগণের আগমন।

১লা জুলাই ১৯৫৬।

আজ হইতে রাসলীলা সুরু হইল। রাসলীলা হইত সকাল ৮৷৷০ হইতে ১১৷৷০টা পর্যন্ত। শ্রীশ্রী হরিবাবাজীর বিশেষ ইচ্ছা যে রাসলীলা আমার সম্মুখে হয় তাই আশ্রমের হলেই তাহার ব্যবস্থা করা হইল। আশ্রমের ভিতরে অন্যত্র স্থানাভাব।

বিকালে ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত সৎসঙ্গের প্রোগ্রাম হইয়াছে তাহা ছাড়া হরিবাবাজীর নিত্য কীর্ত্তনাদি ত আছেই।

এদিকে আমার শরীর কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হইয়া উঠিতেছে না। জ্বর রোজই চলিতেছে। মা'র শরীরও মোটেই ভাল না। বিশ্রাম ত নাই-ই। একের পর এক প্রোগ্রাম লাগিয়াই আছে।

আবার কথা হইয়াছে ৺চৌধুরী শের সিংজীর বাৎসরিক স্মৃতিতে আশ্রমেই তাঁহার স্ত্রী ভাগবৎ সপ্তাহ করাইবেন। আগামী ৯ই হইতে তাহা সুরু হইবার কথা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা জুলাই ১৯৫৬।

গতকাল রাত্রি প্রায় ১টার সময় বম্বে হইতে ভাইয়া এবং ডাঃ বলরামজী মোটরে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে ভাইয়ার কানপুর শাখার ম্যানেজার মিঃ শেঠ এবং মিঃ অগ্রবাল বলিয়া অপর এক ভদ্রলোকও অসিয়াছেন। মা'র সহিত কিছুক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিয়া তাঁহারা শুইতে গেলেন। ডাঃ বলরামজী আজ হইতে নূতন ভাবে আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত স্থির হইল যে ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইয়া গেলে ১৯।২০শে পর্যন্ত মা কাশীর দিকে যাইবেন আর আমিও তখন বম্বে রওয়ানা হইয়া যাইব। বলরামজী আজই রাত্রে দিল্লী রওয়ানা হইয়া গেলেন। তবে বলিলেন যে ভাইয়া আগামী রবিবার আবার একবার দেরাদুন আসিতে চেষ্টা করিবেন। ভাইয়ার ১২ই চীন, শ্যাম ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। তাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা যে ভারতের বাহিরে যাইবার পূর্বে একবার মা'র দর্শন করিয়া যান।

৭ই জুলাই ১৯৫৬।

শ্রীশ্রী হরিবাবা আছেন। সৎসঙ্গ বেশ ভাল ভাবেই চলিতেছে। তাঁহার ভক্তদের মধ্যেও আরো অনেকে এখানে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। আম্ব হইতে তথাকার রাজা, রাণী, ছেলেরা সকলে ছাপো করিয়া মা'র নিকট কয়েকদিন থাকিবার জন্য আসিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ই জুলাই ১৯৫৬।

কিশনপুর আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ

আজ হইতে আশ্রমের হলে ভাগবৎ সপ্তাহ সুরু হইল। বৃন্দাবনের পণ্ডিত শ্রীনাথ শাস্ত্রীজী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। সৎসঙ্গ মন্দিরে মঞ্চ বানাইয়া, ঘট স্থাপন করিয়া পূজাদি ও মূল পাঠের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হলেও সুসজ্জিত মঞ্চে বিকাল ৩টা হইতে ব্যাখ্যা হয়। মা, হরিবাবাজী, প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া সৎসঙ্গে বসেন।

কয়েক দিন যাবৎ প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে অন্যান্য স্থানের সহিত যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। এই কারণে ভাইয়াও দিল্লী হইতে আসিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লীতে কাজে আসিয়াছেন। পান্নুর সহিত ফোনে কথা হইল। মা'র চরণ দর্শন করিতে না পারিয়া খুব দুঃখিত হইয়াই বম্বে ফিরিয়া যাইতেছেন।

হরিবাবাজী আগামী ১৭ই দিল্লী যাইবেন স্থির হইয়াছে। আমারও ১৯শে দিল্লী হইয়া বম্বে রওয়ানা হওয়া এবং মা'রও ঐদিনই ঝুঁসি হইয়া কাশী যাইবার কথা হইয়াছে।

হরিবাবাজী প্রত্যহ সৎসঙ্গের পরে ২।৩ বার করিয়া আমার ঘরে আসিয়া কিছুক্ষণ বসেন এবং আমার শরীরের বিষয়ে নানান জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আমি যেন শীঘ্র সুস্থ হইয়া উঠি তাহার জন্য তিনি কত ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আমার রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কোন না কোন অনুষ্ঠান সর্বদাই করাইতেছেন। সত্যই তাঁহার এই অসীম কৃপার কথা ভাবিলেও কৃতজ্ঞতায় চিত্ত ভরিয়া ওঠে। তাঁহার ভক্তেরাও সকলেই বলেন যে তিনি আমার জন্য যাহা করিতেছেন, ইতিপূর্বে তিনি কাহারও জন্য তাহা করান নাই। সকলই মায়ের লীলা।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৭ই জুলাই ১৯৫৬।

গতকল্য ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ তাহার হবন ইত্যাদিও সকালে হইয়া গেল। স্বর্গীয় শের সিংজীর স্ত্রী শান্তি সপ্তাহ উপলক্ষে খুবই করিয়াছে। আশ্রমস্থ সকল সাধু ব্রহ্মচারীদের কাপড় ও টাকা দিয়াছে। সপ্তাহ বেশ ভাল ভাবেই হইয়া গেল।

হরিবাবাজী আজ রাত্রে দিল্লী রওয়ানা হইয়া গেলেন। তাঁহার জন্য একটী সম্পূর্ণ প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট এবং সঙ্গীয় সকলের জন্য একটী বড় তৃতীয় শ্রেণীর কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিয়া দেওয়া হইল।

বিকাল ৫॥০টায় শ্রীযুক্ত শিবচরণ দাস সবরওয়ালজী মাকে ও হরিবাবাজীকে তাঁহার বাসায় নিয়া গেলেন। সবরওয়ালজী ও তাঁহার পত্নী সর্বদাই মা'র সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াই আছেন। শ্রীযুক্ত সবরওয়ালজী পূর্বে পাঞ্জাবের Salt Commissioner ছিলেন। এখন অবসর গ্রহণ করিয়া দেরাদুনে বসবাস করিতেছেন। আমাদের রায়পুর আশ্রমের জমি লইয়া যখন বিশেষ গোলমালের সৃষ্টি হয় তখন তিনি বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন।

যাহাহৌক্ সবরওয়ালজীর বাসা হইতে মা হরিবাবাজীকে সঙ্গে করিয়া রায়পুর আশ্রম ঘুরিয়া আসেন। সেখান হইতে সোজা ষ্টেশনে গিয়া মা নিজে হরিবাবাজীকে উঠাইয়া দিয়া আসেন। মাকে হরিবাবাজী গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত কিছুতেই অপেক্ষা করিতে দিলেন না। তবে মা'র পক্ষ হইতে পান্নু এবং প্রকাশানন্দ ষ্টেশনে থাকিয়া যায়।

তাহারা পরে ষ্টেশন হইতে ফিরিলে শুনিলাম যে মা চলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসার পরেই হরিবাবাজী তাঁহার ভক্তবৃন্দকে লইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরেই কীর্ত্তন শুরু করিয়া দেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া যায় কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তন তবু শেষ হয় না। ষ্টেশনের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গাড়ীও ছাড়িতে পারেন না, আবার হরিবাবাজী কীর্ত্তনও শেষ না করিয়া বন্ধ করিতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত ৭ মিনিট দেরী করিয়া গাড়ী ছাড়ে।

হরিবাবাজীর কীর্ত্তনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা সত্যই অপূর্ব। কীর্ত্তনের সময় তাঁহার আর কোন দিকেই খেয়াল থাকে না। আরও একবার আমরা হরিবাবাজীকে লইয়া কোথায় যেন যাইতেছিলাম। গাড়ীতে থাকাকালীনই তাঁহার কীর্ত্তনের সময় হইয়া যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কামরার মধ্যেই খুব জোরে ঘণ্টা ধ্বনি করিয়া কীর্ত্তন সুরু করিয়া দেন। বিস্মিত হইয়া ট্রেনের গার্ড প্রভৃতি ছুটিয়া আসে। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে এইরূপ কীর্ত্তন ও ঘণ্টা ধ্বনি তাঁহারা পূর্বে ত কখনো শোনেন নাই। এক একটী ষ্টেশনে গাড়ী থামে আর গাড়ীর সামনে জনতার ভীড় লাগিয়া যায়। সকলে অবাক—ভাবে এ আবার কী!

হরিবাবাজীর কীর্ত্তন-নিষ্ঠা

আরও একবার আমরা একত্রে দেরাদুন হইতে কাশী যাইতেছি। সকালে হরিবাবাজীর কীর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইলে তিনি নিঃশব্দে, দূরে একটী থার্ডক্লাস গাড়ীতে গিয়া কীর্ত্তন সুরু করিলেন। মা হরিবাবার কামরায়-ই ছিলেন, তাই পাছে মায়ের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে এইজন্যই তিনি নিজে নামিয়া অন্য গাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তবুও সময় মত কীর্ত্তন সুরু করিতে তিনি অন্যথা করিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৮ই জুলাই ১৯৫৬।

গতবার রায়পুর আশ্রমের জমি লইয়া গোলযোগ ঘটিয়াছিল। রায়পুরে নূতন আশ্রম যে জমির উপরে বানান হইয়াছে, প্রথমে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজ মহাশয় ঐখানে একান্তে বসবাসের উদ্দেশ্যে ঐ জমিটি খরিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া যান। ঐ জমিটিই পরে আশ্রমকে দান করা হয়। পূর্বে স্থানীয় এক জমিদারের ছিল। তাহাকে বার্ষিক কর দান করিতে হইত। কিন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সহিত সমস্ত জমি গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যায়। যদিও নাম আশ্রমেরই থাকে। গত বৎসর হঠাৎ একবার মা গিয়া দেখেন যে আশ্রমে ঐ জমির উপরেই গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ হইতে এক বিরাট পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নির্মিত হইতেছে। আশ্রমের জমির উপর দিয়াই জলের লাইনও লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং গ্রামবাসীরা মিলিয়া আশ্রমের জমির উপরেই নানা প্রকার গাছ-পালা লাগাইতেছে। ওখানে আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীগণ থাকা সত্ত্বেও এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন খেয়ালই ছিল না।

রায়পুর আশ্রমের জমির ইতিহাস।

যাহাহৌক, এখন আশ্রমের সহিত গ্রাম-পঞ্চায়েতের মামলা আরম্ভ হয়। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার দাঁড়ায় এইরূপ যে গ্রাম পঞ্চায়েৎ দাবী করে যে ঐ জমি তাহাদের, গভর্ণমেণ্টও দাবী জানায় যে ঐ জমি তাহাদের, অথচ ঐ জমির প্রকৃত মালিক আশ্রম। ভাগ্যক্রমে দেরাদুনের তৎকালীন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তখন আশ্রমের পরিচিত ছিলেন। তিনি এবং পূর্বোক্ত শ্রীযুক্ত শিবচরণ দাস সবরওয়াল এই মামলায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। জজ খুবই চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু শেষ

CC-0. Public Domain. Sri Ri Ambadas Vidyaram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্যন্ত জলের ট্যাঙ্ক ও পাইপ লাইনের ঐ জমি গ্রামবাসীদের ছাড়িয়া দিতেই হইল, যদিও আর অবশিষ্ট সব জমি গভর্ণমেণ্টের কবল হইতে আশ্রমের নামেই আসিল। হঠাৎ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলে বিন্ধ্যাচলেও আশ্রমের জমি লইয়া বিরাট গোলমাল সৃষ্টি হইয়াছিল। এখনো সে গোলমালের নিষ্পত্তি হয় নাই।

১৯শে জুলাই ১৯৫৬।

প্রায় দীর্ঘ এক মাস এখানে বিভিন্ন উৎসবের মধ্যে কাটিবার পর আজ আমাদের দেরাদুন ছাড়িবার কথা। মা কাশীর দিকে যাইতেছেন, পথে ঝুঁসি নামিয়া যাইবেন। শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারিজী গুরুপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষে মাকে একবার যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন। মা তাই প্রতাপগড়ে নামিয়া সেখান হইতে মোটরে ঝুঁসি গিয়া, এক রাত্রি থাকিয়া আবার মোটরেই কাশী চলিয়া যাইবেন এইরূপ কথা হইয়াছে। আমি দিল্লী হইয়া বম্বে যাইতেছি। কতদিনের জন্য আবার মাকে ছাড়িয়া যাইতেছি—কে জানে! ভাইয়ার বিশেষ ইচ্ছা যে বম্বেতে উপযুক্ত ডাক্তারদের দ্বারা আমার সব রকম পরীক্ষা শেষ হয় এবং আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া বম্বে হইতে ফিরিয়া আসি।

বিকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় মা'র সঙ্গে আমরা রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনের পথে আমরা চৌধুরী শের সিংজীর বাড়ী, নরেশের বাসা এবং ভূপেনের শ্বশুর বাড়ী হইয়া আমরা প্রায় সাতটার সময় ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে বহু ভক্তের সমাগম হইয়াছে। সেখানে অনেকক্ষণ সকলে মিলিয়া নাম কীর্তন করিলেন।

কাশীর পথে মা

আমি ও দিল্লী গিয়া, সেখান হইতে বম্বে যাইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র জন্যও সেই গাড়িতেই এলাহাবাদ বগিতে রিজার্ভ করা হইয়াছে। লাক্সার ষ্টেশনে মা'র বগি আমাদের গাড়ী হইতে কাটিয়া রাখা হইবে এবং পরে পাঞ্জাব মেলের সহিত লাগাইয়া দেওয়া হইবে।

হরিদ্বার ষ্টেশনে কুচামনের রাণী, যোগীভাই প্রভৃতি দেখা করিতে আসিলেন। যোগীভাই দিল্লী হইতে আসিয়া দিনকয়েক হয় দেরাদুনে মায়ের কাছেই ছিলেন; আজই বিকালে মোটরে চলিয়া আসিয়াছেন। রাত্রি ১১টার পর লাক্সার ষ্টেশনে গাড়ী থামিলে মা নিজের কম্পার্টমেণ্টে চলিয়া গেলেন। এতক্ষণ আমার কামরাতেই থাকিয়া আমাকে নানা প্রকার উপদেশ ও বম্বেতে থাকাকালীন নানা প্রকার ব্যবস্থার কথা বলিতেছিলেন। মা'র সঙ্গে নারায়ণ স্বামী ও উদাস যাইতেছে। আমার আবার কবে মা'র সঙ্গে দেখা হইবে মা-ই জানেন।

২০শে জুলাই ১৯৫৬।

ভোর ৬টার পরে দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে জিতেন, ভাইয়ার কোম্পানীর ২ জন লোকও আসিয়াছে। পরমানন্দ স্বামিজী আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আজই বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন।

গাড়ী বদল করিয়া আমাকে ফ্রণ্টিয়ার মেল-এ উঠাইয়া দেওয়া হইল। ভীষণ বৃষ্টি চলিতেছে। তাহার মধ্যেই ডাঃ বলরাম ও নিউ ইণ্ডিয়ার ম্যানেজার শ্রী হুন্ সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী, এমন কি শ্রীশ্রীহরিবাবা, পণ্ডিত সুন্দর লাল প্রভৃতি আরও অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। পরমানন্দ স্বামিজী আমার সঙ্গেই মথুরা পর্যন্ত চলিলেন। নিউ দিল্লী ষ্টেশনে

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌঁছিয়া দেখি সেখানেও এই প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় করিয়া নারায়ণ দাসজী সস্ত্রীক, মিঃ ও মিসেস্ আগরওয়াল প্রভৃতি আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।

২১শে জুলাই ১৯৫৬।

ভোর ৮টার পরে বম্বে আসিয়া পৌঁছিলাম। দাদর ষ্টেশনে মুলজীভাই আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। বম্বে সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে লীলাবেন ও তাহার মেয়ে সুনয়না, সোপোরী ভাই, প্রভৃতি ৩।৪ খানা গাড়ী লইয়া আমাকে লইতে আসিয়াছেন। ভাইয়া হংকং হইতে এখনও ফেরেন নাই। আগামী কাল রাত্রে ফিরিবার কথা।

ভাইয়ার নিজের বাড়ী ভিলে পার্লেতে Flying clubএর একেবারে সম্মুখে। আর একটী ভাড়া করা Flatও আছে সমুদ্রের পারে Breach Candy Houseএ। আমি উভয় স্থানেই পূর্বে থাকিয়া গিয়াছি। এবার আমার থাকিবার ব্যবস্থা ভিলে পার্লেতেই হইয়াছে দেখিলাম। এই বাড়ীটী এত সুন্দর সাজান গোছান যে তাহা বর্ণনা করা কঠিন। লীলাবেন অসামান্যা বিদুষী মহিলা। বাড়ীর প্রতিটি কাজে তাহার কর্মকুশলতার ছাপ। সমস্ত কাজ যেন যন্ত্রের মত হইয়া যাইতেছে। বাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে বিরাট ফুল ও ফলের বাগান। সমস্ত কিছুই সাজান গুছান, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

ডাঃ শেঠ আমাকে সন্ধ্যাবেলা আসিয়া দেখিয়া গেলেন। ইনি বম্বের একজন বিশিষ্ট ডাক্তার। লীলাবেনেরই পিশতুত ভাই। স্থানীয়

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিখ্যাত নানাবতী হাসপাতালের তিনি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক। আমাদের সহিত সর্বদাই একান্ত আপন জনের ন্যায় ব্যবহার করেন।

২২শে জুলাই ১৯৫৬।

ডাঃ শেঠ আজ আবার বিকালে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাকে পরীক্ষা করিয়া গেলেন। Spinal Belt ছাড়াইয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, সম্মুখে ও পিছনে ঝুকিতে বলিলেন, তাহার পর আমাকে না ধরিয়া দোতালার সিঁড়ি দিয়া হাঁটাইয়া ওপরে নিয়া গিয়া সমস্ত ঘরগুলি দেখাইলেন এবং আবার না ধরিয়া নীচে নিয়া আসিলেন। আশ্চর্য এই যে, আজ বোধ হয় আমি প্রায় ৩ বৎসর পরে সিঁড়ি দিয়া ওঠা নামা করিলাম, কিন্তু বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব করিলাম না। অবশ্য অনভ্যাসের দরুণ কিছু দুর্বলতা আসিয়া যায়। আগামীকাল হইতে আমার সবরকম পরীক্ষা আরম্ভ হইবে।

ভাইয়া রাত্রি প্রায় ১০টার সময় প্লেনে হংকং হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। বাড়ী ঢুকিয়াই সোজা আমার ঘরে আসিলেন। অনেকক্ষণ নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিলেন।

আমাদের সহিত তাঁহার এত ঘনিষ্ঠতা, এত প্রীতির সম্বন্ধ যে কি ভাবে হইল, অনেক সময়ই সেকথা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য হই। তাঁহার সমস্ত পরিবার যেন আমাদের কত পরিচিত, কত আপন। মা'র কৃপাতে এইরূপ একটি পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়া সত্যই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। মনে পড়ে আজ হইতে প্রায় ২ বৎসর পূর্বে মা একবার বম্বেতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোন। তখন হইতে সত্য সত্যই তিনি আমাকে নিজের বোনের মতই মনে করিয়া আসিতেছেন। আমরাও সকলে তাই তাঁহাকে ভাইয়া বলিয়াই ডাকি। এখন-ত তিনি মা'র সকল ভক্তেরই ভাইয়া হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে সুস্থ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার এখন জীবনের সংকল্প হইয়া উঠিয়াছে। ভাইয়া, লীলা, ছেলে ২টী সুধীর, সঞ্জয়, আর মেয়ে সুনয়না সকলেই যেন আমাদের কত আপন, কত প্রিয়! রক্তের সম্পর্ক হইতে যে ধর্মের সম্বন্ধ অনেক বড়—এ যেন তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। ভাইয়ার জীবন আদর্শ জীবন। সত্যই গৃহস্থ জীবন যাপন করিয়াও কিরূপে আদর্শ জীবনের ধারা বজায় রাখা যায়, তাহা ভাইয়ার জীবন দেখিলেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। সত্যই এরূপ একটী ভাই গর্বের বস্তু।

২৩শে জুলাই ১৯৫৬।

সকালে ডাক্তার শেঠ আসিয়া আমার রক্ত নিয়া গেলেন। প্রস্রাবও পাঠান হইল। ২।৩ দিনের মধ্যেই X-Rayও হইবে।

কাশীতে জন্মোৎসবের সময়ের একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। শ্রীশঙ্কর ভারতীজী একদিন উৎসবের মধ্যে মা'র নিকট আসিয়াছিলেন। সেই সময় অবধূতজীর সহিত তাঁহার পুরুষকার এবং কৃপার প্রকৃত সম্বন্ধ লইয়া আলোচনা হয়। শঙ্কর ভারতীজী তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষেপেই বুঝাইয়া দিলেন যে প্রচ্ছন্ন অনুগ্রহ বা কৃপারই একটী রূপ হইতেছে পুরুষকার। প্রকট হইলেই তাহাকে কৃপা বলিয়া বুঝিতে

পুরুষকার ও কৃপা।

CC0. Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারা যায়। উৎপত্তি, স্থিতি, প্রলয়, সবই তাঁহার প্রচ্ছন্ন অনুগ্রহ। কিন্তু আমরা অনুগ্রহ বা কৃপাকে ঠিক ঠিক বুঝিতে না পারিলেও তাহা সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। সর্ব অবস্থাতেই অনুগ্রহ ও কৃপা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় কৃপা করিয়া থাকে। সংকীর্ণ দৃষ্টির নিকট যাহা নিগ্রহ, প্রকৃতপক্ষে তাহা অনুগ্রহই। জীবের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ হয়, ইহা সত্য হইলেও বাস্তবিক পক্ষে নিরন্তর সবই ঈশ্বর অনুগ্রহে সম্পাদিত হইতেছে! মা যে বলেন সবই আছে আবার কিছুই নাই—ইহাই সত্য। নিজ নিজ স্থিতিতে সবই ঠিক।

মায়ের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীশঙ্কর ভারতী-জীর অভিমত।

কথা প্রসঙ্গে ডাঃ পান্নালালজী মা'র প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে শঙ্কর ভারতীজীর মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাব দেন যে—মা সাক্ষাৎ চিদানন্দ স্বরূপ।

আরও একটী বেশ সুন্দর ঘটনা ঘটিয়াছিল। মা তখন বৃন্দাবনে! সময়টী এপ্রিল মাসের প্রথম দিক। কবিরাজ মহাশয়ের গুরুভ্রাতা বিশুদ্ধানন্দজীর ছবির দিকে চাহিয়া অনেক কিছু দর্শন হইতেছিল। তাঁহার নাম জ্যোতির্ময়। পরে তাঁহাদের বিশুদ্ধ কাননের ছাতের উপর হাঁটিতে হাঁটিতে দেখেন যে মা-ও যেন ছাতের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। আর মা বলিতেছেন,—'তুমি যাহা দেখিয়াছ সবই ঠিক। কোনও সন্দেহ করিও না। তুমি কলিকাতা যাইবে তাই তোমাকে দেখিতে আসিলাম।' আশ্চর্যের কথা এই যে মা-ও ঠিক তখনই বৃন্দাবনে বসিয়া জ্যোতির্ময়বাবুর কথা খেয়াল করিয়া তাঁহাকেই দেখিতেছিলেন। মা'র এইরূপ ঘটনা কত শতই না হইতেছে। কিন্তু মা ত এসব বিষয়ে সর্বদাই একেবারে নীরব। ঘটনা চক্রে কখনো যদি কিছু প্রকাশিত হয় তবেই তাহা জানা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী হইতে বুনির চিঠি পাইলাম, মা ২১শে সকাল প্রায় ৮৷৷০টায় কাশী পৌঁছিয়াছেন।

২৪শে জুলাই ১৯৫৬।

আজ বুনির চিঠিতে গুরুপূর্ণিমা দিনের বিস্তৃত বিবরণ পাইলাম। শুভক্ষণ দেখিয়া সাবিত্রী যজ্ঞের অগ্নি নব নির্মিত যজ্ঞমন্দিরে আনা হয়। কান্তিভাই, দত্তাত্রেয়, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মচারীরা মুণ্ডিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া নূতন কুণ্ডে আহুতি দিয়াছে। মা উপস্থিত থাকিয়া সব ব্যবস্থা করাইয়াছেন।

কাশীতে গুরুপূর্ণিমা।

ঘাট ভাঙ্গিয়া যাওয়ার দরুণ আশ্রমের গঙ্গার দিকের ছাতের উপর উত্তর দিকে যে যজ্ঞমন্দির আছে, তাহাও হয়ত অদূর ভবিষ্যতে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া যাইতে পারে। সাবিত্রী মহাযজ্ঞের সমাপ্তির পর হইতে যজ্ঞাগ্নি সেই মন্দিরেই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং নিত্য আহুতি দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজ দীর্ঘ সাড়ে ছয় বৎসর পর মহাযজ্ঞের অগ্নি আবার সেই মহাযজ্ঞের পুরাতন স্থানেই ফিরিয়া আসিলেন। মা'র লীলা সাধারণের বুঝিয়া ওঠা কঠিন। লোকে বলিতে পারে এই স্থানেই প্রথম হইতেই অগ্নি রক্ষা করিলেই হইত। কিন্তু কেন তাহা হয় নাই কে বলিবে। মহাযজ্ঞের স্থানে প্রথমে একটি ছোট কুটির হইল। কিছুদিন পরে তাহাও ভাঙ্গিয়া দোলমঞ্চ তৈয়ারী হইল। কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাহাও পুনরায় ভাঙ্গিয়া আবার যজ্ঞকুণ্ড স্থাপনা করা হইল, সুতরাং মা'র নির্দ্দেশে কি জন্য কি হইতেছে তাহা কে বুঝিবে।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাক্, বুনি লিখিয়াছে সেদিন সকালে ৯টা হইতে ৯৷৷০ পর্যন্ত হরিবাবার ঘরে মা'র উপস্থিতিতে সমবেত ধ্যান হইয়াছিল। পরে নূতন আশ্রমের হল ঘরে—যাহার নাম দেওয়া হইয়াছে মাতৃমণ্ডপ—পূজার ব্যবস্থা হয়। মা'র খাট খুব সুসজ্জিত করিয়া মাকে বসান হইয়াছিল। প্রসাদের আয়োজনও হইয়াছিল প্রচুর। বৈকালেও মা নিজহস্তে ২৫ সের শ্রীখণ্ড বিলাইয়াছেন। সারা দিনমান অখণ্ড কীর্ত্তন চলিয়াছে। ৪৷৷০ হইতে ৫টা পর্যন্ত মৌন হয় মাতৃমণ্ডপে। আরও নানাপ্রকার প্রোগ্রামের ভিতর দিয়া উৎসব বেশ সুন্দর মতই হইয়াছে। ভক্ত সমাগমও হইয়াছিল অনেক। রাত্রিতে মেয়েদের ঠাকুর ঘরে মাকে লইয়া গিয়া আরতি ও ভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

২৫শে জুলাই ১৯৫৬।

বুনির চিঠি আসিয়াছে। একটি সংবাদে খুবই মর্মাহত হইলাম। অমল সেন মহাশয় বাথরুমে পড়িয়া গিয়া বামদিকের পাঁজড়ার হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ কয়েক বৎসর যাবৎই Paralysisএ অচল। পূজার সময় তাঁহাকে কাশীতে আনা হয়। সঙ্গে আছে তাঁহার স্ত্রী ও মেয়ে গিনি।

২৬শে জুলাই ১৯৫৬।

আজ সকালে আমাকে নানাবতী হাসপাতালে নিয়া ডাঃ শেঠের নির্দ্দেশে আমার পিঠের ও দাঁতের X-Ray তোলা হইল। লীলাবেনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সঙ্গেই ছিল। ঠাকুরদাদার নামে এই হাসপাতাল। এখনও তাহার বড় ভাই-ই ইহার সমস্ত পরিচালনা করেন এবং প্রতিমাসে বহু টাকার সংস্থানও করিতে হয়। হাসপাতালটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ২৫০এর উপর বেড আছে। ডাঃ শেঠ-ই Hospital Supdt.

কাশীর পত্রে জানিলাম যে মা'র শরীর ভালই আছে। মা রাত্রিতে হরিবাবার ঘরেই শুইতেছেন।

২৭শে জুলাই ১৯৫৬।

দেরাদুনে রাত্রে সৎসঙ্গের শেষে প্রতিদিনই মা হরিবাবাজী বা পণ্ডিত সুন্দরলালজীর অনুরোধে কিছু কিছু কীর্ত্তন করিতেন। সকলে যেন সেই সময়টুকুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া থাকিত। তাহার পরে মা, হরিবাবাজী প্রভৃতি আসিয়া আমার ঘরে বসিতেন। রাত্রে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হইত। একদিন কৃপা সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। মা বলিলেন, —'কৃপা ত সর্বদাই বর্ষণ হইতেছে। পাত্র ঠিক মত ধরিতে পারিলেই হইল। আমরা অনেক সময় পাত্র উল্টাইয়া রাখি। সেজন্য তাঁহার কৃপাও অনুভব করিতে পারি না। মা-ত এইরূপ কত কথাই বলেন, কিন্তু আমরা তাহা ঠিক ঠিক ধরিতে পারি কই!

কৃপা ত সর্বক্ষণই বর্ষণ হইতেছে।

হঠাৎ কাশীর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। বাসন্তী পূজার সময় মণ্ডপের ভিতরে স্বামী মঙ্গল গিরিজী, অখণ্ডানন্দজী ও আমাদের দিদিমার একত্র ছবি দেখিয়া মা'র বিশেষ একটি কথা খেয়াল হয়। মা আসিয়া আমাকে বলেন—'ছাখ! কি আশ্চর্য সংযোগ! অখণ্ডানন্দ ও মুক্তানন্দজী দুইজনে পত্নী ও স্বামী হারাইয়া আবার আসিয়া ঐ এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জায়গায় মিলিত হইল। তোর সঙ্গে যে যোগটা এও একটা সংযোগই।"

মা'র কথার তাৎপর্য আমি কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। এই প্রসঙ্গ লইয়া মা'র সঙ্গে পূর্বেও ২।১ বার কিছু কথা হইয়াছিল। মা ত এসব বিষয়ে পরিষ্কার করিয়া কিছু বলেন না। মা'র একটি বড় বোন জন্মের কিছুকালের মধ্যেই মারা যায়। তাহার পরেই আমার জন্ম হয়। তাঁহার সঙ্গে আমার একটা সংযোগের কথা ইতিপূর্বেও লেখা হইয়াছে। এবং সেই উপলক্ষ্য করিয়া মা ত এখন প্রায় সবসময়ই আমাকে 'দিদি, দিদি' বলিয়াই ডাকেন। আবার আমার পিতা অখণ্ডানন্দজীর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এবং দিদিমা-ও স্বামীর মৃত্যুর পরে ধীরে ধীরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এবং স্বামী মঙ্গল গিরিজীর নিকট হইতেই উভয়ে সন্ন্যাস নেন। ইহার মধ্যেও একটু অসামান্য যোগাযোগ আছে তাহাও মা'র কথায় বেশ বুঝিতেছি। সেদিন মামুর ছেলে বাচ্চুর পৈতা প্রসঙ্গেও এ যোগাযোগের কিছু আভাষ মা'র কথায় পাওয়া গিয়াছিল তাহা ত পূর্বেই লেখা হইয়াছে। অথচ জাগতিক ভাবে মামুর সহিত আমাদেরও কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং ব্যাপারটা যে অসাধারণ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কোথায়।

২৮শে জুলাই ১৯৫৬।

গতকাল রাত্রে ডাঃ শেঠ আমার X-Ray plates দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন রিপোর্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। তবে এখনও খুব সাবধানে থাকিতে হইবে।

কাশী হইতে বিশুদ্ধার চিঠি আসিয়াছে। গুরুপূর্ণিমার দিন মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না কি সকলের মাথায় ফুল বেলপাতা দিয়াছেন এবং শেষে দিদিমার মাথাতেও দিয়া মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করেন। পরে উঠিয়া জোড়হাত করিয়া বলেন,—"এ শরীরটার ত পূজাটুজা কিছু আসে না।"

বুনির চিঠিও আসিয়াছে। ২৫শে বিকালে একটি American মেয়ে ও বেরেলার উমা আসিয়া মাকে নাচ দেখাইয়াছে। কন্যাপীঠের দোতালার হলেই নাচের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বুনি আরো লিখিয়াছে মা বোধহয় এখন কাশী-বিন্ধ্যাচলের দিকেই কিছুদিন থাকিতে পারেন। বিন্ধ্যাচল হইতে বেলুও সেই কথাই লিখিয়াছে।

২৯শে জুলাই ১৯৫৬।

বুনির চিঠিতে জানিলাম মা'র শরীর বেশ ভালই আছে। আমাকে ডাঃ শেঠ উপর তলায় হাটাইয়া লইয়া নিয়া গিয়াছেন শুনিয়া মা লিখাইয়াছেন,—'বাঃ, আনন্দ! দিদিকে লেখ—দিদি যেন তাড়াতাড়ি খেয়ে সুস্থ হয়ে হাঁটাচলা করে। দিদি যেন সব কাজ জুটাইয়া রাখ্‌ছে—দিদির জন্যই যে পড়ে আছে। সে সব কাজের জন্য দিদিকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে।' আর ঐ সঙ্গেই ভাইয়া ও লীলাবেনদেরও লিখাইয়াছেন—"পরমার্থ-ই পরম ধর্ম"।

৩০শে জুলাই ১৯৫৬।

আজ ভাইয়া ডাঃ শেঠকে লইয়া ডাঃ বালিগা ও ডাঃ এরুল-করের সঙ্গে আমার বিষয়ে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। নূতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

X-Ray plates দেখিয়া তাঁহারাও বলিয়াছেন যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। তাঁহারা দিন কয়েকের মধ্যেই আমাকে পরীক্ষা করিতে আসিবেন।

বুনির চিঠিতে জানিলাম ২৭শে ভোর তিনটা হইতে কাশী আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে সংযম দিবস পালন করা হইতেছে। ৩টা হইতে ৩৷৷০টা উষাকীর্ত্তন। পরে একঘণ্টা মৌন-ধ্যান-জপ। পাঁচটা পর্যন্ত আবার কীর্ত্তন। পুনরায় সকাল ৮ হইতে ৯টা পর্যন্ত মৌনধ্যান জপ। বিকালেও মৌনের পরে জপ, সৎসঙ্গ আদি হয়। মা প্রায় সকল প্রোগ্রামেই উপস্থিত থাকেন। মা বেশ হাসিখুশী-ই আছেন। শরীরও ভালই।

১লা আগষ্ট ১৯৫৬।

বুনির আজিকার চিঠির ভাবে মনে হয় মা হয়ত ঝুলন জন্মাষ্টমী পর্যন্ত কাশীর দিকেই আছেন। তাহার পরের প্রোগ্রাম ঠিক নাই। ৺দুর্গাপূজার সময় মা কোথায় থাকিবেন তাহার কিছুই স্থির হয় নাই। মা'র কি খেয়াল তাহা মা-ই জানেন। তবে নানা দিকের ঘটনার সংযোগে এবং মা'র কথাবার্ত্তার ভাবে আমার ত খুবই আতঙ্ক হয় যে মা সকলের নিকট হইতে একেবারে দূরে না চলিয়া যান। কিছু কাল ধরিয়াই যেন মা'র ভাবটা কি রকম কি রকম মনে হয়।

২রা আগষ্ট ১৯৫৬।

সাবিত্রী ও বুনির উভয়ের চিঠিতেই মা'র সংবাদ পাইলাম। মা যেন আপন খেয়াল মতই চলিতেছেন। এক এক বাড়ীতে এক এক দিন ভিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কখনো কন্যাপীঠে, কখনো অন্নপূর্ণায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনো অন্য বাড়ী হইতে মা'র খাবার আসে। একটি লাউয়ের খাপড়া-ও নাকি সংগ্রহ হইয়াছে, তাহাতেই মা'র খাবার আনা হয়। মা'র ভাবটা কেমন যেন একটু আনমনা। সকলের মধ্যে থাকিয়াও যেন নাই। ২৬শে রাত্তিরে মা নাকি সমস্ত রাত্রে কোনও অদৃশ্য ব্যক্তির সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলিয়াছেন। মা'র যদিও এইরূপ অশরীরী ব্যক্তির সহিত কথা বলা নূতন নয়, তবু-ও সকল ঘটনা শুনিয়া কেমন যেন দিন দিন বেশী আতঙ্কিত হইয়া পড়িতেছি। মা'র যাহা খেয়াল হইবে তাহা রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। পূর্বাবস্থাতেও কতবার দেখিয়াছি মা'র খেয়াল ও ইচ্ছাতে বাধা দিতে গিয়া পিতাজী নিজেই বহু ভাবে ভীত হইয়া পড়িতেন এবং শেষে সমস্ত মা'র ইচ্ছার উপরই ছাড়িয়া দিতেন।

মা'র ভাবের যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। আমি পূর্বের অনেক কিছুই দেখিয়াছি। সেই অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই সহজেই কিছু কিছু বুঝিতে পারি যে মা'র খেয়াল কোন দিকে চলিতেছে। সেদিন দেরাদুন আশ্রমে সৎসঙ্গের মধ্যে মা'র পূর্বাবস্থার কথা উঠিলে হরিবাবা মা'র কাছে ঐরূপ অবস্থা পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মা তিনবার পর পর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য-ই কি তিনি ঐরূপ দেখিতে চান। হরিবাবা প্রতিবারই বলিলেন,—'হ্যাঁ মা।' মা সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ দিদি, পিতাজী, আবার আগের সেই অবস্থা দেখিতে চান।"

মায়ের পূর্বাবস্থার কথা প্রসঙ্গে হরিবাবার ইচ্ছা

আমি আর কি বলিব। করজোড়ে মা'র দিকে কাতর দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া রহিলাম। মা বলিলেন,—"যো হো যায়।"

কিছুদিন ধরিয়াই দেখিতেছি অনেক কিছু ঘটনা বা কথাবার্ত্তা

CC-0. In Public Domain. Sri Kapildadhayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন মা'র ভাবকেই আর-ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। সর্বদাই তাই সকলের নিকট বিশেষ করিয়া বলি যে মা'র ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেন কোনও কাজ না হয়, যাহাতে মা'র খেয়াল অন্যদিকে যাইতে পারে। শ্রীশ্রীহরিবাবা ও অন্যান্য মহাত্মাবৃন্দের নিকট আমি একটি কারণে বিশেষ কৃতজ্ঞ যে, তাঁহাদের জন্যই মা'কে সকলের মধ্যে পাওয়ার সুযোগ হইতেছে। মহাত্মাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্য কিছু করিতে আজ পর্যন্ত মাকে দেখি নাই। তবে অবশ্য তীব্র খেয়াল হইলে পৃথক কথা। নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে ও উৎসবে সর্বসাধারণের মধ্যে মাকে ডাকিয়া আনিবার ব্যাপারে হরিবাবাজীই বিশেষ করিয়া অগ্রণী। মহাত্মারা নিকটে থাকিলে মা তাঁহাদের ছোটখাট সমস্ত সুবিধা অসুবিধার দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখাইতে চেষ্টা করেন, যাহাতে আদর্শ সেবা কি তাহা আমরা শিখিতে পারি। এইরূপে মাকে আমাদের মধ্যে অতি নিকটে নিজের মা'র মতই পাইবার সুযোগ হইতেছে। নতুবা মাকে এই ভাবে সকলের মধ্যে সর্বদা অতিসাধারণ ভাবে পাইবার সুযোগ কাহারও আসিত কিনা খুবই সন্দেহ।

পূর্বের মত মা যদি ভাবাবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন পড়িয়া থাকিতেন, মৌন অবস্থায় মাসের পর মাস কাটাইতেন, তাহা হইলে আজকালকার মত শত শত নরনারী মা'র নিকটে আসিবার সুযোগ পাইত কিনা—খুবই সন্দেহের বিষয়। কত অল্প-বয়স্ক ছেলে-মেয়েরা মায়ের ভালবাসা—মায়ের কথা বার্ত্তা ও ব্যবহারেই মুগ্ধ হইয়া সমস্ত কিছু ছাড়িয়া মা'র চরণে পড়িয়া আছে। মা'র সেই পূর্বের অস্বাভাবিক গম্ভীর মূর্তি দেখিলে, তাহারা আদৌ মা'র নিকটে আসিবার সুযোগ পাইত কিনা কে জানে। মা-ই কৃপা করিয়া নিজের কাছে আসিবার সুযোগ আমাদের দিতেছেন। অতীতের সেই সব কথা মনে হইলে আমি নিজেই বিস্মিত হইয়া যাই। সে সব ত এখন যেন স্বপ্নের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত। অবাক হইয়া অনেক সময় মাকে জিজ্ঞাসা করি,—'মা তুমিই কি সেই মা'। তাই যখনই মা'র সামান্য ভাব পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করি, তখনই সেই সকল পূর্ব কথা স্মরণে আসিয়া যায়। আর মা'র শ্রীচরণে কাতর ভাবে প্রার্থনা করি,—'মাগো, তোমাকে এই ভাবেই আমরা দেখিতে চাই, এই ভাবেই আমরা পাইতে চাই। তুমি আমাদের উপর কৃপা কর'।

৩রা আগষ্ট ১৯৫৬।

বুনির চিঠি আসিয়াছে। মা'র শরীর ভালই আছে। আমার সম্বন্ধে ডাক্তারের মতামত জানিয়া মা বলিয়াছেন—"ভালই হইয়াছে —অজানিত ভাবে রোগ আছে, অথচ চিকিৎসা চলিতেছে, এটা ঠিক না। কোথায় সেপ্‌টিক ফোকাস্ আছে, সেটাও ভাল করিয়া জানা দরকার। নিয়মিতভাবে হাটিতেছ, মালিশ করিতেছ, আনন্দ! খাওয়া ও মালিশের দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিবে।"

কাশীতে মা'র নিকটে অনেকেই আসিয়াছেন।

নারায়ণ স্বামিজীর পত্রে মা'র কাশীর পথে ট্রেন যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গেল। লক্সর স্টেশনে মা'র compartment কাটিয়া নিয়া পরে অন্য গাড়ীর সঙ্গে গিয়া যখন মা'র গাড়ী মোরাদাবাদ স্টেশনে থামে তখন নাকি মুসলধারে বৃষ্টি হইতেছিল। তাহারই মধ্যে বহু লোক মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছিল। নারায়ণ স্বামিজী লিখিতেছেন—তাহাদের ভাব কি সুন্দর। দর্শনার্থীদের মধ্যে হরিবাবার ভক্ত ব্যাসজী ছিলেন। সেই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে প্লাটফরমে দাড়াইয়াই তিনি খুব ভাবের সহিত কীর্তন করিতেছিলেন। গানের পদ ছিল—"আনন্দময়ী

কাশীর পথে ট্রেন যাত্রার বিস্তৃত বিবরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা, স্নেহময়ী মা, দয়াময়ী মা, করুণাময়ী মা"...ইত্যাদি। সেই বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া কীর্তন করিতে করিতে ব্যাসজী বলিতেছিলেন—'ইহা মা'র করুণার বৃষ্টি, সকলেই স্নান করে নেও'।

পরে সকাল ৮-৩০ টায় বেরেলি স্টেশনে গাড়ী আসিল। তখনও প্রচণ্ড বৃষ্টি হইতেছিল। বেরেলিতেও দর্শনার্থীদের সে কি ভীড়।

শাহজাহানপুরেও সেই একই অবস্থা। আর লক্ষ্ণৌ স্টেশনে ত একেবারে জনারণ্য হইয়াছিল। সেখানে এত ফুল-মালা-মিষ্টি একত্রিত হইয়াছিল যে উপস্থিত জনতার মধ্যে ২ হাতে সব বিলাইয়াও কুল পাওয়া যায় নাই।

রায়বেরেলিতেও অবসর প্রাপ্ত জজ শুক্লাজী প্রভৃতি বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন। তিনি গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে মা'র সহিত এক গাড়িতেই কাশী যাইবেন।

প্রতাপগড় স্টেশনে বেলা ৪-৩০টার পর গাড়ী পৌঁছে। কাশী হইতে কেশবানন্দ মা'র গাড়ী নিয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিল। সেই গাড়ীতে করিয়াই মা, নারায়ণ স্বামী ও উদাস ঝুঁসি রওয়ানা হয়। প্রায় সন্ধ্যায় মা ঝুঁসিতে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারিজীর আশ্রমে গিয়া পৌঁছিলেন। প্রভুদত্তজী মাকে পাইয়া খুবই আনন্দ করিতে লাগিলেন। পরদিন ভোরে মা কাশী আসিয়া পৌঁছান।

৫ই আগষ্ট ১৯৫৬।

আজও বুনির চিঠি আসিয়াছে। মা'র শরীর একপ্রকার ভালই আছে। লোকজনের ভীড় সেরূপ নাই—মা'র বেশ বিশ্রাম হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই আগষ্ট ১৯৫৬।

নারায়ণ স্বামিজীর নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে গত ২রা সাধন সমর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী সত্যদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীশ্রী বিশ্বরঞ্জন ঠাকুরের তিরোভাব তিথি উপলক্ষে তাহাদের কাশীস্থ আশ্রমে মা'কে লইয়া যাওয়া হয়। আশ্রম হইতে কয়েকজন ব্রহ্মচারী পূর্ব হইতেই সেখানে গিয়া কীর্ত্তন ইত্যাদিতে যোগ দেয়। মা তাহাদের আশ্রমে পদার্পণ করায় আশ্রমস্থ সকলেই নাকি বিশেষ ভাবে আনন্দিত হ'ন। মা আশ্রমে গিয়াই শ্রীশ্রী বিশ্বরঞ্জন ঠাকুরের চিত্রটি ২ হাতে স্পর্শ করেন। সেই স্পর্শতেও কত মাধুর্য্য।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা স্মরণে আসিল। কয়েক বৎসর পূর্বে দেরাদুন কিশনপুরস্থ আশ্রমে যেবার ৺দুর্গাপূজা হইয়াছিল, সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের মহাত্মারা মা'কে তাঁহাদের আশ্রমে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। তখন আশ্রমে শ্রীশ্রী পরমহংসদেবের পূজা হইতেছিল। মা গিয়া সোজা মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃহৎ চিত্রটীকে একেবারে ২ হাতে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরেন। মা'র এই কার্য কে কি ভাবে নিয়াছিল কে জানে! কিন্তু মা'ত অনেক সময় একেবারে নিজ খেয়াল বশেই কাজ করিয়া যান। কাহার মনে কিরূপ দাগ কাটিল সে দিকেও যেন লক্ষ্য থাকে না। মা'র সবই অপূর্ব!

নারায়ণ স্বামিজী আরও একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কাশী আশ্রমে একদিন মা'র দর্শনের জন্য একজন আমেরিকান সাহেব ও মেম আসিয়াছিলেন। দর্শনান্তে তাঁহারা যখন ঘর হইতে বাহির হইবেন সেই সময় মা নাকি নিজ শরীরের প্রতি দেখাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"your baby" মা'র মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাত্রই সাহেবটি অত্যন্ত আবেগ ভরে মা'র নিকট গিয়া মা'র পিঠের উপর হাত রাখিয়া মা'কে চুম্বন করিলেন। মহিলাটিও ঐভাবে মা'কে অত্যন্ত আদরের সহিত চুম্বন করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মা তাঁহাদের এত আপনজন হইয়া পড়িলেন কিভাবে, সত্যই ইহা এক পরমাশ্চর্য। মা-ও নাকি পরে এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে মা'র শরীরের পিতামাতাও কখনও মাকে ঐরূপভাবে আদর চুম্বন করেন নাই।

৭ই আগষ্ট ১৯৫৬।

বুনির চিঠিতে খবর পাইলাম মা'র শরীর নাকি খুবই খারাপ হইয়াছে। পেটে একটা ব্যথা হইতেছে। কথাটা শুনিয়া মনটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নূতন সিংহাসনটী বাহির করা হইয়াছে। যদি মা ঐদিন একটু বসেন।

৮ই আগষ্ট ১৯৫৬।

মা'র সংবাদ আজও পাইলাম। ব্যথা এখনও আছে।

জয়ন্তীর সময় কাশীতে সমস্ত উৎসবের যে ফিল্ম লওয়া হইয়াছিল তাহা আজ রাত্রে দেখান হইল। প্রায় ১৭০০ ফিট টেকনিকালার ফিল্ম। খুব সুন্দর উঠিয়াছে। সংবাদ পাইয়া অনেকেই দেখিতে আসিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ই আগষ্ট ১৯৫৬।

বুনির চিঠিতে জানিলাম যে মা'র শরীর পূর্বাপেক্ষা কিছু ভাল। তবে এতদিন ঘোরাফেরায় শরীরটা কিছুতেই একেবারে ঠিক হইতেছে না। এখন দীর্ঘ সময় বিশ্রামের প্রয়োজন। দিনে বা রাত্রে শুইবার ভাবই থাকে না। তাই হজমেরও গোলমাল চলিতেছে।

ভাইয়া আজ সন্ধ্যার প্লেনে কাশীর পথে কলিকাতা হইয়া রওয়ানা হইয়া গেলেন।

১৪ই আগষ্ট ১৯৫৬।

আজ দুপুরে ভাইয়া কাশী হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার মুখে মা'র বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম। মা'র শরীর আজকাল নাকি ভালই আছে। বেশ হাসিখুসীই থাকেন।

রবিবার ১২ই রাত্রে মামুর মেয়ে গীতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। দিদিমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে তাঁহাদের বংশের রীতি অনুসারে মেয়ের বিবাহ অল্প বয়সেই হইয়া যায়। শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব তাহা হইলে অটুট থাকে। গীতার বয়স মাত্র ১২ বৎসর। এত অল্প বয়সে আজকাল বিবাহের ব্যবস্থা হয় না বলিলেই চলে তবুও দিদিমার ইচ্ছা পূরণের জন্য মামুও কয়েক মাস যাবৎ এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করিয়া অনেক চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোনই সুবিধা হইতেছে না। এদিকে শ্রাবণ মাসও শেষ হইয়া যাইতেছে। ইহার পরে শীঘ্র আর বিবাহের দিন নাই। শেষ পর্যন্ত আকস্মিকভাবে সমস্ত ব্যবস্থা সুন্দর মতই সমাধা হইয়াছে। ঢাকার

মামুর মেয়ে গীতার বিবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচীন ভক্ত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছোট ছেলেটিকে লইয়া কাশীতে মা'র কাছে আসিয়াছিলেন। ছেলেটির বয়েস ১৫ বছর। বিধির বিধানে শেষকালে তাহার সহিতই গীতার বিবাহের কথা পাকা হইল। মাত্র ২ দিনের মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিয়া বেশ ধুমধামের সহিতই মামুর বাসায় মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ভাইয়াও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা চক্রে বিন্ধ্যাচল হইতে বেলু এবং কানপুর হইতে জিতেন দাদাও ঐ দিনই কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হ'ন।

ভাইয়ার মুখে শুনিলাম যে আশ্রমের নীতি রক্ষা করিবার জন্য মামুর মেয়ের বিবাহেও আশ্রম হইতে কোন-ও ভাবে সাহায্য করা হয় নাই। মা নিজেও উপস্থিত ছিলেন না। মা'র আপন ভাইয়ের মেয়ের ব্যাপারেও যে আশ্রমের নীতি একটুও লঙ্ঘন করা হয় নাই, ইহা দেখিয়া ভাইয়াও বিশেষ প্রশংসাই করিয়াছেন।

১৮ই আগষ্ট ১৯৫৬।

মোরভির বৃদ্ধ মহারাজা মা'র একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। অসুস্থ অবস্থায় তাঁহাকে বম্বে লইয়া আসা হইয়াছে। এখানে আসিয়াই তিনি ২।৩ বার ফোন করাইয়া আমার শরীরের বিষয়ে বিস্তারিত সংবাদ লইয়াছেন। মহারাজা একেবারে শয্যাশায়ী। তিনি খুবই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন—এ জীবনে বোধহয় আর মা'র দর্শন হইল না। ২।১ দিনের মধ্যেই তাঁর operation হইবে। আজ মা'র নিকট বিস্তারিত জানাইয়া তার দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২০শে আগষ্ট ১৯৫৬।

কাশী হইতে বুনি ও সাবিত্রীর চিঠি পাইলাম। একাদশীর দিন হইতে ঝুলন উৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে। আজ পূর্ণিমার দিন তাহার সমাপ্তি। কাশীতে একাদশীর দিন রাত্রে মেয়েরা সকলে মিলিয়া মা'র উপস্থিতিতে ভগীরথের গঙ্গা অবতরণ ও রামানুজ লীলা অভিনয় করিয়াছিল। দ্বাদশীর দিনও নিমাইয়ের জীবন হইতে একটি অধ্যায়, মহিষ মর্দ্দিনীর আবির্ভাব ও অসুর বধ প্রভৃতিও মা'র উপস্থিতিতে তাহারা অভিনয় করিয়াছে। পরে মাকে দোলায় বসাইয়া আরতি ও কীর্ত্তন করা হইয়াছে। মা-ও নিজে অনেকক্ষণ ধরিয়া নাম করিয়াছেন। ঝুলন দ্বাদশীর দিন ভাইজীর দেহত্যাগের তিথি। সেইজন্য আশ্রমে বিশেষ ভাবে পূজা ও নাম রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

কাশীতে ঝুলন উৎসবে মা

২১ শে আগষ্ট ১৯৫৬।

গতকাল এখানেও ঝুলন পূর্ণিমার উৎসব কিছু কিছু পালন করা হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে প্রায় শতাধিক স্ত্রীপুরুষ সন্ধ্যায় আসিয়া কীর্ত্তন ও আরতি করে। পরে সকলে প্রসাদ পায়। ভাইয়া ও লীলাবেন-ই এই সবের ব্যবস্থা করিয়াছে। রাত্রি ১০টার পরে জয়ন্তী উৎসবের ফিল্ম দেখান হয়। ১২টা পর্যন্ত সকলে মৌন রক্ষাও করিয়াছে।

কাশী হইতে পটল ও সাবিত্রীর চিঠিতে সংবাদ পাইলাম যে মা ১৮ই সকাল প্রায় ৮ টার সময় বিন্ধ্যাচল গিয়া সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনিয়াছেন। পটলের বন্ধু লক্ষ্ণৌর পাল সাহেব মাকে এবং অন্যান্য অনেককেই তিনখানি মোটরে বিন্ধ্যাচল নিয়া গিয়াছিলেন।

আজ নারায়ণ স্বামীর ইচ্ছামত মা'র পায়ে ১০০৮ তুলসী দিয়া পূজা করিবার কথা লিখিয়াছে। সেই সঙ্গে ৮টী সোনার তুলসী দিয়াও পূজা করা হইবে। মা'র শরীর ও ভাব বেশ ভালই আছে।

কলিকাতা হইতে অনিল গাঙ্গুলী ও তাঁহার স্ত্রী সতীও কাশীতে আসিয়াছিল। অনিলও লিখিয়াছে যে কাশীতে ঝুলন খুব ভাল হইয়াছে। উৎসবের মধ্যেই মা একদিন গঙ্গাদির গুরুর নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে গিয়াছিলেন। সেখানে গোপাল মূর্ত্তি ও যুগল মূর্ত্তি নাকি খুবই সুন্দর। একদিন ছোটেলালজী নামক এক বৃদ্ধ সাধকের মন্দিরেও মাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

২৪শে আগস্ট ১৯৫৬।

কাশী হইতে বিস্তারিত পত্র আসিয়াছে। ঝুলনের পরদিন নারায়ণ স্বামিজীর বিশেষ ইচ্ছায় মা'র পূজার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

নারায়ণ স্বামিজী কর্তৃক শ্রীশ্রী মায়ের পায়ে ১০০৮ তুলসী পত্র দান

অন্নপূর্ণার উপরের মা'র ঘরে পূজার আয়োজন হয়। সমস্ত পূজার যোগাড় সুন্দর করিয়া সাজাইয়া মাকে লইয়া যাওয়া হয়। মা গিয়াই শুইয়া পড়েন। সকাল ১০॥ হইতে বিকাল ৩॥ পর্যন্ত পূজা হয়। উপরেই মা'র ভোগ হয়। নারায়ণ স্বামিজী মাকে ১০০৮ তুলসী দিয়াছেন। সেই সঙ্গে ১৩টি সোনার তুলসীও মা'র পায়ে দেওয়া হয়। কয়েকটা চরণ তুলসী, প্রসাদ এবং মা'র পায়ের চন্দনের একটী ছাপও বুনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার জন্য পাঠাইয়াছে। মা'র উৎসবের মধ্যে আমারও এইরূপ পূজার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তখন নানা প্রকার গোলমালের মধ্যে আর তাহা হইয়া ওঠে নাই। এখন নারায়ণ স্বামিজীর দ্বারা যে আমার ইচ্ছা খুবই সুন্দর ভাবে পূরণ হইল তাহা আনন্দেরই কথা।

আমার সম্বন্ধে মা বলিয়াছেন,—"দিদিকে ভাল ভাবে খাওয়া-দাওয়া করে হেঁটে চলে আসতে বল।" মা'র কৃপায় কবে যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া আবার মা'র চরণে উপস্থিত হইব, তাহাই ভাবি।

মা'র শরীর ভালই আছে সংবাদ পাইলাম। বুনি লিখিয়াছে মা একদিন শুইয়া শুইয়া বলিতেছিলেন যে মা'র যেমন সব সময়ই চলার একটা খেয়াল থাকিত, কোথাও থাকিবার খেয়ালই হইত না—এখন আবার থাকিবারই খেয়াল। কোথাও যাইবার খেয়ালই হয় না।

মোর্ভির বৃদ্ধ রাজার সংবাদ দিয়া telegram দেওয়া হইয়াছিল, মা তাহার উত্তরে লিখাইয়াছেন,—"সর্বক্ষণই একমাত্র ভগবৎ স্মরণ কর্ত্তব্য। পরমার্থই একমাত্র সত্য—আর সব ব্যর্থ।"

২৭শে আগষ্ট ১৯৫৬।

আজ চিঠিতে আবার মা'র সংবাদ পাইলাম। মা বেশ ভালই আছেন। পূজার পর ২টা দিন একটু চুপচাপ ছিলেন। এখন আবার হাসিখুসি আছেন। আজকাল মা নাকি একটু বেলা করিয়াই ওঠেন। সকালের দিকেই মালিশ করা হয়। পরে উঠিয়া সৎসঙ্গে যান। ১২টায় ভোগ হইয়া গেলে মা বিশ্রাম করিতে যান। রাত্রিতে পশ্চিমের দালানেই থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৯শে আগষ্ট ১৯৫৬।

কাশীর পত্রে জানিলাম মা'র শরীর ভালই আছে। ওখানে জন্মাষ্টমীর আয়োজন চলিতেছে বিরাট ভাবে।

গতকাল মণ্ডির রাণী সাহেব আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ ইচ্ছাতে Tape recorder এ মা'র গান ও জয়ন্তীর film দেখান হয়। টিহরীর মহারাণীর মা, বোন, ভগ্নিপতি প্রভৃতিও আসিয়াছিলেন। মণ্ডির রাণীসাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ ৫ বৎসর পরে দেখা হইল। রাজাসাহেব ভারতের রাজদূত হইয়া Brazil গিয়াছিলেন। রাজাসাহেব ও রাণী-সাহেবা উভয়েই খুব ভক্তিপরায়ণ। গত ১৯৫০ সনে মা যখন মণ্ডিতে গিয়াছিলেন তখন মা ও অন্যান্য সকলকেই তাঁহারা বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

৩১শে আগষ্ট ১৯৫৬।

বুনির চিঠি আসিয়াছে। বুনি লিখিয়াছে, জন্মাষ্টমীর দিন সকালেই নাকি পালকী খুব সুন্দর করিয়া সাজাইয়া আশ্রমস্থ গোপালজীকে শোভা যাত্রা করিয়া নূতন হলে নিয়া শ্বেত প্রস্তরের বেদীর উপর বসান হয়। হলের ভিতরে খুব সুন্দর করিয়া বাতি ইত্যাদি দিয়া নাকি কুঞ্জবন সাজান হইয়াছিল। গোপালকে সকলেই স্পর্শ করিয়া প্রণাম করে। পরে অভিষেক করিয়া স্নান করান হয়। মা'র জন্য আহমেদাবাদ হইতে জয়ন্তীর সময় একটী তুলাদণ্ড পাঠাইয়াছিল। তাহাতে করিয়া গোপালজীর তুলাদণ্ড উৎসব হয়। সোনার ৫ খানা

কাশীতে জন্মাষ্টমী ও গোপালের তুলাদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিনি, আসন-অঙ্গুরী, রূপার থালা বাটি গ্লাস, পিতলের গামলা, প্রদীপ, পিলসুজ, ঘণ্টা ইত্যাদি, গব্যঘৃত, পঞ্চামৃত, চাল, তিল, বাতাসা, ফল ইত্যাদি দ্বারা খুব সুন্দর মত নাকি তুলাদান উৎসব হইয়া যায়। উৎসবে আমি উপস্থিত হইতে না পারিলেও যে মা ওখানে থাকিয়া সকলকে বিশেষ আনন্দ দিতেছেন, তাহাতেই আমি আনন্দিত।

নারায়ণ স্বামিজীর নিকট হইতেও ঐ তুলাদান উৎসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়াছি। মা'র জয়ন্তী মহোৎসবের সময় যখন তুলাদান উৎসব হয়, তখনই মা'র খেয়াল হইয়াছিল যে নারায়ণ বিগ্রহ ও গোপালজীর তুলা হয়। যখন মা'কে তুলাদণ্ডের উপরে বসান হইয়াছিল, তখন মা হাতের উপরে নারায়ণ শিলা লইয়াই বসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপালজী বৎসরে মাত্র ২ বার (জন্মাষ্টমী ও দোলের সময়) সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাই তখন আর গোপালজীকে আনা হয় নাই। কিন্তু মা'র একবার যাহা খেয়াল হইয়াছে, তাহা ত পূর্ণ হইবেই।

আশ্চর্য এই যে আহমেদাবাদ হইতে যে German Silver এর তুলাদণ্ড আসিয়াছিল, তাহা শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তখন ব্যবহারে আসে নাই। ইতিমধ্যে একবার তাহা প্রেরকের কাছে ফেরৎ পাঠাইবার কথাও হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা'ই মানা করিয়াছিলেন। এখন কি যোগাযোগ, যে সেই তুলাদণ্ড গোপালজীর তুলাদানে লাগিয়া গেল। মা যেন পূর্ব হইতেই সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

তুলাদান উৎসব মা'র উপস্থিতিতে সর্বাঙ্গ সুন্দর ভাবেই হইয়া গেল।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

গতকাল রাত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। সকালে মা'র নিকট হইতে তার আসিল—'ভাইয়া, লীলামা সকলে কেমন আছে?'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি-পূর্বেও পর পর ২।৩ খানা পত্রে মা শুধু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন —'ভাইয়া কেমন আছে?'

গতকাল টেলিগ্রাম পাইয়া সকলেই একটু বিস্মিত হইলাম। মা কি তবে ভাইয়ার সম্বন্ধে কিছু দেখিয়াছেন? কথা প্রসঙ্গে ভাইয়া প্রকাশ করিলেন যে জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রে ভাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে লীলার শয্যার পার্শ্বে এক বিরাট সর্প ফণা ধরিয়া বসিয়া আছে—যেন লীলাকে আগলাইয়া রহিয়াছে। জৈনরা বিশেষ করিয়া সর্পকে দেবীর প্রতীক রূপে মানিয়া থাকে। সেই সঙ্গে ভাইয়া আরও দেখিলেন তিনি মা'র হাত ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। এই স্বপ্নের যে কী তাৎপর্য তাহা আমরা কেহই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মনে হইল মা'র ঐ telegram এর সহিত কি ইহার কোন সম্বন্ধ আছে? আজ সকালে আর একটা ঘটনা শুনিলাম। গতকার রাত্রে ভাইয়ার হার্টের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। লীলা ত বিশেষ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে মা আছেন, মা-ই রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস নিয়াই সে সর্বদা চলে। এতক্ষণে ভাইয়ার স্বপ্ন, মা'র telegram ও গত রাত্রির ভাইয়ার অসুস্থতার পরস্পর সম্বন্ধ যেন খুঁজিয়া পাইলাম। মা নিজে ত সব কথা প্রকাশ করেন না—কিন্তু মা যে সকলের অলক্ষ্যে কিভাবে কাহাকে রক্ষা করেন কেহই তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না।

অলক্ষে মা কিভাবে আমাদের রক্ষা করেন

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

কাশী হইতে বুনির চিঠি পাইয়াছি। জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দোৎসব বিশেষ আনন্দের সহিত হইয়াছে। মা নাকি কাপড় ও গহনা পরিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের বেশে সকলকে খুবই আনন্দ দিয়াছেন। অন্যান্য সকল সখিদের মধ্যে মা'কে নাকি খুবই সুন্দর লাগিতেছিল। জন্মাষ্টমীর দিন মা'র সেই সিংহাসনটিও বাহির করা হইয়াছিল। গোপালজীকে বসান হইয়াছিল, কিন্তু মা নাকি বসেন নাই।

আগামীকাল মা'র তিনদিনের জন্য শ্রীগোপালঠাকুরের আশ্রমে যাইবার কথা। পূজার একমাস পূর্বে, প্রতিবারই এই তিথিতে তিন দিনের জন্য মাকে শ্রীগোপালঠাকুর মহাশয় বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিয়া যাইতেন। তাঁহার দেহরক্ষার পরেও তাঁহার মেয়েরা পূর্বের মতই আহ্বান জানাইয়া থাকে।

ডাঃ শেঠের নির্দ্দেশে আজ আমার দাঁতের ব্যথার জন্য দাঁতের ৬।৭টা plate লওয়া হইল। প্রয়োজন হইলে হয়ত অপারেশনও হইতে পারে।

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

এলাহাবাদ হইতে বুনির ২ খানা Express চিঠি আসিয়াছে। মা ৪ঠা বিকাল ৩টার পর কাশী থেকে মোটরে রওয়ানা হইয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় এলাহাবাদে শ্রী গোপাল ঠাকুরের আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন।

এলাহাবাদ শ্রীসত্যগোপাল গীতাশ্রমে মা

মা'র সঙ্গে নারায়ণ স্বামিজী, উদাস ও বুনি গিয়াছে। সেই সঙ্গে শোভাদি, সরযূদি, কৃপাল, গুণিতা (ছোট্ট মেয়ে) এবং হীরু গিয়াছে। এলাহাবাদ হইতে আজ বিকালে মা'র বিন্ধ্যাচল যাইবার কথা। আমাদের বাৎসরিক ভাগবৎ জয়ন্তী এবারও কাশী আশ্রমেই ১২ই হইতে সুরু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে। পাঠের জন্য বৃন্দাবনের শ্রীনাথ শাস্ত্রীজীকে আহ্বান করা হইয়াছে। জয়ন্তীতে মা'র কাশীতেই থাকিবার কথা।

আজ বুনির চিঠিতে জানিলাম যে কলিকাতায় শ্রীবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাতে এবার ৺দুর্গাপূজা হওয়া স্থির হইয়াছে।

আগামী সংযম সপ্তাহও এবার ১২ই নভেম্বর হইতে হরিদ্বারে সপ্ত-ঋষি আশ্রমে হইবার কথা হইয়াছে। মহাত্মা গোস্বামী গণেশ দত্তজী গতবার সংযম সপ্তাহের সময়েই হরিদ্বারে সপ্তাহ পালন করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। আহমেদাবাদে কান্তিভাই মুন্সা ৺পূজা অথবা সংযম সপ্তাহ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু এখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে তাই আর পরিবর্তন করা সম্ভব নহে।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

ভাইয়া আজ দুপুরে বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহার মুখে মা'র সব সংবাদ পাইলাম। মা ৭ই সকালে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিয়াই শুধু কৃপালকে লইয়া মোটরে কাশী চলিয়া যান। ভাইয়া ৮ই ভোরে কাশী পৌঁছিলে মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া ৯টার সময় আবার বিন্ধ্যাচল রওয়ানা হইয়া যান। মা'র আজ সন্ধ্যায় কাশী ফিরিয়া আসার কথা। শুনিলাম মা'র শরীর একপ্রকার ভালই আছে।

আমার বম্বে হইতে রওয়ানা হওয়া সম্বন্ধেও ভাইয়ার সহিত মা'র কথা হইয়া গিয়াছে। আহমেদাবাদ হইতে কান্তিভাই মুন্সা আমাকে কয়েকদিনের জন্য আহমেদাবাদে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধ জানাইয়াছেন। মা'রও এবার এদিকে আসা হইল না। আমিও যদি এত নিকটে থাকিয়াও একবার ঘুরিয়া না আসি তবে কান্তি ভাইরা সকলেই খুব দুঃখিত হইবেন। সেই জন্য আমার ৬।৭ দিনের জন্য একবার আহমেদাবাদ ঘুরিয়া আসার কথা হইয়াছে। সেখান হইতে ফিরিয়া এই মাসের শেষ ভাগে এখান হইতে সোজা কলিকাতা যাওয়া স্থির হইয়াছে।

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

কাশী হইতে বুনির পত্রে জানিলাম মা বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভালই আছেন। গতকাল হইতে ভাগবৎ জয়ন্তী সুরু হইয়াছে। প্রভূদত্তজীর আশ্রমে যিনি পাঠ করেন—নিত্যানন্দ ভট্ট, তিনিই পাঠ করিতেছেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

আজ ভোর ৬টায় আহমেদাবাদ আসিয়া পৌঁছিলাম। কুন্দনবেন এবং মুলজীভাই-এর মেয়ে নন্দু আমার সঙ্গে আসিয়াছে। ষ্টেশনে কান্তিভাই, তাহার ডাক্তার, শক্তি, অনিল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গতকাল বম্বেতে লীলাবেন প্রভৃতি আসিয়া ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার আমাকে ছাড়িবার সময় কি কান্না। এত অল্প দিনের মধ্যেও আমাদের সহিত তাহাদের সকলের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে যে ভাবিলেও অবাক হইতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

আজ ভোরে কান্তি ভাইয়ের মোটরে ঊষা, মেজদি, প্রভৃতি ডাকোর দেখিয়া আসিল। ডাকোর এদিকের একটি বিশিষ্ট তীর্থস্থান।

বুনির পত্রে জানিলাম যে কাশীতে নূতন আশ্রমের মাতৃমণ্ডপে ভাগবৎ সপ্তাহ বেশ ভাল মতই হইতেছে। তবে কাশীতে কয়েকদিন হয় প্রচণ্ড বৃষ্টি চলিতেছে, ট্রেন চলাচলও বন্ধ।

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

কাশী হইতে নারায়ণ স্বামিজীর পত্রে জানিলাম যে কয়েকদিন যাবৎ মা'র শরীর ভাল যাইতেছে না। ৬।৭ দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে যাহাতে কাহারও অসুবিধা না হয়, মা সর্বদাই সেই বৃষ্টির মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখাশুনা করিয়াছেন। তাহার ফলেই বেশ সর্দ্দিকাসি ও জ্বর হইয়াছে। মধ্যে একদিন খুব বেশী জ্বর হইয়াছিল। বর্ত্তমানে একটু কম।

আগামী ২৬শে আমার স্বর্গীয় পিতা স্বামী অখণ্ডানন্দজীর তিরোধান তিথি। নারায়ণ স্বামী লিখিয়াছেন যে জন্মাষ্টমীর দিন গোপালজীর যে কাপড় দিয়া তুলাদান হইয়াছিল, তাহা ব্রাহ্মণদের দান না করিয়া স্বামিজীর ভাণ্ডারার দিন সাধু-সন্ন্যাসীদের দিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রায় ৩৫।৪০ জনকে ঐ কাপড় দান করা যাইবে।

৺পূজার পূর্বে বিনয়দাদার ইচ্ছা মত তাঁহারই বাসাতে ভাগবৎ সপ্তাহ সুরু করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শ্রীশ্রীমা'র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবৎ শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মা-ও কৃপা করিয়া রাজী হইয়াছেন। সপ্তাহ ৫ই অক্টোবর হইতে আরম্ভ হইবার কথা। সুতরাং মা হয়ত ২।৩ তারিখ পর্যন্ত কাশী হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইবেন। আমিও খুব সম্ভবতঃ মা'র সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া কলিকাতা পৌঁছিব।

এ বৎসর কলিকাতায় বিনয়বাবুর বাড়ীতে পূজার কথা কি ভাবে পাকা হইল সে সম্বন্ধেও নারায়ণ স্বামিজী বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন। দেরাদূনে মা যখন ছিলেন তখনই বিনয়দাদা তাহার এই ইচ্ছার কথা মা'কে জানান। কিন্তু তখন কোনও কথা নিশ্চিতরূপে স্থির হয় না। তবে মা'র কথাবার্ত্তার ভাবে কিছু অনুমান করিতে পারা গিয়াছিল যে প্রতিবৎসরের মত হয়ত এবার পূজার ব্যবস্থা না-ও হইতে পারে। মা প্রথম হইতেই সব কিছুই দেখিতে পাইয়াছিলেন তাই দেরাদূনে ২।১ জন পূজার বিষয়ে মা'র নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, জবাব দেওয়া হইয়াছিল—"৺পূজা কোথায় হইবে তাহা এখনই বলিতে পারা গেল না।" কিন্তু আশ্চর্য এই যে পূজা কোথায় হইবে বা মা ঐ সময় কোথায় থাকিবেন তাহা তখনও কিছুই স্থির হয় নাই। মা'র কথার ভাবে যদিও আমাদের আরো শংকার সৃষ্টিই হইয়াছিল।

বিনয় বাবুর বাসাতে দুর্গা পূজার কথা

নারায়ণ স্বামিজী লিখিয়াছেন, যে এবার কাশীতে বিনয়দা যখন আসেন তখন সেই সময় তিনি মাতৃচরণে আবার প্রার্থনা জানান। পরে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতা যান। ৩।৪ দিন পর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া মা'র সহিত পাকাপাকি কথা হয়। তখনই ভাগবৎ সপ্তাহ করিয়া তাহার বৃদ্ধা মাতাকে ভাগবৎ শুনাইবার প্রস্তাব করেন।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাধারণতঃ ৺পূজার ব্যবস্থা বিরাট ভাবে হইয়া থাকে। শতাধিক লোকের আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থাও করিতে হয়। তাই কলিকাতার মত মহানগরীতে বিনয়দাদার বাড়ীতে পূজার ব্যবস্থা হইবে শুনিয়া সকলেই বিশেষ আশ্চর্যান্বিত না হইয়া পারেন নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এবার যখন ৺পূজার কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও কোন স্থান হইতে ৺পূজার বিষয়ে প্রস্তাব আসে নাই, তখনই মা'র খেয়াল হইয়াছিল যে এবার আকস্মিক কোনও বাধা-বিঘ্ন না ঘটিলে বিনয়-বাবুর গুরুপুত্রের বাড়ী শ্যামনগরে মা যাইতে পারেন। গত বৎসরও ৺পূজার সময় একদিন বিনয়দাদা তাহার গুরুপুত্রের বাসার পূজামণ্ডপে মাকে লইয়া গিয়াছিলেন। গত বৎসর শ্যামনগরে ঐ পূজা প্রসঙ্গে কিছু কিছু ঘটনাও ঘটিয়াছিল। এ বৎসর বিনয়বাবুর গুরুপুত্রও দেরাদুনে আসিয়া মা'র কাছে দিনকয়েক ছিলেন। মা দেরাদুনেই তাঁহাকে পূজা বাবদ ৫১৲ টাকা প্রণামী দেওয়াইয়া ছিলেন। কলিকাতা হইতে অবনীদাদা নাকি লিখিয়াছেন যে পূজা বাবদ কোনও এক ভক্ত ৫০০৲ টাকা দিয়াছে, আরও একজন নাকি ১০০০৲ টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মা অবনীদাদাকে লেখাইয়াছেন যে যাহারা টাকা দিয়াছেন তাহাদের যদি অমত না হয় তবে ঐ সব টাকা শ্যামনগরে পূজার জন্য বিনয়দাদার গুরুপুত্রকে দিয়া দিতে। তাহা হইলে এই বৎসর তিনি তাহা দিয়া একটু ভাল করিয়া মা'র পূজা করিতে পারিবেন।

নারায়ণ স্বামিজীর পত্রে আরও একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। কাশীতে মাতৃমণ্ডপে যেখানে ভাগবৎ জয়ন্তী চলিতেছে সেখানে মা নাকি এক কালী মূর্তি দেখিয়াছেন। মূর্তির মুখ পূর্ব দিকে ছিল। কিন্তু মা যেন উত্তরমুখী করিয়া মূর্তিটিকে রাখিতে বলিতেছিলেন। মা এই সূক্ষ্মদর্শনের কথা প্রকাশ করিতেই বুনি বলিয়া উঠিয়াছে,— "এবার ৺কালী পূজায় তোমাকে আমরা থাকিতে বলির ভাবিতেছিলাম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু সুযোগ পাই নাই তাই আর বলা হয় নাই। এখন যখন কালীমূর্তি এই রূপে দেখা দিয়াছে তখন এবার ৺কালীপূজা আশ্রমেই হউক"। নারায়ণ স্বামিজী লিখিতেছেন যে রাঁচীর ভক্তবৃন্দ মাকে এবার ৺কালীপূজায় উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছেন। কিন্তু এখানে কাশী আশ্রমের মেয়েরা মাকে পূজার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে কাজেই আশা করা যায় যে এবার কালীপূজা ও অন্নকুটে মা কাশীতেই থাকিবেন।

মা'র অসুস্থতা সম্বন্ধেও জানা গেল মা নাকি বলিয়াছেন—"কয়েকদিন হইতেই খেয়াল হইতেছিল, অসুখ হইয়া শুইয়া থাকা অনেকদিন যাবৎ হয় নাই। এই খেয়ালের সঙ্গে সঙ্গেই খুব সর্দি-কাসি, জ্বর, বমির ভাব, পা-ঠাণ্ডা এবং সমস্ত শরীরে খুব ব্যথা। বেশ জ্বরানন্দ"। মা'র ত সবই এরূপ অলৌকিক। মা অনেক সময়েই বলেন—"রোগ রূপেও তিনিই ত। সবই আনন্দ।"

জ্বরানন্দ মা

নারায়ণ স্বামিজী আরও লিখিয়াছেন যে এলাহাবাদের অন্যতম Advocate শ্রীগোপাল স্বরূপ পাঠকের কন্যা শান্তা—এম, এ পাশ করিয়া research করিতেছে—সে আসিয়া নারায়ণ স্বামিজীর নিকট বলে যে মা'র শারিরীক সুস্থতার জন্য এক লক্ষ জপ করিবে স্থির করিয়াছে। কিন্তু ভুলে এক লক্ষের স্থলে এক কোটি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে। নারায়ণ স্বামিজী তাহাকে উৎসাহ দিয়া বলেন যে মা'র শরীরের জন্য এক কোটি জপ করাইত ভাল। জগতে সকলে পুত্রের জন্য, কন্যার জন্য, পতি বা পত্নীর জন্য কত কিছুই না করিয়া থাকে। আমরা সকলে মা'র চরণে আসিয়াছি। আমাদের পক্ষে মা'র শরীরের জন্য এইরূপ করা অপেক্ষা আনন্দের আর কি হইতে পারে। জপ করিয়া মা'র শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা জানান—

শান্তা কর্তৃক এক কোটি জপের সংকল্প

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মা তুমি খেয়াল করিয়া আমাদের জন্যই শরীরটা সুস্থ রাখ।' কাশীর মত স্থলে যজ্ঞমন্দিরের সামনে এই রূপ কথা হইয়াছিল। তাই নারায়ণ স্বামিজী বলেন যে কুমারী কন্যার মুখ দিয়া যখন 'এক কোটি' বাহির হইয়াছে তখন সকলে মিলিয়া এক কোটি জপ করার চেষ্টা করাই ভাল।

শান্তার প্রস্তাব ছিল ৺দুর্গাপূজার মধ্যেই এক লক্ষ জপ শেষ করা। কিন্তু এককোটি জপ তাহার মধ্যে শেষ করা কঠিন হইবে, তাই কালীপূজার সময়ই ঐ জপ সমর্পণ করার কথা হইল। নারায়ণ স্বামিজীই তাই নানা স্থানে ভক্তদের মধ্যে চিঠি দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন যে যাহারা মা'র শারিরীক সুস্থতার জন্য এইরূপ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা যেন কালীপূজার ২।৩ দিন পূর্বেই তাঁহাদের জপ সংখ্যা তাঁহাকে জানাইয়া দেন।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

আজ সকালে উষা মেজদি প্রভৃতি চান্দোদ হইতে ফিরিয়া দ্বারকা রওয়ানা হইয়া গেল। কান্তিভাই-ই সব ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কুন্দন-ও উহাদের সঙ্গে গেল। আমার আজই বম্বে ফিরিয়া যাইবার কথা ছিল। কিন্তু এতদূর আসিয়া উহারা দ্বারকাধীশ দর্শন না করিয়াই ফিরিয়া যাইবে ইহা ভাল লাগিল না। সেই জন্য আমার বম্বে যাইবার দিন আরও ২ দিন পিছাইয়া তাহাদের দ্বারকা দর্শনে উৎসাহ দিয়াছি।

মায়ের ভক্তদের মধ্যে অনেকেই প্রায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে বিকালে আসে। মা প্রায় ২ বৎসর এইদিকে আসেন না, সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Charitable Society, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই এক অভিযোগ। মুকুন্দ ভাই ঠাকুর এখানকার Law College এর অধ্যক্ষ। বিশেষ সজ্জন ও ভক্ত লোক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল এবার ভাগবৎ জয়ন্তী আহমেদাবাদে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব না হওয়ায় তিনি ঐ উপলক্ষ্যে কাশীতে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন। কান্তি ভাইও বার বার অনুরোধ জানাইতেছেন যে আগামী বৎসরে জন্মোৎসব এবং সংযম সপ্তাহ দুইটিই যেন এখানে হয়। তাহাদের সকলের বিশ্বাস মা'র নিকট আমি তাহাদের হইয়া প্রার্থনা জানাইলেই মা প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

বিকালে উষা প্রভৃতি দ্বারকা হইতে ফিরিয়া আসিল। আমরা সন্ধ্যার সময় বম্বে রওয়ানা হইলাম। মুকুন্দ ভাইয়ের একান্ত আগ্রহে ষ্টেশনের পথে একবার তাহার বাড়ী ঘুরিয়া যাওয়া হইল। ষ্টেশনে অনেকেই আমাকে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন। এত লোকজন দেখিয়া ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছিলেন মা-ই বোধ হয় যাইতেছেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬।

কাশী হইতে বুনির পত্রে সংবাদ পাইলাম যে বৃষ্টির জন্য মা'র পূর্বে বিন্ধ্যাচল যাওয়া হয় নাই। তবে পরশু মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মা,

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ স্বামী, শোভা এবং দাশুকে সঙ্গে লইয়া বিন্ধ্যাচল চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে গিয়া যদি ২।৩ দিন একটু বিশ্রাম হয়। ইতিমধ্যে মণ্ডির রাণী সাহেব দিল্লীতে পৌঁছিয়া সেখান হইতে প্লেনে করিয়া মা'র দর্শনের জন্য গিয়াছিলেন। হিমাচল প্রদেশের গভর্ণর ভদ্রির রাজা সাহেবের স্ত্রীও কয়েকজনকে লইয়া মা'র কাছে গিয়াছেন।

১লা অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ সন্ধ্যায় কলিকাতা মেইলে আমরা সকলে রওয়ানা হইলাম। ষ্টেশনে বহু লোকই আমাদের উঠাইয়া দিতে আসিয়াছিল। সকলের সহিত কত-ই গভীর প্রেমের সম্বন্ধ। আমাদের গাড়ী রাত্রি ৯টায় ছাড়িয়া দিল। অনেকেই চোখের জলে আমাকে বিদায় দিলেন। আমি বার বার করিয়া অনেককে পূজার সময় কলিকাতায় আসিতে বলিয়া দিলাম।

২রা অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ সমস্ত দিন ও রাত্রি ট্রেনেই কাটিবে। অসুবিধা যদিও বিশেষ কিছুই নাই। সঙ্গে পথের খাবারও আছে। আমার সঙ্গে উষা, মেজদি, চন্দন, হেমিদি, পানু এবং সাবিত্রী। আগামী কাল সকালে কলিকাতা পৌঁছিয়াই হয়ত মা'র দর্শন পাইব। এই কথাই বার বার মনে আসিতেছে। সেই ১৯শে জুলাই তারিখে রাত্রে লাক্সার ষ্টেশনে মা'র নিকট হইতে পৃথক হইয়াছিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩রা অক্টোবর ১৯৫৬।

সকাল বেলা হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলেই দেখা গেল বুনি আমাকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আরও অনেকেই ষ্টেশনে আসিয়াছেন। সাধারণতঃ যেরূপ দেখা যায় এবার তাহা অপেক্ষা লোক সংখ্যা অনেক বেশী মনে হইল। পরে শোনা গেল মাকে নিবার জন্যই সকলে আসিয়াছিলেন। যা হউক, ষ্টেশন হইতে আমি মা'র নির্দ্দেশ মত সোজা আশ্রমেই চলিয়া আসিলাম।

আমার বম্বে হইতে কলিকাতা গমন

আশ্রমে পৌছিয়া বুনির নিকট হইতে মা'র বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম। মা পরশু খুব ভোরে বিন্দুর মোটরে কাশী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বিন্দু এলাহাবাদের মা'র পুরাতন ভক্ত অবসরপ্রাপ্ত জজ নীরজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। সে বর্তমানে New India Insurance Co. র এলাহাবাদ শাখার ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী। শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ-ই তাহাকে পছন্দ করিয়া চাকুরিতে নিয়াছেন। বিন্দু অল্প কিছুদিন হয় কোম্পানী হইতে নূতন গাড়ী পাইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে মা তাহার গাড়ীটিতে একবার চড়েন। এইবার মা এই ভাবে তাহার আগ্রহ পূর্ণ করিলেন। তাহার সহিত তাহার ভগ্নী বীথু এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীযুক্তা ললিতা পাঠকও আসিয়াছিলেন। বীথু এম এ পাশ করিয়া এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্তা পাঠকও বিশেষ বিদুষী ও ভক্তিমতী মহিলা। উত্তর প্রদেশের অন্যতম আইন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্তা গোপাল স্বরূপ পাঠকের তিনি আত্মিয়া।

মা'র নাকি এবার কাশী হইতে কলিকাতা যাবার দিন সকলের নিকট পূর্ব হইতে প্রকাশ করা হয় নাই। মা'র জন্য বার্থ রিজার্ভেসনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই গোপনেই রাখা হইয়াছিল। কথাছিল পূর্বদিন বিকালে আশ্রমস্থ অন্যান্য সকলে কলিকাতা রওয়ানা হইয়া যাইবে এবং মা ১লা রওয়ানা হইবেন। কিন্তু মা কাশী ফিরিয়া শুনিতে পাইলেন যে দিদিমার জন্য বার্থ রিজার্ভেশন না পাওয়ায় ৩০শে অন্যান্য সকলে রওয়ানা হইয়া যাইতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত সকলেই একত্রে ১লা বৈকালে দেরাদুন এক্স্‌প্রেসে কাশী হইতে রওয়ানা হয়। গাড়ীতেই মা'র ঢাকার উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান তিনুর কথা খেয়াল হইতেছিল। শ্রীমান তিনু আজকাল গয়াতে Signal Inspector. দেরাদুন এক্স্‌প্রেস গয়া হইয়াই যাইবে। শুনিলাম Dehri-on-Sone হইতে গাড়ী যখন প্রায় ছাড়িতেছে, সেই সময় হঠাৎ শ্রীমান তিনু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত এবং মা'র গাড়ীতেই উঠিতেছে। মাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখিয়া সেও একেবারে হতভম্ব। আর সকলেও একেবারে হতবাক হইয়া গেল। মা ত তাকে দেখামাত্রই বলিয়া উঠিলেন—"কোথায় যাচ্ছ? একটু আগে তোমার কথাই খেয়াল হইতেছিল।"

কলিকাতার পথে মা

তিনু বলিল যে সে নাকি গত কয়েকদিন যাবৎ প্রত্যহ সকালে Dehri-on-Sone এ আসিয়া কাজ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় বিকালে গয়া ফিরিয়া যায়। সেদিন মা'র খেয়ালে হঠাৎ যোগাযোগে দেখা হইয়া গেল।

তিনুর সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে গাড়ী গয়া ষ্টেশনে আসিয়া থামিবা মাত্রই মা নাকি বলেন,—"আমি নামব। নারায়ণ, উদাস, সতী ও দাসু আমার সঙ্গে থাক। বাকী তোমরা সকলে সোজা চলে যাও।" অন্যান্য সকলের মনটা খুবই খারাপ লাগিতে লাগিল। শোভা নাকি প্ল্যাটফর্মেই খুব কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। যাহা হউক মা নামিয়া গেলেন। কলিকাতা করে

গয়াতে মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন আসিবেন কিছুই বলিলেন না। বুনি ও অন্যান্য সকলেই চলিয়া আসিল।

মা কখন কলিকাতা আসিবেন সকলেরই এই এক জিজ্ঞাসা। সব শুনিয়া আমার মনে মা'র জন্য একটা উদ্বিগ্নভাব জাগিয়া রহিল। মা কোথায় গেলেন, কি হইল, মা'র কোনও অসুবিধা হয় কি না কে জানে। যদিও জানি মা'র ইচ্ছাতে কিছুই আটকায় না! একবার মনে হইল বুনি হয়ত মা'র গতিবিধি সম্বন্ধে কিছুটা জানে। কিন্তু মা খুব সম্ভবতঃ তাহাকে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন তাই সে আর কিছুই বলিল না।

একটু পরে পটলের ভাই নেড়ু আসিল। তাহার নিকট হইতে সংবাদ পাইলাম যে গতকাল সে পটলের নিকট হইতে তার পাইয়াছে যে মা হয়ত দমদম যাইতে পারেন। এই সংবাদ পাইয়াই মোটরে করিয়া কয়েকজন দমদমে আপতাপ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে চলিয়া যায়, কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিল যে মিত্র মহাশয়ের বাসায় মা'র সম্বন্ধে কেহই কিছু জানে না। তাহারা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে।

তবু সকলেরই মনে হইতেছে মা বোধহয় আজই আসিয়া পৌঁছিবেন। আজই বোধন। বিনয়বাবু নাকি মাকে বোধনের দিন তাহার বাড়ীতে পদার্পণ করিতে প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

প্রায় বিকাল হইয়া আসিল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে, হঠাৎ সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'মা এসেছেন, মা এসেছেন'। দেখি সত্যই মা taxi করিয়া আসিয়াছেন। মা সোজা আসিয়া আমার ঘরেই বসিলেন।

তখন মা ও নারায়ণ স্বামিজীর নিকট হইতে এই ২ দিনের বিস্তারিত ঘটনা শুনিলাম। মা গয়াতে গাড়ী হইতে নামিলে শ্রীমান তিনু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে তাহার quarter এ লইয়া যায়। যে taxi করিয়া মা station হইতে গিয়াছিলেন, মা সেই গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করিলেন। একটু পরে মা নারায়ণ স্বামিজী-কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় বেড়াইতে যাওয়া যায়?" নারায়ণ স্বামিজী বলিলেন,—"বুদ্ধগয়া।" সেই taxi করিয়াই তখন সকলে বুদ্ধগয়া রওয়ানা হইল। সেখানে পৌঁছিয়া সকলে মা'র সঙ্গে মন্দির দর্শন করিতেছে এমন সময় এক অতি সুন্দর গন্ধে সমস্ত স্থানটী ভরিয়া যায়। নারায়ণ স্বামিজী বলেন, 'বেশ সুন্দর গন্ধ। শেফালি ফুলের গন্ধ।' মা বলেন,—"কেবল শেফালী ফুলের না, কয়েকটী গন্ধ একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনই যেন"। সকলে চাহিয়া দেখিল যে আশেপাশে কোথাও কোনও প্রকারের ফুলের গাছ নাই। তবে এ গন্ধ আসে কোথা হইতে। নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সকলে মা'র দিকেই তাকাইল। মা একটু পরে বলিলেন,—"গন্ধরূপে আজ বুদ্ধদেব তাঁহার উপস্থিতি তোমাদের জানিয়ে দিলেন"। আবার বলিলেন,—"গন্ধটা যেন এই শরীরটার ভিতর হইতেই উপচিয়া উঠিতেছে"। এই বলিতে বলিতে মা মোটরে আসিয়া বসিলেন। আশ্চর্য তখন মোটরেও সকলে সেই একই গন্ধ পাইতে লাগিল।

বুদ্ধগয়ায় গন্ধরূপে বুদ্ধদেবের উপস্থিতি—একটি বিচিত্র ঘটনা

সেখান হইতে মা'র গাড়ী বিষ্ণুপাদের দিকে রওয়ানা হয়। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। নারায়ণ স্বামিজী প্রভৃতি সকলেই আশঙ্কা করিতে-ছিলেন যে মন্দিরের দ্বার হয়ত বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য, গাড়ী নিকটে পৌঁছিতেই মন্দির হইতে কীর্ত্তনের আওয়াজ পাওয়া গেল। তখন সকলে বুঝিল যে মন্দিরের দ্বার খোলাই আছে। মা নিজে যখন আসিয়াছেন তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইবে এ আশঙ্কা মনে না আসাই উচিৎ ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মের শৃঙ্গার হইতেছিল। পাদপদ্মখানি শ্বেত চন্দন দিয়া লিপ্ত করা হইয়াছে। তাহার উপরে কুম্‌কুম জাতীয় কোনও রং দিয়া অংকিত হইয়াছে শঙ্খ, চক্র, ধ্বজা, অংকুশ ইত্যাদি। পাদ-পদ্মের গহ্বরটি তুলসী পত্র দিয়া ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। উহার উপর শ্বেত মালা দিয়া পাদপদ্মের চারিধার সজ্জিত করা। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলে সেই অতি সুন্দর শৃঙ্গার দেখিতে লাগিলেন।

একটু পরে মাকে লইয়া সকলে বাহিরে আসিয়া মন্দির দেখিতেছেন, এমন সময়ে মন্দিরের একজন পাণ্ডা আসিয়া মাকেই বলিলেন যে সোনার শেষ নাগের শৃঙ্গার হইবে। পুনরায় সকলে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন বিষ্ণু পাদপদ্মকে ঘেরিয়া একটি বহু ফণাযুক্ত সোনার শেষ নাগ রাখা হইয়াছে। কিছু পরে আরতি হইয়া মন্দির বন্ধ হইয়া গেল। মা'র অসীম কৃপায় সকলে সেই অপূর্ব সুন্দর শৃঙ্গার দর্শন করিল। কিছুক্ষণ আগে কিংবা পরে আসিলেও উহা দর্শন হইত না। মা যেন ঠিক সময় মতই সকলকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন।

গয়া Railway quarters-এ পৌঁছিতে পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি ১৷৷০টা বাজিয়া গেল। মা রাত্রিটা বাহিরেই শুইলেন। সম্মুখে নারায়ণ স্বামী, উদাস ও দাসু শুইল। সতী গিয়া ঘরের মধ্যে শুইল। পরদিন সকাল ৭৷৷০টায় মা'র কলিকাতা রওয়ানা হইবার কথা হইল।

যথাসময়ে মা শিয়ালদহ এক্‌স্‌প্রেসে কলিকাতার পথে রওয়ানা হন। কিন্তু এ বিষয়ে কলিকাতায় কাহাকেও কিছু জানান হয় নাই। সুতরাং প্রায় সন্ধ্যার সময় মা যখন শিয়ালদহ আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন মাকে আনিবার জন্য কেহ-ই সেখানে ছিল না, আর মা যে হাওড়ার বদলে শিয়ালদহ আসিয়া পৌঁছিবেন তাহা কেহ ধারণাও করিতে পারে নাই। মা হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিবেন এই আশায় গতকাল ২।১ জন বহুবার হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া নাকি ফিরিয়া আসিয়াছে। মা গয়ায় নামিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছেন এবং সেখান হইতে যে যে গাড়ীতে আসার সম্ভাবনা, সেই সমস্ত গাড়ীতেই প্রায় উহারা খোঁজ করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু মা যে এদিকে সকলকে একেবারে ফাঁকি দিয়া কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবেন তাহা কেহই অনুমানও করিতে পারে নাই।

মা যখন আসিয়া পৌঁছিলেন তখন প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি পড়িতেছিল।

অজ্ঞাতভাবে মায়ের কলিকাতা আগমন

ট্রাম বাস সব বন্ধ। তাই একটি taxi সংগ্রহ করিতেও অনেক দেরী হইয়া গেল। অনেক কষ্টে নারায়ণ স্বামিজী একখানা taxi আনিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোথায় যাওয়া হইবে। মা বলিলেন,—"দমদম চল।"

পটল ঠিকই সংবাদ দিয়াছিল যে মা হয়ত দমদম-ই যাইতে পারেন। কিন্তু পটলের ভাই প্রভৃতি সে সংবাদ পাইয়া দুপুরেও ঘুরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং মা'র আসার সংবাদ আর তাহারা পায় নাই।

শ্রীযুক্ত আপতাপ মিত্র মহাশয়ের বাড়ী শিয়ালদহ হইতে বহু দূরে—দমদম এয়ারোড্রোমের প্রায় নিকটে। মা যে আসিতেছেন সে সংবাদ তাঁহারাও জানিতেন না। সুতরাং মা যখন বাড়ীর দরজায় গিয়া সন্ধ্যার পরে পৌঁছিলেন, তখন বাসাতে কেহই ছিল না। অনেক ডাকাডাকির পরে চাকর আসিয়া gate খুলিয়া দিল। মা'র জন্য আপতাপ দাদা একটি ক্ষুদ্র দোতালা বাড়ী তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন। মা ইতিপূর্বেও ঐ বাড়ীতে গিয়া কয়েকবার থাকিয়া আসিয়াছেন। চাকরেরা সংবাদ দিল যে আপতাপ দাদা ৺পূজা উপলক্ষে সস্ত্রীক দেশের বাড়ীতে গিয়াছেন। তাঁহার কন্যা ও জামাতা অবশ্য ঐখানেই আছেন। কিন্তু সেই সময়ে তাহারাও কলিকাতা গিয়াছিল। কখন ফিরিবে ঠিক নাই। মা'র ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীর চাবিও তাদের কাছেই।

মা'র খেয়াল। বাড়ী বন্ধ তবুও মা ঐখানেই এক গাছতলায় বসিয়া রহিলেন। নারায়ণ স্বামিজী অনেক খোঁজ করিয়া চাকরদের নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে একটি তেলের বাতি লইয়া আসিলেন। চতুর্দ্দিকে গাছপালা—অন্ধকার—সাপেরও ভয় আছে। কিন্তু সঙ্গে মা আছেন, তাই ঐ অবস্থাতেও সকলের কত আনন্দ। তাঁহারা স্থির করিলেন যে আপতাপ দাদার কন্যা-জামাতা যদি ঐ রাত্রিতে নাও ফেরেন, তাহা হইলেও মাকে লইয়া সকলে গাছ তলাতেই রাত্রিবাস করিবে।

মা এদিক ওদিক ঘুরিতে লাগিলেন। দাসুকে নিকটস্থ বাজারে পাঠাইয়া সুজি, চিনি ও আলু আনান হইল। কিন্তু দুধ পাওয়া গেল না। ওদিকে কলের জলও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দুধও নাই, জলও নাই, কি ভাবে কি রান্না হইবে, ভাবিয়া উদাস বড়ই বিপন্ন বোধ করিল। তখন নারায়ণ স্বামিজীর প্রস্তাব অনুসারে পুনরায় দাসুকে বাজারে পাঠাইয়া, ডাব আনাইয়া সেই জল দিয়া হালুয়ার ব্যবস্থা করা হইল।

এইভাবে যখন ব্যবস্থা হইতেছে, তখন আপতাপ দাদার জামাতা ও কন্যা আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহারা ত ব্যাপার দেখিয়া একেবারে হতভম্ব। বিশেষ লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়া, তাড়াতাড়ি মা'র বাড়ীর চাবি আনাইয়া মাকে ঘরে লইয়া গেলেন। এই ব্যাপারে তাহারা পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। মা হাসিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, —"আপতাপ বাবাকে বলা হয়েছিল যে একবার কাহাকেও খবর না দিয়া বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়া যাইবে। আজ তাহাই হইল। এ এক বেশ আনন্দ!" এতক্ষণে মা'র এই আনন্দভাব দেখিয়া তাহাদের দুঃখ দূর হইল। তাহারা প্রসন্ন হইল। মা'র সবই ত বিচিত্র। মা নিজে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উহাদের দুঃখ ঘুচাইয়া দিলেন। নহিলে মা'র কাছে ত সবই এক—গাছতলায় বাস আর রাজপ্রাসাদে বাস। মা'র উভয়তেই সমান আনন্দ—সমান ভাব। কষ্টের কোন প্রশ্নই নাই।

উদাস হালুয়া ও আলুভাজা তৈয়ার করিয়া মাকে একটু খাওয়াইয়া দিল। সকলেই উহা হইতে কিছু কিছু প্রসাদ পাইল। পরে কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল মা সকালে কলিকাতা যাইবেন কিন্তু কোথায়, তাহা কাহাকেও জানান হইল না। মা শুধু বলিলেন,—"দেখা যাক কি হয়।"

আজ সকালে রওয়ানা হইবার সময় কথা উঠিল কোথায় যাওয়া হইবে। নারায়ণ স্বামিজী বলিলেন যে তাহার পূর্বাশ্রমের ভাইয়ের বাসা আছে। এবং সেখানে এমন একখানা ঘরও আছে যেখানে কোন গৃহীব্যক্তি রাত্রি বাস করে নাই। এই প্রস্তাবে মা রাজী হইলেন। আপতাপ দাদার জামাতা তাহার গাড়ীতেই মাকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিলেন। কী আশ্চর্য! মা কলিকাতাতেই, অথচ সেখানকার অগণিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজনও তাহা জানে না। কোন প্রসঙ্গে একবার ভক্তেরা অনেকেই বলিয়াছিলেন যে কলিকাতা সহরের মধ্যে মা'র অজ্ঞাত হইয়া থাকা খুবই কঠিন—এক প্রকার অসম্ভবই। কেহ না কেহ খবর পাইয়াই যাইবে। কিন্তু মা'র খেয়াল হইলে যে কিছুই অসম্ভব নয় ইহা তাহারই কি একটি দৃষ্টান্ত নহে!

মা যখন নারায়ণ স্বামিজীর পূর্বাশ্রমের ভাইয়ের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন, নারায়ণ স্বামিজী ছুটিয়া গিয়া সংবাদ দিলেন। সংবাদ পাইয়া আনন্দে অধীর হইয়া তাহারা যে কী করিবে যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ছুটাছুটি করিয়া শঙ্খ আনিয়া মাকে আদর করিয়া বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল। আজ মহালয়ার দিন। মা আপন খেয়ালে, বিনা নিমন্ত্রণে তাহাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন এই আনন্দেই সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িল। সেই পরিস্থিতি যে কিরূপ, তাহা আমিও যেন মানস চক্ষে বেশ দেখিতে পাইলাম।

যাহা হউক, মাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়া একটি খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া বসাইলেন। যে ঘরখানির কথা নারায়ণ স্বামিজী বলিয়াছিলেন, সেটি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করিয়া, চৌকি পাতিয়া, মায়ের বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল। মা একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিমধ্যে উদাস রান্না শেষ করিয়া মা'র ভোগের আয়োজন করিয়া ফেলিল। ভোগের পরে একটু বিশ্রাম করিয়া প্রায় বেলা ৩৷৷০টায় মা সকলকে নিয়া আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমরা উপস্থিত সকলে ত মা'র এই বিচিত্র লীলা কাহিনী শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য হইয়া গেলাম।

মা একটু সময় আমাদের নিকট বসিয়াই নারায়ণ স্বামিজীকে বলিলেন—"চল নারায়ণ, বিনয় বাবার ওখান থেকে ঘুরে আসি। বাবা যদি রাজী হয় তবে কাল এখানে থাকিয়া পরশু সকালে ওখানে যাওয়া যাইতে পারে।"

আজ মহালয়া। বিনয়বাবু পূর্ব হইতেই বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়া রাখিয়াছেন যাহাতে আজই মা তাঁহার বাসায় পদার্পণ করেন। রাহুলের স্ত্রী বেবী তাহাদের গাড়ীতে মাকে লইয়া গেল। সঙ্গে গেলেন নারায়ণ স্বামিজী, পান্নু, বুনি ও উদাস। মা কলিকাতায় আসিলে সাধারণতঃ রাহুল (শ্রীরাহুল চট্টোপাধ্যায়—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাগিনেয়) ও বেবীই তাহাদের গাড়ীতেই মাকে এদিক ওদিক লইয়া যান, আসেন। কলিকাতায় অগণিত ভক্ত। মা কলিকাতায় গেলে সকল ভক্তদের মধ্যেই একটা প্রতিদ্বন্দিতার ভাব যেন জাগিয়া ওঠে, কাহার গাড়ীতে মা কৃপা করিয়া বসিবেন। কাহার গাড়ী মা'র সেবায় কতটুকু লাগিতে পারে। এমন কি পথ চলিবার সময়ও কার গাড়ী ঠিক মা'র গাড়ীর পিছনে পিছনে যাইবে, ইহা লইয়াও রাজপথে রীতিমত প্রতিযোগিতা সুরু হইয়া যায়। ইহা লইয়া মা'র গাড়ীর পেছনে হয়ত ১৫।২০ খানা গাড়ী ছুটিতেছে—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। বাংলার বহিরাগত ভক্তবৃন্দেরা ইহাতে কতই না আশ্চর্য ভাব প্রকাশ করেন, কারণ মায়ের জন্য এইরূপ আকর্ষণ সচরাচর অন্যান্য প্রদেশে দেখা যায় না।

যা হউক, মা'র গাড়ী বিনয়বাবুর বাসার সম্মুখে পৌঁছিলে, সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দে মাতিয়া উঠিল। দুর্গা প্রতিমার পাশেই একখানি চৌকীর উপর সুন্দর আসনে মাকে বসাইয়া মার আরতি করা হইল। তারপর মাকে বাড়ীর ছাতে নিয়া যাওয়া হয়। সেইখানেই ভাগবৎ সপ্তাহের ব্যবস্থা হইতেছে। আগামী পরশু সকাল হইতে পারায়ণ সুরু হইবে। পাঠের সমস্ত ব্যবস্থা মা খুঁটিনাটি করিয়া বুঝাইয়া দিলেন।

বাংলাদেশে এইরূপ ভাগবৎ সপ্তাহ পারায়ণের ব্যবস্থা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ইতিপূর্বে কলিকাতাতেই মা'র নির্দ্দেশে ২ বার শ্রীমদ্ভাগবৎ সপ্তাহের আয়োজন হইয়াছিল। ঠিক ঠিক বিধিমত সপ্তাহের এই রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল।

মা সন্ধ্যার একটু পরেই বিনয়বাবুর বাড়ী হইতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলাম মা কাল বৈকালেই বিনয়বাবুর বাড়ীতে চলিয়া যাইবেন এবং দশমী পর্যন্ত সেখানেই থাকিবার কথা হইয়াছে। পূর্বে কথা হইয়াছিল যে আমি আশ্রমেই থাকিব, অসুস্থ শরীর লইয়া আর পূজা বাড়ীতে যাইব না। কিন্তু বুনি গতকাল বিনয়দাদার বাড়ীতে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছে যে আমারও সেখানে থাকার বন্দোবস্ত সম্ভবপর। সুতরাং মা আমাকেও ঐ বাড়ীতে থাকার অনুমতি দিলেন। এই ব্যবস্থায় আমাদের সকলেরই খুব সুবিধা ও আনন্দ হইল।

৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৬।

মা কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এই কথা লোকমুখে বিদ্যুতের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কাল সন্ধ্যার পর হইতেই আশ্রমে আর লোক ধরে না। কলিকাতায় সকলে যে মা'র আগমন সংবাদ কিরূপে এত শীঘ্র পাইতে পারে, সে কথা ভাবিয়া আমরা অনেক সময়েই অবাক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া ভাবি। সকাল হইতেই এত ভীড় হইয়াছে যে উপর হইতে নিচে যাওয়া-আসার পথও নাই। নিচের ঐ বিশাল হল ঘরে ত একেবারে লোক ঠাসাঠাসি অবস্থা। মা আজই চলিয়া যাইবেন, তাই কেহই আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চায় না। দুপুরের পরে ভীড় এত অস্বাভাবিক রূপ বাড়িয়া উঠিল যে, আমার ঘরেও দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। মা তাঁহার ঐ ছোট্ট ঘরটীতে আর কতক্ষণ বসিয়া থাকেন! তিনটার পরেই মা আমার ঘরে আসিয়া একটু বসিয়াই হঠাৎ বলিলেন —"আমি আসি দিদি। তুমি মেয়েদের নিয়ে পরে আসিও।" মা হয়ত আরও কিছুক্ষণ বসিয়া বিকালের দিকে বিনয় দাদার বাড়ীতে যাইতেন। কিন্তু এইরূপ অস্বাভাবিক ভীড়ের মধ্যে মাকে একটু স্থির মত বসাইবার ব্যবস্থাও করা অসম্ভব হইল। মা তাই একটু তাড়াতাড়িই বাহির হইয়া পড়িলেন। মা শেষ পর্যন্ত থাকিলে ভীড় আরও বাড়িয়াই যাইত এবং আমাদের মালপত্র সব পাঠান এবং যাওয়া বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িত। বেবী গাড়ি নিয়া দরজায় প্রস্তুতই ছিল। মা রওয়ানা হইয়া গেলেন। পানু ও পরমানন্দ স্বামিজী থাকিয়া গেল আমাদের সকলকে মালপত্রসহ লইয়া যাওয়ার জন্য।

পরমনান্দ স্বামিজী বৃন্দাবনে ভাগবৎ ভবনের কাজ সারিয়া আজই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আমরা আসিয়া বিনয়দাদার বাড়ীতে পৌঁছিলাম। আমাদের সকলকে একত্র পাইয়া বিনয়দাদার কতই না আনন্দ। তিনি বারবারই বলিতেছেন,—"স্বামিজী ও দিদি আসিয়া গিয়াছেন, আর আমার ভাবনা নাই, এবার আমি নিশ্চিন্ত।

বিনয়দাদার বাড়ীতে মা

সত্যই তিনি খুবই চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একেত বাড়ীতে পূজা তাহার উপর আবার একত্রে একটার ব্যবস্থা চালাইতেই লোকে মাথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

ভাগবৎ সপ্তাহ এবং পারণা।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক রাখিতে পারে না—আর এখানে এক সঙ্গে তাঁহার বাসায় তিনটী উৎসব। এখন তিনি একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াই বলিতেছেন,—"এখন আমি নিশ্চিন্ত। মা-ই সব চালাইয়া নিবেন। আমি আর কে? মা যা আদেশ করিবেন, তাই করিব।"

আশ্রমের ব্রহ্মচারী কান্তি ভাই, বিভু ও হীরু প্রভৃতিকে সকালেই এখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা আসিয়া ভাগবতের মণ্ডপ, ব্যাস আসন, মা'র আসন প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছে। আশ্রমে ভাগবৎ সপ্তাহ ত প্রায়ই হয় কাজেই এ বিষয়ে উহারা অভিজ্ঞ। করিয়াছে ঠিকই, তবুও কেন জানি মা স্বয়ং দেখাইয়া না দিলে উহা যেন সর্বদা সুন্দর হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মূল পাঠক হইবে ব্রহ্মচারী কান্তিভাই। স্থানীয় একজন অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিকালে মূল পাঠের বাংলায় ব্যাখ্যা করিবেন। শ্রোতা হইবে বিনয়দাদার ছোট ভাই অনিল আর ধারক হইবে ব্রহ্মচারী কমলাকান্ত। মহানন্দ ব্রহ্মচারী ও মামু জাপক হইবে। পরমানন্দ স্বামিজী যথারীতি সকলের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

৫ই অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ প্রাতঃকাল হইতে ভাগবতের মাহাত্ম্য পাঠ আরম্ভ হইল।

বিনয়দাদার বাড়ীতে ভাগবৎ সপ্তাহ

বিকালে সাড়ে চারিটার সময় অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উহার ব্যাখ্যা করিলেন। আগামী কাল সকাল ৭টা হইতেই মূল পাঠ আরম্ভ করিবার কথা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই অক্টোবর ১৯৫৬।

সপ্তাহ বেশ ভাল মতই চলিতেছে। অষ্টমীর দিন পাঠ সমাপ্ত হইবার কথা। সকালে মূল পাঠ আরম্ভ হইবার সময় মা গিয়া অল্পক্ষণের জন্য বসেন। মা'র দর্শনের জন্য এবং কেহ কেহ একটু কথা বলিবার জন্য সর্বদাই মা'র দরজার সম্মুখে ভয়ানক ভীড় লাগিয়া আছে। ফাঁকে ফাঁকে তাহাদিগকে এক এক করিয়া সুযোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে। যখন ঘরের মধ্যে ও বাহিরে ভক্তের ভীড় অত্যধিক হইয়া যায়, তখন মা গিয়া উপরের ছাতে বসেন। সেখানে এক সঙ্গে বহু লোকের দর্শনের সুযোগ হয়। বিকালে ভাগবৎ ব্যাখ্যার সময় এবং সন্ধ্যার পরেও মা নিয়মিত ভাবে উপরে গিয়া বসেন। মৌন সমাপ্ত হইলে ৯॥ টা কিংবা ১০টা পর্যন্ত মা নানারূপ প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলকে আনন্দ দেন। সকলে মা'র শ্রীমুখের কথা শুনিবার জন্যই উদ্‌গ্রীব। অধ্যাপক শ্রীনলিনী ব্রহ্ম মহাশয় প্রত্যহই নানা প্রকার শাস্ত্রীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মা-ও তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভাষায় সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

শারদীয়া পূজা সুরু হইলে পূজার মূল তিনদিন বিনয়দাদার বাড়ীতেই মা'র ভোগ হইবে এই প্রার্থনা বিনয়দা পূর্ব হইতেই করিয়া রাখিয়াছেন। সহরের অন্যান্য ভক্তেরাও এক এক দিন করিয়া মা'র ভোগ তাহাদের বাড়ীতে দিবার জন্য খুব আকুতি মিনতি করিতেছে। মা-ও ঘুরিয়া ফিরিয়া সকলের বাসনাই পূর্ণ করিতেছেন। ভোগের ব্যবস্থা ছাড়াও অসংখ ভক্ত মাকে তাহাদের বাড়ীতে একবার লইয়া যাইবার জন্য কত আকুল ভাবে প্রার্থনা জানাইতেছে। মা ত কাহারও বাড়ীর ভিতরে যান না—দরজায় গিয়া ৫।৭ মিনিট হয়ত দাঁড়ান, তাহাতেই যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহারা নিজেদের ধন্য মনে করেন। এই ভাবেই চলিতেছে, বিশ্রামের সময় মা'র একেবারেই নাই।

সোলনের রাজাসাহেব দুর্গা সিংজী আজ সকালে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি প্রায় প্রতিবৎসরই পূজায় মা'র নিকটে আসেন।

বিনয়দাদার বাড়ীতে স্থানের প্রাচুর্য নাই। তাহাদের পরিবারের লোকজনও প্রায় ৪০।৫০ জন। এদিকে সোলন রাজাও (যোগী ভাই) মা'র নিকটে থাকাই পছন্দ করেন। নিজের সুবিধা, অসুবিধার দিকে কোন লক্ষ্যই তাঁহার নাই। তথাপি বিনয়দাদার বাড়ীতে তাঁহার জন্য কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হইল না। বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ-ও (ভাইয়া) সপ্তমীর দিন আসিবেন। তিনিও যে ভাবেই হউক মা'র নিকটে থাকিতে চাহিবেন। এই সব নানা দিক বিবেচনা করিয়া শেষ পর্যন্ত যোগী ভাইএর থাকিবার ব্যবস্থা স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত ভূপেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাসাতেই হইল। তাঁহার যাওয়া আসার জন্য তাঁহার নিকট একখানি মোটর রাখিয়া দেওয়া হইল।

৯ই অক্টোবর ১৯৫৬।

কলিকাতার বিভিন্ন ভক্তগৃহে মা

আজ সকালে পাঠের নিকটে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়াই মা বাহির হইয়া গেলেন। প্রথমে শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ ঝাঝারিয়ার বাড়ীতে গেলেন। এই বাড়ীতে মা পূর্বেও ২।৩ বার আসিয়াছিলেন। শ্রীহরিবাবাজীও একবার ভক্তবৃন্দ সহিত এখানে ছিলেন। হরিকৃষ্ণের পিতা রামধন দাস মা'র পরম ভক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বৃন্দাবনবাসী।

CC0. Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঝাঝারিয়ার বিশাল প্রাসাদোপম বাড়ীর মধ্যের বাগানে মা'র বসিবার স্থান করিয়া দেওয়া হইল। বহু মূল্যবান মখমলের গালিচা পাতিয়া দেওয়া হইল। মা সেখানে একটু সময় বসিলেন। বাড়ীর মেয়েরা আসিয়া মা'র আরতি করিলেন এবং ফল-মিষ্টি ভোগ দিলেন।

সেখান হইতে উঠিয়া মা গেলেন খড়দহে শ্রীযুক্তা সখিসোনা দিদির ঠাকুর বাড়ীতে। ঠাকুর বাড়ীতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ও নিতাই গৌরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। সেখানে শঙ্খধ্বনি করিয়া মাকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানে আরতি ও ভোগের ব্যবস্থা হয়। মণিসোনা-দিদি মা'র উপস্থিত ভক্তদের জন্যও প্রচুর প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। তাহাদিগকে ৩।৪ খানা গাড়ী করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যবস্থাও করিয়া দেন। তাঁহার আয়োজন ও ব্যবহার সত্যই প্রশংসার্হ।

খড়দহ হইতে মাকে শ্যামনগরে বিনয়দাদার গুরুপুত্রের বাসায় লইয়া যাওয়া হয়। গরীব ব্রাহ্মণ গত বৎসর স্বপ্নে মা'র নির্দ্দেশ পাইয়াই ৺দুর্গাপূজার ব্যবস্থা করেন। মা পূজার মধ্যেই গতবারও একদিন সেখানে গিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। ছোট একখানা মাটীর ঘরেই দেবীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহার সহিত মা'র পূর্ব্বের কোন সেরূপ পরিচয়ও ছিল না। কিন্তু আকস্মিক ভাবে মা'র দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি বেশ ভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত সাধ্যানুসার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মা কোথায় কাহাকে কিভাবে কখন কৃপা করেন কে বলিবে!

এ বৎসর মা গিয়া দেখিলেন সেই স্থানে সুন্দর একখানা পাকা ভিত্তির উপর টিনের আচ্ছাদন দেওয়া চণ্ডীমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সঙ্গে ভোগ পাকের জন্য-ও একটি ছোট পৃথক ঘর করা হইয়াছে। শোনা গেল গত বৎসরের এই সব ঘটনার পরে বিনয়দাদার কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বেচ্ছা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবৃত্ত হইয়া ঐসব নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। মাতৃ-কৃপায় সমস্ত ব্যবস্থা এইভাবেই হইয়া যায়।

ইতিপূর্বেই লেখা হইয়াছে যে মা অবনী দাদাকে দিয়া পূজা বাবদ এইখানে ৪০০৲ টাকা দেওয়াইয়াছিলেন। আজ অনিলের স্ত্রী সতী মাকে ১০০৲ টাকা প্রণামী দিলে মা তৎক্ষণাৎ তাহা বিনয়দাদার গুরু-পুত্রকেই দিয়া দিতে বলিলেন। এইরূপে এই বৎসর পূজা বাবদ তাঁহাকে মোট ৫০০৲ টাকা দেওয়া হইল। এই টাকা হইতে মা তাঁহাকে ১০০৲ টাকা আগামী বৎসর প্রতিমার খরচ বাবদ জমা রাখিয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার উপর মা'র যে কী অসীম কৃপা তাহা ভাবিলেও অবাক হইতে হয়।

আজ মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় বিনয়দাদার গুরুপুত্র পথের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাকে আবাহন করিয়া লইয়া গিয়া দেবী প্রতিমার পার্শ্বেই আসন দিয়া বসান হয়। পরে মা'র ও দেবীর আরতি সমাপ্ত করিয়া মা'র কিঞ্চিৎ ভোগের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

শুনিলাম ঐখানে দেবী প্রতিমার একটু বিশেষত্ব আছে। এক হাতে বর, এক হাতে অভয়, আর একটি হাতে শূল। কিন্তু বাকী ৭টি হাত যেন পিছনে লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। এইরূপ প্রতিমা অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। মা দেখিলেন একখানা আসন ২ ভাঁজ করিয়া রাখা আছে, আর সেই আসন খানার ভাঁজের ভিতর একটি দর্পণ রাখা আছে। বিনয়দাদার গুরুপুত্রের স্ত্রী যেন ওই আসন খানির উপর চাপ দিয়া বসিয়াছিলেন। মা তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"দর্পণ খানা ঐভাবে ঐখানে পড়িয়া আছে কেন?" উপস্থিত অনেকেই বলিল—'দর্পণ কোথায় মা'? এখানে ত দর্পণে পূজা বা মহাস্নান হয় না মা'। মা কিন্তু [illegible] অংশটুকু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Charitable Society Collection. eGangotri

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছিলেন। যে আয়নার উপর মহাস্নান করান হয় সেইখানা তখন আনিয়া মাকে দেখান হইল। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে মা দর্পণ দেখিয়াছিলেন, তাই এখানে ফিরিয়া আসিয়াই মা'র নির্দ্দেশে একখানি দর্পণ তাহাদের ওখানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সেখানে হইতে চলিয়া আসিবার সময় মা প্রতিটি মূর্ত্তির সমস্ত শরীরে নিজের হাত বুলাইয়া দিলেন। মা'র হাত দিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে বাতাসাও লুট দেওয়া হইল।

শ্যামনগর হইতে ফিরিবার পথে মা খড়দহ হইয়া আসিলেন। কাশী আশ্রমে যজ্ঞভূষণ মৌলিক মহাশয় থাকেন। তাঁহার ভাই পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া খড়দহে বসবাস করিতেছেন। পৈত্রিক নারায়ণ শিলার জন্য একখানি ছোট মন্দিরও নির্মাণ করিয়াছেন। ঐখানে এবার তাঁহারা মিলিয়া শারদীয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যজ্ঞভূষণ দাদাও মা'র চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন যাহাতে মা সময় করিয়া ঐখানে পদার্পণ করেন। মা'কে পাইয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ঐ স্থানের বহু স্ত্রী পুরুষ মা'র দর্শন করিয়া ধন্য হইল।

আজ মা'র ভোগের ব্যবস্থা আশ্রমে হইয়াছিল। মা'র দর্শনের প্রতীক্ষায় সেখানে প্রাতঃকাল হইতেই বহু ভক্ত বসিয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহারাজাও কন্যা-জামাতা সহ সেখানে গিয়া মা'র চরণ দর্শন করেন। মা'র আশ্রমে পৌঁছিতে পৌঁছিতে একটু দেরীই হইয়া গেল। অল্প জায়গা—প্রচণ্ড ভিড়। মা'কে নিচতলা হইতে বহু কষ্টে উপরে লইয়া যাওয়া হইল। দোতালার হল ঘরে মা'র ভোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী এবং অপর ২।৪ জনও মা'র সঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাইবার সুযোগ পাইলেন। ভোগ হইবার পরেই মা আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পথে অবনীদাদার বাসা ঘুরিয়া এণ্টালী ফিরিয়া আসিলেন। বিকাল

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৪টা হইতে ভাগবৎ ব্যাখ্যা সুরু হইবে। মা একেবারে ঠিক সময় মতই আসিয়া পৌঁছিলেন। সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে মা'র কোনও কাজে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি থাকে না। সময়ানুবর্ত্তিতার উপর মা সর্বদাই বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। নিজেও প্রতিটি কর্মের দ্বারা সকলকেই এই শিক্ষা দেন।

আজ দেবীর বোধন। মাকে বোধনের সময় প্রতিমার পাশে বসাইয়া যথাবিধি পূজা করিয়া বিল্বমূলে দেবীর বোধন হইল। বোধনের সমস্ত কাজ না হওয়া পর্যন্ত মা সেইখানেই বসিয়া রহিলেন।

১০ই অক্টোবর ১৯৫৬।

আজও সকালে ভাগবৎ পাঠের ওখানে কিছু সময় বসিয়া ৯টায় মোটরে বাহির হইয়া গেলেন। প্রত্যহই মা'র সঙ্গে অন্য ২।৩ খানা গাড়ীতে ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও কেহ কেহ যাইবার সুযোগ পায়। মা'র গাড়ীতেও বসিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মা'র চরণের পার্শ্বেও যদি কোনও ভাবে একটু স্থান জুটিয়া যায় তবেই যেন ধন্য হইয়া যায়। ভক্তদের আকাঙ্খা পূর্ণ করিতে অনেক সময়ই মা'র বসিবার জায়গাটুকুও প্রায় থাকে না।

বিনয়দাদার বাসা হইতে বাহির হইয়া মা প্রথমেই নির্মল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাসা বালীগঞ্জে আসেন। গত বৎসর পূজার সময় মা'র থাকিবার ব্যবস্থা এই বাড়ীতেই হইয়াছিল। নির্মলদাদার বাসার উপরের ঘরখানি সর্বদাই মা'র জন্য রাখা থাকে। অবশ্য কখন-ও কখনো তাঁহার গুরুদেব শ্রীমদানন্দ ব্রহ্মচারিজী মহারাজও এখানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Charitabali Collection. Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়া থাকেন। নির্মলদাদা, তাহার স্ত্রী হাসি, পুত্র-কন্যা সকলেরই স্বভাব খুব ভাল। সেখানে কিছুক্ষণ বসিয়া মা লেক রোডে আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় আসেন। আশু আমার পিসিমার পুত্র। আশুর বৃদ্ধা মাকে উপর হইতে আনিয়া মা'র দর্শন করান হইল। সেখানে আরতিও হইল। পরে মা গিয়া গাড়ীতে বসিলেন।

এবার মা গেলেন ভবানীপুরে ডাঃ সুধীন মজুমদারের বাসায়। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী মা'র একবার পদধূলির জন্য বিশেষ করিয়া প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। মা আসিবেন এই উপলক্ষ্যে তাঁহার বাসায় কীর্ত্তনের আয়োজনও করা হইয়াছিল। মা গিয়া পৌঁছিতেই সুধীনের স্ত্রী সরস্বতী, মাকে মালা চন্দন, বস্ত্রাদি দিয়া পূজা করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। মা-ও সঙ্গে সঙ্গে নাম আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন চলিল, মা-ও একেবারে যেন বিভোর হইয়া গাহিতেছিলেন, সকলেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। প্রায় ঘণ্টা খানেক সেখানে থাকিয়া মা এইবার ব্যারাকপুর অভিমুখে চলিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয় সপরিবারে বর্ত্তমানে কাশী আশ্রমের নিকটেই বাস করিতেছেন। তাঁহারই জামাতা শ্রীরাখাল চন্দ্র বিশ্বাস ব্যারাকপুরে নূতন বাড়ী করিয়াছে। এবার সেখানে শারদীয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া মাকে একবার যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। রাখাল ভারত সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মচারী।

সেখান হইতে মা কনকদাদার বাড়ীতে (লেকের নিকটে) গেলেন। আজ মহাষষ্ঠী। কনকদাদার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার বাসাতেই মা'র ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কনকদাদার বৃদ্ধা মাতা খুবই নিয়ম নিষ্ঠার সহিত থাকেন। তাই তিনিই মা'র ভোগ পাকের সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কত

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধার সহিত মা'র জন্য নানা প্রকার রান্না করিয়াছেন। মা'র সহিত উপস্থিত সকলেই বিশেষ পরিতোষ সহকারে প্রসাদ পাইলেন। সেই সঙ্গে কনকদাদার বাসার সকলেও যেন সকলের সেবা করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইল। ভোগের পর মা একটু বিশ্রাম করিয়া বিনয়দাদার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

সন্ধ্যার পরে বিনয়দাদা আসিয়া মাকে পূজার স্থানে লইয়া গেলেন। মা'র সম্মুখে নানা প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দিয়া দেবীর আমন্ত্রণাবিধান হইল।

বিনয়দাদার ভাবটী খুবই সুন্দর। মা তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছেন অবধি তিনি দিনের বেলা কিছুই আহার করেন না। রাত্রিতেও সকল অতিথির ভোজন হইয়া গেলে তিনি মা'র প্রসাদ পান। মা তাঁহার বাড়ীতে কৃপা করিয়া আসিয়াছেন—এই আনন্দেই তিনি যেন অধীর হইয়া আছেন।

ভক্তদের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে। সর্বদাই বহু স্ত্রী পুরুষ মা'র দরজায় অপেক্ষা করিতে থাকে। সকলেরই আকুল আকাংখা, কিভাবে মা'র একটু দর্শন পাইবে—কিভাবে মা'র নিকট প্রাণের ২।১টি কথা বলা সম্ভব হইবে। ভোর হইতে না হইতেই ভক্তদের আগমন সুরু হইয়া যায়, আর রাত্রিতেও একটা দেড়টা পর্যন্ত এই আসা-যাওয়া চলিতে থাকে। জোর করিয়া মা'র দরজা বন্ধ না করিলে বিশ্রামের জন্য সামান্য একটু সময়ও মাকে দেওয়া সম্ভব হয় না। মা-ও কৃপা করিয়া নিজের শরীরের সুবিধা অসুবিধার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে থাকেন। ভক্তদের প্রাণের কথা, মনের কথা মা ছাড়া আর কে বুঝিবে?

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১১ই অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ সপ্তমী পূজা। তাড়াতাড়ি করিয়া গরদের ধুতি-চাদর পরিয়া মা গিয়া পূজাস্থানে বসিলেন। মা না গেলে পূজার কাজও আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইবে। মা মণ্ডপে উপস্থিত হইতেই দিব্যরূপে যেন চণ্ডীমণ্ডপ আলোকিত হইয়া উঠিল। উপস্থিত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সেই অল্প পরিসর স্থানের মধ্যেও ঠেলাঠেলি করিয়া দাঁড়াইয়া মাকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

বিনয়দাদার বাড়ীতে ৺শারদীয়া পূজা

বিনয়দাদা প্রথমে মায়ের পূজা করিয়া যথা নিয়মে দুর্গার মহাস্নান সমাপ্ত করিয়া সপ্তমী বিহিত পূজা আরম্ভ করিলেন। নব পত্রিকা প্রবেশ, মহাস্নান, মূল পূজা এবং ভোগ পর্যন্ত মা পূজা স্থানেই বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যাবেলাও দেবীর আরতির সময় মা অনেকক্ষণ গিয়া সেখানে দাঁড়াইলেন।

রাত্রিতে প্লেনে বম্বে হইতে শ্রী বি, কে, শাহ (ভাইয়া) আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার সহিত বম্বের একজন ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ভূতা আসিয়াছেন। পানু ভাইয়াকে আনিতে দমদম গিয়াছিল। ভাইয়া ও মিঃ ভূতার থাকিবার ব্যবস্থা এখানেই হইল। মা'র কাছে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে জানিয়া উভয়েই অত্যন্ত প্রসন্ন হইল।

১২ই এবং ১৩ই অক্টোবর ১৯৫৬।

মহাষ্টমীর দিন শ্রীমদ্ভাগবৎ সপ্তাহ শেষ হইল। পরদিন বিধিমত হোমাদি হইয়া পারায়ণ পূর্ণ করা হইল।

পূজার এই দুই দিনও মা প্রত্যহই সকালে এবং বিকালে বা সন্ধ্যায়

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার করিয়া মোটরে বাহির হইতেন। ভাইয়াও সেই সঙ্গে ঘুরিয়া খুব আনন্দ পাইয়াছেন। প্রত্যহই একবার করিয়া মা আশ্রমেও ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতার অনেক ভক্তই সেই সময়ে মা'র দর্শন লাভের সুযোগ পাইত।

পূজা আরম্ভ হইবার পূর্বে অনেকেই প্রস্তাব করিয়াছিল যে বিনয় দাদার বাড়ী একটু দূরে, তাহা ছাড়া স্থানাভাবও খুবই, তাই প্রত্যহ দক্ষিণ কলিকাতার কোথাও নির্দিষ্ট সময়ে কোথাও মা'র দর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে অনেকের পক্ষেই সুবিধা হইত। এইজন্য দক্ষিণ কলিকাতায় একটি স্কুলের হলও কয়েকদিনের জন্য ভাড়া নিবার কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা অসুবিধা বিবেচনায় সে প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই। আমরা কিন্তু জানিতাম যে নিকটেই হউক আর দূরেই হউক মা'র দর্শনের জন্য লোকের ভিড় সর্বত্রই অসম্ভব রকম হইবে। এবং হইয়াছিলও তাই।

পূজার এই তিনটি দিন সন্ধ্যার পরে ছাতের উপরে মা'র উপস্থিতিতে বিশেষভাবে কীর্ত্তন ও সৎসঙ্গের ব্যবস্থা হইয়াছে। অষ্টমীর দিন রাত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ইতিহাস অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় চণ্ডী তত্ত্ব সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি একজন বিশেষ ওজস্বী বক্তা ও পণ্ডিত ব্যক্তি। মহাভারতের উপর বক্তৃতা দিয়া তিনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার নাম শুনিলেই শত শত ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে আসিয়া উপস্থিত হন।

নবমী পূজার রাত্রেও তাঁহার কিছু বলিবার কথা ছিল। কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ তিনি আসিতে না পারায় রাঁচির অধ্যাপক বীরেশ্বর গাঙ্গুলী (নীলমণি) চণ্ডীতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন।

নবমীর দিন রাত্রে বিনয়দাদার পরিবারের নিয়ম অনুসারে প্রশস্তি বন্দনার রীতি আছে। পরিবারের সকলে একত্রে মিলিয়া দেবীর সম্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে লইয়া অনেকক্ষণ যাবৎ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিল। তাহাদের অনুরোধে বাহিরের অন্য কেহই সেই সময়ে সেখানে থাকিতে পারে নাই।

১৪ই অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ ৺ বিজয়া দশমী। সকালেই দেবীর দর্পণে বিসর্জ্জন ব্যবস্থা। মা যথাসময়ে পূজাস্থানে গেলে দশমীবিহিত পূজান্তে দেবীর ভোগ হইয়া দর্পণে নিরঞ্জন হইয়া গেল।

আজ শ্রীরাহুল চট্টোপাধ্যায় ও বেবী মা'র ভোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। একবার কথা হইয়াছিল আশ্রমেই ভোগ হইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিনয়দাদা ও পরিবারের অন্যদের আগ্রহে এখানেই আয়োজন করা হইল। স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে অনেকেই আজ এখানে প্রসাদ পাইলেন। বাড়ীতে অন্যত্র কোথাও এত লোকের খাইবার স্থান নাই বলিয়া ছাতের উপরেই একসঙ্গে বহু ভক্ত প্রসাদ পাইতে বসিয়া গেলেন। বেশ শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। মা-ও স্বয়ং গিয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং নিজ হস্তে সকলকে রসগোল্লা পরিবেষণ করিয়া সকলের মনেই এক অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিলেন। আজ বিজয়ার দিন মা'র হাত হইতে মিষ্টি পাইয়া ভক্তগণ ঘন ঘন মায়ের জয়ধ্বনিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল।

যোগীভাই পূজা উপলক্ষ্যে মাকে একখানি বেনারসী শাড়ী দিয়াছেন। সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ীর মেয়েরা যখন সকলে মিলিয়া দেবীর বরণ করিতেছিলেন, সেই সময় মা ঐ শাড়ীখানি পড়িয়া ঘোমটা দিয়া নিঃশব্দে গিয়া মেয়েদের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটু পরেই মেয়েরা যখন মাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিনিতে পারিল, তখন তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। মা যে কতভাবেই লীলা করিতেছেন তাহার আর অন্ত নাই। লীলাময়ী মায়ের লীলা অনন্ত-ই হওয়া স্বাভাবিক। কে তাহার বর্ণনা করিবে।

সন্ধ্যার পরে গঙ্গায় দেবী-প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ীর ছেলে মেয়ে সকলে আসিয়া মাকে প্রণাম করিল। মৌন সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী (রাম রসায়ণ) রাবণ-বধ লীলা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহার রামায়ণ গান বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার গান উপলক্ষ্যে শত শত ব্যক্তি আসিয়া একত্রিত হইল। ছাদে একতিল পরিমাণ স্থানও রহিল না। তাহার উপর আজ দশমীর দিন। এমনিও বহু ভক্ত মা'র দর্শনের জন্য আসিয়াছেন। রাত্রি প্রায় ১২টায় রামায়ণ গান সমাপ্ত হইলে মা বাতাসা লুট দিতে লাগিলেন। স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই কাড়াকাড়ি করিয়া বাতাসা কুড়াইতে লাগিল। সকলের সে কি অপূর্ব আনন্দ!

১৫ই অক্টোবর ১৯৫৬।

মায়ের কলিকাতা ত্যাগ ও রাঁচীর পথে যাত্রা

এই ১২ দিন বিনয়দাদার বাড়ীতে হাট বসিয়াছিল। আজ বিদায়ের পালা। গতকল্য ভাইয়া প্লেনে রেঙ্গুন চলিয়া গিয়াছেন। মিঃ ভুতা-ও গতকল্যই বম্বে গিয়াছেন। মা ও আমাদেরও আজই কলিকাতা ত্যাগ করিবার কথা। মা যাইতেছেন রাঁচী আর আমি অনেককে লইয়া কাশী ফিরিতেছি।

প্রাতঃকাল হইতেই প্রচণ্ড বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। কিন্তু মা সেই বৃষ্টির মধ্যেই সকাল সাড়ে আটটার সময় বিনয়দাদার বাড়ী হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রওয়ানা হইয়া আশ্রমে চলিয়া আসিলেন। পথে যাদবপুরে দিনাজপুরের মহারাজার বাসা হইয়া গেলেন।

মা কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বে মহারাজা একবার মা'র চরণ দর্শন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আজ যাইবার দিন, কখন সময় করিয়া দেখা হইবে না হইবে, তাই মা-ই ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার বাসা ঘুরিয়া গেলেন।

আজ মা'র ভোগের ব্যবস্থা আশ্রমেই হইয়াছে। ভোগের পরে একটু বিশ্রাম করিয়া মা প্রায় বেলা ৩টার সময় শ্রীরামপুর রওয়ানা হইয়া গেলেন। কথা হইল মা সেখান হইতে সোজা ষ্টেশনে আসিবেন।

আজ কন্যাপীঠের একটী মেয়ে জ্যোতিকে তাহার অসুস্থতা নিবন্ধন বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। হাসপাতালের Resident M. O. ডাঃ অনিল মৈত্র। তিনি মা'র বিশেষ ভক্ত এবং অত্যন্ত সজ্জন ও সেবাপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি পূর্বে যখন Presidency Hospital এ নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি মুক্তি মহারাজ, কুসুম ব্রহ্মচারী, মনমোহনদাদা প্রভৃতির অসুস্থতার সময় যেরূপ অসামান্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অবিস্মরণীয়। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং স্ত্রীও সকলের সেবা যত্নের দিকে বিশেষ তৎপর। পুরীতে ৺জগন্নাথ মন্দিরে American যুবক জ্যাক্‌কে লইয়া গোলযোগের মধ্যে পাণ্ডাদের আঘাতে মুক্তি মহারাজের পায়ের হাড় যখন ভাঙ্গিয়া যায়, তখন মুক্তি মহারাজকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে ভর্ত্তি করান হইয়াছিল। সেই উপলক্ষ্যেই ডাঃ মৈত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। সত্যই কখন কি সূত্র অবলম্বন করিয়া কে যে কিভাবে মা'র চরণে আসিবার সুযোগ পায়, তাহা বাস্তবিকই বিচিত্র।

যাহা হউক, যোগীভাইও আজই সন্ধ্যায় সোলন ফিরিয়া যাইবেন। আমি সমস্ত দিন বিনয়দাদার বাসাতেই রহিলাম। কিন্তু মা নাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বাড়ী যেন আর সে বাড়া নাই। তার রূপই আলাদা হইয়া গিয়াছে।

আমি সন্ধ্যা ৭॥ টায় পাঞ্জাব মেলে রওয়ানা হইব। মা'র গাড়ী রাত্রি পৌনে ন'টায়। সুতরাং কথা ছিল যে মা ৭টার ভিতরে হাওড়া ষ্টেশনে আসিবেন এবং তখন মা'র সহিত আমার আবার দেখা হইবে।

সেই অনুসারে আমি আর সকলকে লইয়া ৬॥টার মধ্যে ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিলাম। আমার সঙ্গে প্রায় ২০ জন কাশী যাইতেছে। মা'র সঙ্গে যাইতেছে পরমানন্দ স্বামী, নারায়ণ স্বামী, উদাস, বুনি প্রভৃতি।

ষ্টেশনে বহু ভক্ত আসিয়াছেন। তাহারা সকলে মাকে এবং আমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেই আসিয়াছেন। আমার গাড়ী ছাড়িবার সময় হইয়া আসিল, ৭॥টা বাজে, কিন্তু মা আসিতেছেন না। শেষ পর্যন্ত ঠিক ৭॥টায় আমার গাড়ী ছাড়িয়া দিল, মা আসিলেন না। রওয়ানা হইবার সময় মা'র চরণ দর্শন হইল না—মনটা ভীষণ খারাপ হইয়া গেল। কতদূরে গিয়াছেন, কোথায়—বাহিরে প্রচণ্ড বৃষ্টি—মা'র গাড়ীর কিছু 'হইল' না ত। এই সব ভাবিয়া মনটা খুবই খারাপ লাগিতে লাগিল। তাহা ছাড়া মা আসিয়া না পৌঁছানয়; একটু বিশৃঙ্খলাও হইয়া গেল। কন্যাপীঠের মেয়ে কল্যাণীর আমার সঙ্গে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তেও যখন সে আসিল না তখন তাড়াতাড়ি তাহার টিকেট ফেরৎ দেওয়া হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ির মধ্যে তাহার জিনিষপত্র সবই আমার সঙ্গে কাশী চলিল। আবার এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত গোপাল স্বরূপ পাঠকের ভগ্নী ললিতা মা'র সঙ্গে যাইতেছেন, কথা ছিল ষ্টেশনে আসিয়া তাহার জিনিষ পত্র আমার নিকট হইতে নিয়া নিবে। সে-ও মা'র সঙ্গে গিয়াছে। সুতরাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার জিনিষপত্রও ভুলে আমার সঙ্গেই কাশী চলিল। কল্যাণী ও ললিতা এক বস্ত্রে এই ঠাণ্ডার সময়ে রাচী গিয়া যে কি অবস্থার মধ্যে পড়িবে তাহা ভাবিয়া একটু চিন্তায়ই পড়িলাম। তবে মা'র সঙ্গে আছে—মা'ই একটা ব্যবস্থা করিবেন—এই ভরসা।

আমার সঙ্গে যাত্রীও খুব বেশী—মালপত্রও সেই অনুপাতেই। ষ্টেশনে ভাইয়ার কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমিয় সরকার মহাশয় খুবই সাহায্য করিলেন। বিনয়দাদার বাড়ী হইতে এবং আশ্রম হইতে সমস্ত মাল-পত্র ষ্টেশনে লরীতে লইয়া আসার ব্যবস্থাও তিনিই করিয়াছিলেন। ভদ্রলোক খুবই অমায়িক ও সজ্জন। প্রতিপত্তিও অসাধারণ। শুনিয়াছি তিনি স্যার যদুনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং পূর্বে নেতাজী সুভাষের সহকর্মী হিসাবেও খুব সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। আমার এই যাত্রায় প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টখানি তিনি নিজ অর্থেই রিজার্ভ করাইয়া দিয়াছেন। আমরা আপত্তি করিলে তিনি বার বারই বলিয়াছেন,—"আমাকেও একটু সেবার অবসর দিন।" সত্যই তাহার ভাবটী খুবই সুন্দর—নিঃসন্দেহ।

LIBRARY
No.....
Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

১৬ই অক্টোবর ১৯৫৩।

আজ প্রায় দীর্ঘ চার মাস পরে, বেলা প্রায় ৯৷৷০ ঘটিকার সময় কাশী আসিলাম। ষ্টেশনে কমল, পটল প্রভৃতি উপস্থিত ছিল। তাহাদের সঙ্গেই কাশী আশ্রমে পৌঁছিলাম।

আশ্রমে পৌঁছিবার একটু পরেই ডাঃ গোপাল দাদা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমাদের জন্য তাঁর অপরিসীম স্নেহ।

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা'র চরণে আসিয়া তাঁহার ন্যায় একটী লোকের সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় সত্যই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গৌরবান্বিত।

কলিকাতা হইতে শ্রীমান পান্নুই আমাকে এখানে নিয়া আসিয়াছে। আজই আমাকে এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াই পান্নু রাঁচীতে মা'র নিকটে চলিয়া গেল। মা'র আজই রাঁচী পৌঁছিবার কথা।

১৭ অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুনিতে পাইলাম। কলিকাতা যাইবার পূর্বে মা যখন বিন্ধ্যাচলে ছিলেন, তখন একদিন রাত্রে মা'র কাছে কবিরাজ মহাশয়, অমূল্যদাদা এবং নারায়ণ স্বামিজী বসিয়াছিলেন। মা কথায় কথায় বলিলেন যে বহুদিন পূর্বে রায়পুরে থাকাকালীন একদিন শায়িত অবস্থায় থাকিয়া মা দেখিয়াছিলেন যে মা'র দক্ষিণ হস্তের নিকটে আসিয়া কন্যাকুমারী দেবীর মূর্ত্তি আবরণশুন্য অবস্থায় দাঁড়াইলেন। পরে মা'র পাশে বসিয়া মাকে খুব আদর করিলেন এবং কোলে বসাইয়া জড়াইয়া ধরিলেন। তখন দেবীর ভিতর হইতে শিবের একাক্ষরী বীজটি উচ্চারিত হইল। মা তাঁহার কোলে বসিয়া এই সব বেশ স্পষ্ট ভাবেই দেখিতে ও শুনিতে পাইতেছিলেন। এই ঘটনার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৯৫৩ সনে মা যখন দক্ষিণ দেশে শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মহারাজ প্রভৃতির সঙ্গে পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন তখন সেখানে মা শুনিলেন যে ঐ একাক্ষরী বীজমন্ত্র জপ করিয়াই নাকি কুমারী দেবী সাধন করিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এখানে আসিবার পূর্বে এই কথা কিন্তু মাকে কেহ শোনায় নাই। আসল কথা, আমরা তখনে হয়, হাসি-কান্নার

একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক ঠিক মত না হইলে কিছুই হয় না। মা'র নিকট এইরূপ কত অজস্র ঘটনা অবিরত ঘটিতেছে, কিন্তু তাহার কতটুকুই আর আমরা জানিতে পারি—আসল কথা আমরা জানিবার অধিকারীই নহি।

ঠিক এইরূপ গতবার বিন্ধ্যাচলে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সহিত কথা প্রসঙ্গে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধেও মা'র কাছ হইতে কিছু কিছু কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অনেক সময়ই অনেক গুহ্য কথা জানিতে সক্ষম হ'ন। ইহা অবশ্য তাঁহার যোগ্যতা এবং অধিকার বলে সম্ভব হয়—তিনি যে একজন উচ্চস্তরের অধিকারী তাহা ত সকলেই জানে। যাহা হউক, প্রাচীন বিন্ধ্যবাসিনী-মন্দির সম্বন্ধে যাহা মা'র নিকট হইতে জানা গিয়াছিল তাহা এই যে, বর্ত্তমানে প্রাচীন মন্দিরের যে স্থান খোদিত করা হইতেছে সেই দিকে নির্দ্দেশ করিয়া মা নাকি বলিয়াছিলেন যে একদিন সূক্ষ্মে মা দেখিয়াছিলেন ঐখানে এক বিশাল মন্দির। উহার পশ্চিমদিকে বেশ প্রশস্ত বারান্দা। দক্ষিণ ও পূর্বদিকেও বারান্দার মত। পশ্চিমের বারান্দায় সারিবদ্ধ দেব-দেবী-মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। দক্ষিণে একটী দেবী মূর্ত্তি—হাতে একটী ভগ্ন-মালা। মা দেখিতেছিলেন ঐ দেবী মূর্ত্তি নিজ স্থান হইতে আসিয়া মা'র চরণে ঐ মালা স্পর্শ করাইয়া স্বাভাবিক গতিতে আবার নিজ স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। এবং উহার পূর্ব দক্ষিণ কোণে একজন দেব-সেবিকা চাদর ঢাকিয়া শুইয়া আছে।

শুনিলাম ঘটনাটি শুনিয়া কবিরাজ মহাশয় মাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"ঐ দেবী মূর্ত্তিটী যিনি মা'র দর্শন এবং মা'র চরণে মালা স্পর্শ করাইয়াছিলেন, তাহা কি মা'র বর্ত্তমান রূপ না নিত্য রূপ?" কিন্তু মা'র নিকট হইতে ইহার স্পষ্ট কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই—কারণ এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে মা সাধারণতঃ নীরবই থাকেন।

প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে এই সকল কথা শুনিয়া পরই চমৎকৃত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলাম। বর্ত্তমান প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতেও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ উদ্ধারের জন্য খুবই চেষ্টা চলিতেছে। ভারত সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আজাদ সাহেবও এই মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আজ এই শত শত বৎসর পর, অজানার মধ্যে থাকিয়া তাহারা ঐ প্রাচীন মন্দির সম্বন্ধে কতটুকুই বা আবিষ্কার করিতে পারিবেন! ইতিমধ্যে ২।৩ বার এই স্থানে সরকার কর্ত্তৃক খোদাইও করা হইয়াছে, অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃতও হইয়াছে কিন্তু তবুও মন্দিরের অনেক তথ্যই তাহাদের নিকট চির অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। এমন কি মন্দিরের প্রকৃত নাম লইয়াও কত মতভেদ রহিয়াছে—কেহ বলেন ইহা ছিল বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির, কেহ বলেন খরোষ্ঠী দেবীর মন্দির—আবার এক মতে ইহা সরস্বতী দেবীর মন্দির।

কিন্তু মা'র সম্মুখে-ত কোনও অজানার পর্দ্দা নাই—সেখানে অতীত ভবিষ্যৎ সব চির ভাস্বর। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ হয়ত যাহা বৎসরের পর বৎসর গবেষণা করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিবেন না তাহা মা'র বিশ্বতঃ দৃষ্টির সম্মুখে সদা-ভাস্বর হইয়া রহিয়াছে।

১৮ই অক্টোবর ১৯৫৬।

বুনির পত্রে মার রাঁচী পৌঁছিবার সংবাদ পাইলাম। মুরী ষ্টেশনে ডাঃ প্রিয়রঞ্জন ঘোষ, দেবীবাবু এবং ডাঃ শচীন সেনগুপ্তের স্ত্রী ও কন্যা মাকে আনিতে মোটর সহ উপস্থিত ছিল। মা মুরী ষ্টেশনে নামিয়া মোটরে চলিয়া আসিয়াছেন, অন্যান্য সকলে ট্রেনেই আসিয়াছেন।

সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে মা কেন সময় মত পৌঁছিতে পারেন নাই তাহাও বুনির পত্রে জানিলাম। পথে অতিরিক্ত বৃষ্টি হেতু এবং মা'র

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাড়ীর চাকা ফাটিয়া যাওয়ায় মা'র হাওড়া পৌঁছিতে দেরী হইয়াছিল। তাহা ছাড়া অগণিত ভক্তের আবদার ত আছেই। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত মা গাড়ী ছাড়ার পূর্বেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের আনন্দের বিষয়। মা'র দর্শনের অপেক্ষায় ষ্টেশনেও লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল।

ষষ্ঠ সংযম সপ্তাহের প্রস্তুতি

আগামী ১২ই নভেম্বর হইতে হরিদ্বারে সংযম সপ্তাহ। এবার পাঞ্জাবের ত্যাগী মহাত্মা গোস্বামী গণেশ দত্তজী হরিদ্বারে সপ্ত-সরোবরের নিকট অবস্থিত সপ্ত ঋষির আশ্রমে সংযম সপ্তাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সপ্তাহ উপলক্ষে প্রতিবারই বিশিষ্ট বিশিষ্ট মহাত্মা-দিগকে আমন্ত্রণ জানান হয় এবং তাঁহারাও কৃপা করিয়া সে আমন্ত্রণ উপেক্ষা করেন না। এ বৎসরও যাহাতে শ্রীহরিবাবাজী, অখণ্ডানন্দ স্বামিজী, কৃষ্ণানন্দ স্বামিজী, পণ্ডিত সুন্দরলালজী, শ্রীচক্রপাণীজী, শ্রীঅবধূতজী, স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, শ্রীশরণানন্দজী, শ্রীশুকদেবানন্দজী প্রমুখ সর্বভারতের বিশিষ্ট মহাত্মাগণকে যে চিঠি দেওয়া হয় সে কথা মা বুনিকে দিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

২০শে অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ পুনরায় পানু এবং বুনির পত্রে মা'র সংবাদ পাইলাম! গতকাল রাচী আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে লক্ষ্মীপূজা হইবার কথা ছিল। রাঁচীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এই তিন বৎসর। সেই হইতে ভক্তদের আগ্রহে আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে প্রতিবারেই একটি না একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম বৎসর হইয়াছিল

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺দুর্গাপূজা, দ্বিতীয় বৎসর কালীপূজা এবং এইবার তাঁহারা লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিয়াছেন।

লক্ষ্মীমূর্ত্তি কলিকাতার প্রসিদ্ধ শিল্পী নিতাই পাল নির্মাণ করিয়া মা'র সঙ্গে পাঠাইবেন এই কথা ছিল। কিন্তু মা রাঁচী রওয়ানা হইবার দিন প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য মূর্ত্তি আর ষ্টেশনে নিয়া আসা সম্ভব হয় নাই। এদিকে মূর্ত্তি কি ভাবে সথাসময়ে আনা সম্ভব হইবে তাহা নিয়া রাঁচীর ভক্তবৃন্দ অনেকেই ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকে এমনও প্রস্তাব করিয়াছেন যে কলিকাতার মূর্ত্তির আশা ত্যাগ করিয়া ওখানেই মূর্ত্তি কিনিয়া নেওয়া হউক। কিন্তু যে মূর্ত্তি আশ্রমে পূজার জন্যই নির্মাণ করান হইয়াছে, তাহা বাতিল করিয়া অন্য মূর্ত্তি আনার যুক্তি মা সমর্থন করেন নাই। প্রথম বৎসর ৺দুর্গাপূজার সময়েও ঠিক এইরূপ একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাঁচীতেই এক বিশিষ্ট শিল্পীকে মূর্ত্তি গড়িবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। মূর্ত্তি যখন গড়া হইয়া গিয়াছে—পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে পানু ও বুনি আশ্রম হইতে মূর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিল। মূর্ত্তি দেখিতে খুব সুন্দর হয় নাই। মা'র আশ্রমে মা'র উপস্থিতিতে ৺দুর্গাপূজা হইবে এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেশাগত শত শত ভক্ত সম্মিলিত হইবেন, এরূপ ক্ষেত্রে ঐ প্রকার একটী মূর্ত্তি আনিতে আমরা কিঞ্চিৎ দ্বিধা বোধ করিতেছিলাম, এবং সংবাদ নিয়া দেখা গিয়াছিল রাঁচীতেই উহা অপেক্ষা সুন্দর মূর্ত্তি পাওয়াও সম্ভব। সুতরাং এ প্রসঙ্গ মা'র নিকট উত্থাপিত করা হইল। মা শুনিয়া তৎক্ষণাৎই বলিলেন,—"না। যে মূর্ত্তি তোমাদের পূজার জন্য নির্মাণ করান হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিই আনিবে। মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতে নাই,—ঠাকুর সবই সুন্দর।" সুতরাং মা'র নির্দ্দেশে সেই মূর্ত্তিই আনা হইল। কিন্তু সত্যই আশ্চর্যের কথা যে পূজার সময়ে সে মূর্ত্তি যে দেখিয়াছে সেই বলিয়াছে—'কী অপূর্ব

রাঁচীতে লক্ষ্মীপূজায় শ্রীলক্ষ্মীমূর্ত্তির কথা

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Varanasi. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূর্ত্তি! কী সুন্দর! কী সুন্দর!!' এমন কি পানু এবং বুনিও স্বীকার করিয়াছে যে আশ্রমে আনিবার পূর্বে মূর্ত্তি সত্যই দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত বোধ হইয়াছিল, আশ্রমে পূজার স্থানে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর সেই মূর্ত্তিই আশ্চর্য রকম সুন্দর দেখাইয়াছিল। অথচ শিল্পীর মূর্ত্তির কোনও রূপ পরিবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই—সে সুযোগ বা সময় তাহার ছিল না। মায়ের লীলা বুদ্ধির সত্যই অগম্য।

যাহা হউক, এবারও কলিকাতার লক্ষ্মীমূর্ত্তি আনাইবার কথা মা বলিয়াছেন। ট্রাঙ্ককল করিয়া সে সংবাদ কলিকাতায় জানান হইল। হঠাৎ শুনা গেল নীলমণি কলিকাতা হইতে রাঁচী আসিতেছে। আশ্চর্য যথাসময়ে নির্বিঘ্নে কলিকাতার মূর্ত্তি রাঁচীতে আসিয়া পৌছিল।

রাঁচীতে এবার মা'র দর্শনের জন্য অস্বাভাবিক ভীড়। সকাল ও সন্ধ্যায় নিয়মিত মা সৎসঙ্গে বসেন। অধ্যাপক মথুরাবাবু এবং যোগদা আশ্রমের একজন সাধক মাকে নানাপ্রকার আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করেন।

রাঁচীর ভক্তদের মধ্যে অনেকেই শ্রীঅরবিন্দের দর্শনবাদের বিশেষ অনুরাগী। তাহারা সকলে মিলিয়া আমাদের আশ্রমেই "শ্রীঅরবিন্দ পাঠচক্র" নামে একটি সমিতি স্থাপনা করিয়াছেন। সেই সমিতি কর্ত্তৃক আশ্রমেই নিয়মিত ভাবে শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিবস পালন করা হয়। বাহির হইতেও সে উপলক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসিয়া বক্তৃতাদি করেন।

একজন বিশিষ্ট আই, সি, এস্ অফিসার শ্রীযুক্ত নগেন বক্সি বর্ত্তমানে রাঁচীতেই আছেন। তিনি বর্ত্তমানে বিহারের বোর্ড অফ্ রেভিন্যুর অধ্যক্ষ। তিনি সর্বদাই মা'র নিকট যাওয়া আসা করেন। গত ১৭ই তিনি মাকে মোটরে করিয়া রাঁচী লেকের ধারে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছিলেন। স্থানটি নাকি অপূর্ব মনোরম!

পরদিবস শ্রীযুক্ত বক্সি মাকে এবং মায়ের ভক্তবৃন্দকে তাঁহার রাঁচীস্থ বাসভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। বাসভবনের সম্মুখে অতি সুন্দর এক

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগান। বাগানটি নাকি নানাপ্রকার ফল ও ফুল গাছে পরিপূর্ণ। মাকে লইয়া গিয়া প্রথমে মাকে বাসভবনের সম্মুখে কিছুক্ষণ বসান হয়। পরে বক্সিমহাশয় নিজেই মাকে সমস্ত বাগানটি ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখান। মা-ও ঘুরিতে ঘুরিতে আনন্দ সহকারে কখনও লিচু, কখনও পেয়াড়া ছিঁড়িলেন। এইভাবে বাগান দেখান শেষ হইয়া গেলে, মাকে একটি পেয়াড়া গাছের নীচে বসান হয়, ফল মিষ্টি দিয়া মায়ের ভোগও হয়—উপস্থিত সকলেই মহানন্দে প্রসাদ পায়।

বাস্তবিকই বক্সি মহাশয় খুবই সরল নিরভিমান ব্যক্তি। মা'র সহিত তাঁহার ব্যবহারটিও খুবই প্রাণখোলা।

সংবাদ পাইলাম, আজ ভোরেই মা'র পুরী চলিয়া যাইবার কথা। সেখান হইতে হয়ত ২৫/২৬ পর্যন্ত এখানে ফিরিতে পারেন।

২৩শে অক্টোবর ১৯৫৬।

পুরীর পত্রে মা'র বিস্তারিত সংবাদ পাইলাম। গত ১৯শে রাত্রিতে মা'র উপস্থিতিতে রাঁচী আশ্রমে খুব সমারোহের সঙ্গে ৺কালী পূজা হইয়া গিয়াছে। পূজান্তে তৎস্থানীয় প্রায় ২৫০/৩০০ লোক আশ্রমে প্রসাদ পাইয়াছেন।

আশ্রমে ছাদের উপর মা'র জন্য নূতন ঘর তোলা হইয়াছে। ৺লক্ষ্মী পূজার দিনই সেই ঘরে মাকে লইয়া যাওয়া হয়। সকালের সৎসঙ্গও সেই ঘরেই হইত। ঘরটী অবশ্য এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই। মা'র নিচের ঘরটী প্রিয়রঞ্জনের থাকিবার জন্য মা দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং উপরের ঘরটী তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দিন সন্ধ্যার পূর্বে মাকে রাঁচীর সহর হইতে বেশ কিছু দূরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের যক্ষ্মা হাসপাতাল পরিদর্শনের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছিল হাসপাতালটী নাকি খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে। উহার ব্যবস্থাও অতি সুন্দর।

পানু লিখিয়াছে যে রাঁচীতে এবার মা'র দর্শনের জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী ভীড় হইয়াছিল। আশা করা হইয়াছিল পূজার পর—কলিকাতা হইতে গিয়া ওখানে মা'র ৩।৪ দিন থাকিয়া একটু বিশ্রাম হইবে। কিন্তু অস্বাভাবিক ভীড়ের জন্য তাহা একেবারেই সম্ভব হয় নাই। মধ্যে একদিন ভোগের পরে মা প্রিয়ধামে চলিয়া গিয়া বিকাল পর্যন্ত ছিলেন—ঐ একটী দিন তবু মা'র একটু বিশ্রাম হইয়াছিল।

'প্রিয়ধাম' আশ্রমের নিকটেই কলিকাতার ৺প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বসত বাটী। প্রিয়নাথবাবু আজ আর নাই। তিনি ছিলেন মা'র এক বিশেষ ভক্ত। বর্ত্তমানে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র শ্রীমান দেবব্রত উভয়েই মাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। প্রিয়ধামের বাগানে মা'র জন্য একটী ছোট্ট ঘর তাহারা তৈয়ারী করাইয়াছেন, যাহাতে কখনো মা'র ইচ্ছা অনুসারে মা সেখানে গিয়া থাকিতে পারেন।

পুরীর পথে মা

২০শে সকালে প্রায় ৯॥ সময় মা পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। ছোট নাগপুরের মহারাজকুমার মাকে তাঁহার মোটরে মুরী ষ্টেশন পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।

মুরীতে বেলা প্রায় ১০॥ টার সময়ে পৌঁছিয়া, সেখানে এক ফরাসী মহিলা মিরিয়ম্ ওরের সহিত মা'র দেখা হয়। এই মহিলা আমাদের আশ্রমবাসী আত্মানন্দের (মিস্ ব্ল্যাঙ্কার) পূর্ব পরিচিত। ইয়োরোপে থাকাকালীনই ইনি মা'র কথা শুনিয়া এবং মা'র ছবি দেখিয়া খুবই আকৃষ্ট হন; স্বপ্নাদিতেও নাকি মা'র দর্শন পাইতেন। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেই মা'র দর্শনের জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ এতদূর দেশে তাঁহার আসা এতদিন সম্ভব হয় নাই।

মা'র সম্পর্কে তাঁহার বন্ধু আত্মানন্দের সহিত অনেকদিন ধরিয়াই অবশ্য তাঁহার পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। আনন্দ বার্তাতেও ২।৩ সংখ্যায় ইনি মা'র বিষয়ে প্রবন্ধও লিখিয়াছেন। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। পিতামাতা ইহুদী, কিন্তু পতি ছিলেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ইটালিয়ান। ইনি বর্ত্তমানে প্যারীতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিযুক্ত আছেন। চীন দেশে কোনও অধিবেশনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়াছিলেন, এবং সেখান হইতেই সোজা এখানে আসিয়াছেন। চীন সরকারই নাকি তাঁহার এই ভারত-সফরের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে কলিকাতা আসেন। মা'র রাঁচী হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে, এক টেলিগ্রাম-এ মাকে সংবাদ জানান হয় যে ঐ ভদ্রমহিলা পরদিন সকালে রাঁচী আশ্রমে পৌঁছিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ট্রেন পৌঁছিবার পূর্বেই মাকে রাচী হইতে রওয়ানা হইতে হইয়াছিল। এ দিকে ঐ ভদ্রমহিলা মাতৃ-দর্শনের জন্য কত সহস্র মাইল দূর হইতে আসিতেছেন, এবং এত কাছে আসিয়াও যদি তিনি মা'র দর্শন না পান তবে তিনি খুবই দুঃখিত হইবেন নিঃসন্দেহ। সুতরাং শ্রীযুক্ত বক্‌সি মহাশয়ের পরামর্শ মত মুরী ষ্টেশনের ষ্টেশন কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ ফোনে অনুরোধ জানান হয় যে ঐ ফরাসী ভদ্রমহিলা রাচীর পথে ওখানে পৌঁছিলে যেন তাঁহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে বলা হয়—কারণ মা কয়েকঘণ্টার মধ্যেই পুরীর পথে মুরীতে আসিতেছেন। এই ভাবে দীর্ঘ দশ বৎসর অপেক্ষার পর তিনি আজ মাতৃ দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হন এবং আনন্দের আবেগে অধীর হইয়া পড়েন।

ভদ্রমহিলা ভারতে আসিয়াছেন মাত্র কয়েকদিন হয়। এখানকার নিয়ম-কানন-রীতি-নীতি সমন্ধে তিনি একেবারেই অনভিজ্ঞ। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাকে দেখিয়াই নিজ দেশের রীতি অনুসারেই আবেগ ভরে মা'র হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চোখের জলে ভাসিয়া বারংবার মা'র উভয় হস্তে চুম্বন করিতে লাগিলেন। মায়ের মস্তকে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের গালটী রাখিয়া, পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, মায়ের বস্ত্রাঞ্চলটুকুও হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন—আরো কত ভাব-ভঙ্গিমার দ্বারা যে তিনি নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করিবেন, তাহা যেন তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভারতীয় ভাষা তিনি জানেন না; তাই ভাষাহীন হৃদয়ের গভীর ভাবটাকে তিনি যে কি প্রকারে মুক্তি দিবেন, তাহা যেন কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর তিনি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিলেন। মা'র সঙ্গীয় সকলে এবং ষ্টেশনে উপস্থিত বহু লোকই এই দৃশ্য বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিল।

মা সকলের মা

ভদ্রমহিলা প্রাতঃকাল হইতে নাকি কিছুই খান নাই। মা তাই শচীনদাদাকে বলিলেন তাঁহাকে ষ্টেশনেই কিছু খাওয়াইয়া দিতে। বেলা ১১॥টার সময় মা জামসেদপুর রওয়ানা হইলেন। ঐ ভদ্রমহিলাও মা'র সঙ্গে চলিলেন। তিন মাসের ছুটি লইয়া তিনি ভারতে আসিয়াছেন এবং এই সময়টুকু তিনি মা'র কাছে কাছেই অতিবাহিত করিতে চান।

বেলা প্রায় ৩টার সময় মা জামসেদপুরে আসিয়া পৌঁছিলেন। পূর্ব হইতেই মায়ের ভক্তরা মা'র আগমন সংবাদ পাইয়া অনেকেই ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ২ ঘণ্টা পরে মা'র খড়্গপুরের গাড়ী। মা খড়্গপুর হইয়া পুরী যাইবেন। পূর্ব হইতেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই মা পৌঁছিবামাত্রই সে স্থানের ভক্তেরা মাকে ও সঙ্গীয় সকলকে মোটরে করিয়া স্থানীয় সত্য নারায়ণ মন্দিরের ধর্মশালায় লইয়া যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানেই মা'র ভোগ হয়। এবং অল্পক্ষণ বিশ্রামের পরে মাকে আবার তাহারাই ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেন।

বেলা ৫টার সময় মা খড়্গপুর প্যাসেঞ্জারে রওয়ানা হইলেন। ঐ প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে প্রথম শ্রেণীর কোন কামরাই ছিল না। অগত্যা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতেই মাকে উঠান হয়।

কামরায় অন্যান্য যাত্রীরা মাকে দেখিয়া প্রথমে একটু আশ্চর্যই হইয়া গিয়াছিল। তাহারা ভাবিতেছিল ইনি কে? সঙ্গে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী-পুরুষ, এমনকি বিদেশিনী মহিলা পর্যন্ত রহিয়াছে। গাড়ী ছাড়িবার সময় সহস্রাধিক ভক্তকণ্ঠের জয়ধ্বনিতে তাহারা আরও হতবাক হইয়া পড়িলেন, অথচ স্বাভাবিক সঙ্কোচ বশতঃই মা'র সঙ্গে আলাপও করিতে পারে নাই। পরে নাকি পথিমধ্যে এক ষ্টেশনে তাহারা প্রায় সকলেই নামিয়া গিয়াছিলেন। কেবল একজন রেল কর্ম্মচারী ভদ্রলোক ছিলেন। মা-ই নিজে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় যে বহু বৎসর পূর্বে তিনি মা'র দর্শন ঢাকাতে পাইয়াছিলেন।

রাত্রি ৯টার পর মা আসিয়া খড়্গপুর পৌঁছিলেন। ২॥ ঘণ্টা পরে পুরী এক্স্প্রেস ধরিবার কথা। মা সময় আছে দেখিয়া ওয়েটিং রুমেই একটু বিশ্রাম করিয়া নিলেন। এই পর্যন্ত কলিকাতা হইতে মা'র সঙ্গে বিভু ব্রহ্মচারী, ডাঃ অনিল মৈত্র এবং শ্রীমান সন্তোষও ছিল। তাহারা এইখান হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

এবার বিভুর রাঁচীতে গিয়া নাকি শরীর খুব খারাপ হইয়াছিল। মা সেইজন্যই বর্ত্তমানে তাহাকে কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা করাইতে বলিলেন। ডাঃ মৈত্র ও সন্তোষ রাঁচীতে মা'র দর্শনের জন্য কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। সন্তোষ বিদ্যাপীঠ হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর বর্ত্তমানে সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগে কাজ করিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খড়গপুর হইতে মা প্রায় রাত্রি ১২টায় পুরী একস্‌প্রেসে রওয়ানা হন। পূর্ব হইতেই মা'র জন্য একটি কামরা রিজার্ভ করা ছিল। ঐ কামরা কলিকাতা হইতে ডাঃ শচীন সর্বাধিকারী রিজার্ভ করাইয়া আনিয়াছেন, তিনিও সপরিবারে মা'র সঙ্গে পুরী যাইতেছেন। ফরাসী ভদ্রমহিলাও মা'র সঙ্গে ঐ কামরাতেই গেলেন। তিনি নাকি মা'কে এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়িয়া থাকিতে ইচ্ছুক নন।

২১শে ভোর বেলা মা পুরী পৌঁছিলেন। মা'র সঙ্গে আছে পরমানন্দ স্বামী, নারায়ণ স্বামী, পান্নু, বুনি, কল্যাণী, চিত্রা, শোভা, সতী প্রভৃতি। ষ্টেশনে গিরীনদাদা ও সাধন ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। মা ও সঙ্গীয় সকলকে ২টি মোটরে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

ফরাসী ভদ্রমহিলাটির ত আশ্রম জীবন অনভ্যস্ত, কাজেই তিনি সমুদ্রতটবর্ত্তী ভিক্টোরিয়া হোটেলে থাকিলেন। তাঁহার সেখানকার সব ব্যবস্থা আশ্রম হইতেই করিয়া দেওয়া হইল। এবং তিনি ২ বেলা আশ্রমে আসিয়াই ভোজন করিয়া যাইতেন।

চিঠি পত্রে খবর পাইতেছি মা'র শরীর নাকি ভালই আছে। পুরীতে হয়ত কিছু বিশ্রাম হইতে পারে।

২৪শে অক্টোবর ১৯৫৬।

মা পুরীতেই আছেন। পত্রে জানিলাম, সকালে বিকালে মা অনেক সময় সমুদ্রের ধারে হাঁটেন, কখনো বা উপস্থিত সকলকে লইয়া সমুদ্রের ধারেই বসেন। আগামীকাল রাত্রি ৯।টায় Vestibuled Expressএ মা'র কলিকাতা হইতে মোকামাঘাট পৌঁছার কথা।

পুরীতে মা

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri and Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫শে অক্টোবর ১৯৫৬।

আজও বুনির পত্রে জানা গেল যে গত পরশুদিন ওখানেও মা'র উপস্থিতিতে কৃষ্ণা-চতুর্থীর সংযম পালন করা হইয়াছে। নিয়মিতভাবে ধ্যান-ভজন-পাঠের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সেইদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ আশ্রমে আনা হইয়াছিল এবং সকলেই সেই মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন।

পরশু রাত্রেই মা সকলের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরে সেদিন অস্বাভাবিক ভীড়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, সকলে হাত ধরাধরি করিয়া কোনও প্রকারে জায়গা খালি করিয়া মাকে মন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়াছে। মা প্রায় ২ বৎসর পরে এবার পুরী গিয়াছেন, তাই মন্দিরের পাণ্ডারাও মা'র নিকট হইতে কিছু কিছু পাইবার আশা করিয়াছিল। তাই সকলকেই কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছিল। মা'র পিতৃ-বংশের বৃদ্ধ পাণ্ডা রায়গুরু আশ্রমে আসিলে তাহাকেও প্রণামী দেওয়া হইল।

যাক্ মা প্রায় রাত্রি ১০টায় কাশী আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। মাকে আনিতে মোগলসরাই ষ্টেশনে কমল ও পটল গিয়াছিল।

মা আসিলে সঙ্গীয় সকলের ও মা'র নিকট হইতে পুরীর অনেক সংবাদই পাওয়া গেল। গতকাল সকালে পরমানন্দ স্বামী এবং সাধন প্রভৃতি মিলিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকটে অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ভিখারীদের মধ্যে ৫০খানা নূতন বস্ত্র বিলি করিয়া আসিয়াছেন। এবার জয়ন্তী মহোৎসবের সময় মা'র তুলাদানে যে সকল বস্ত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা সব আহমেদাবাদের ভক্ত কান্তিভাই মুনশাই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য জিনিষের মত উহা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ করা হয় নাই। কান্তিভাইয়ের একান্ত ইচ্ছা যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সকল বস্ত্র মা'র জন্মোৎসব উপলক্ষে দেশের অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে বহু বস্ত্র কাশী হইতে ভক্তদের সহিত ভারতের নানা প্রান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ঐরূপ বিতরণের জন্য।

মা'র সঙ্গেও কিছু ধুতি ও সাড়ি দিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইতে একাদশীর দিন কলিকাতা আশ্রমে প্রায় ১৬০খানা বস্ত্র, এবং রাঁচিতেও লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন ঐভাবে প্রায় ৫০খানা কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে।

গতকাল আশ্রম হইতে ষ্টেশনে আসিবার পথে একবার যোগদা আশ্রমে এবং অপর এক সন্ন্যাসীর আশ্রমেও মা কিছুক্ষণের জন্য থাকিয়া আসিয়াছিলেন। পুরীর বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টার মা'র জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা এবং আর সঙ্গীয় সকলের জন্য একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া নাকি খুবই সহায়তা করিয়াছেন।

পুরী হইতে প্রায় সন্ধ্যা ৬টায় রওয়ানা হইয়া আজ সকালে ৭॥০টায় মা হাওড়াতে পৌঁছান।

পুরী হইতে মা'র গাড়ীতেই শ্রীযুক্ত দিলীপ বসুও আসিতেছিলেন। পথে মা'র কামরায় আসিয়া তিনি কিছুক্ষণ কথা বলিয়া গিয়াছেন।

পুরী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে মা

দিলীপ বসু ভারতের স্বনামধন্য টেনিস্ ক্রীড়াবিদ্। একসময়ে তিনি ভারতের চ্যাম্পিয়ানও ছিলেন। শুনিলাম ভদ্রলোক নাকি খুবই সরল ও অমায়িক প্রকৃতির। মাকে পূর্বে কখনও দেখেন নাই এবং মা'র সঙ্গে কথাও বলেন নাই। কিন্তু এবার দর্শন করিয়া নাকি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ সকালে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিতেই বহু ভক্ত আসিয়া মাকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলে। মালপত্র ও সঙ্গীয় অনেকে ষ্টেশনেই রহিল। মা অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২।১টি স্থান ঘুরিয়া লেকের নিকটে কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসাতে আসেন। পথে একবার আশ্রমেও নামিয়াছিলেন। পূর্ব হইতেই গোপনে আশ্রমে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে মা ষ্টেশন হইতে একবার আশ্রমে কিছু সময়ের জন্য আসিয়া একটু জলযোগ করিয়া আবার চলিয়া যাইবেন। এ সংবাদ সকলকে জানাইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কারণ তাহা না হইলে আশ্রমে এত ভীড় হইয়া যাইত যে মা'র একটু হাত মুখ ধুইবারও সুযোগ মিলিত না।

শ্রীযুক্ত কনক দাদার বাসাতেই মা'র ভোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখান হইতে ভোগের পরই মা ষ্টেশন অভিমুখে রওয়ানা হ'ন। মা'র গাড়ী বেলা ১২টায়। ষ্টেশনের পথে মা একবার কিছুক্ষণের জন্য Calcutta Nursing Homeএ নামিয়াছিলেন। সেখানে আমার খুল্লতাত ভ্রাতা জ্ঞান মুখোপাধ্যায় খুবই অসুস্থ হইয়া আছে। সে বম্বেতে সিনেমা কোম্পানীর এক খ্যাতনামা ডিরেক্টার। কিছুদিন হয় স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বশতঃ কেন জানি একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। বম্বেতে আমার নিকট একদিন আসিয়াছিল কিন্তু তখনও কেমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা। বম্বেতে চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল লাভ না হওয়াতে এখন কলিকাতায় আনা হইয়াছে। জিতেনদাদা তাহাকে চিকিৎসার জন্য বিলাতেও পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কিন্তু হঠাৎ নাকি তার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। মা গিয়া দেখিয়াছেন সে অজ্ঞান অবস্থায় আছে এবং অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। মা নিজ হাতে তাহার বন্ধ চক্ষুর পাতা খুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু মাকে চিনিতে পারিল বলিয়া মনে হয় নাই। তার ওপর মা'র একটা বিশেষ খেয়াল আছে দেখিলাম। শুনিলাম পথেও নাকি ট্রেনে বারবার তাহার কথাই বলিয়াছেন। তবে যে অবস্থা শুনিলাম, তাহাতে তাহার বাঁচিবার আশা কমই বুঝিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১২টায় কলিকাতা হইতে মা'র গাড়ী। এইরূপ গাড়ী নাকি এই মাস হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ গাড়ীটি বাতানুকুল করা। কিছু প্রথম শ্রেণী এবং কিছু তৃতীয় শ্রেণীর কামরা আছে। আজকাল ভারতের সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী গাড়ী নাকি ইহাই। মাত্র ৯৷৷০ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে মোগলসরাই আসিয়া পৌঁছে।

হাওড়াতে প্রায় শতাধিক ভক্ত মাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছিল। গাড়ী ১২টায় ছাড়িবার কথা। কিন্তু কোথায় কি একটা কল খারাপ হইয়া যাওয়ায় আরও প্রায় ৫০ মিনিট দেরী করিয়া গাড়ী ছাড়িল। উপস্থিত ভক্তবৃন্দেরা সকলেই এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে মাকে অধিক সময় পাইয়া খুবই আনন্দ করিতেছিল।

মা সাধারণতঃ বাতানুকুল কামরায় যাওয়া পছন্দ করেন না। ঠাণ্ডা ও বদ্ধ হাওয়া মা'র যেন ঠিক সহ্য হয় না। কিন্তু ঐ গাড়ীটিতে সমস্ত কামরাই ঐরূপ। স্বামিজীরাও ঐ গাড়ীতেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ছিলেন। তাহাও বাতানুকুল করা এবং দেখিতে খুবই সুন্দর ও আরামদায়ক। গাড়ীর এক অংশ হইতে অপর অংশে যাতায়াত করিবার জন্য নাকি ভিতর দিয়া পথ আছে। মা'র কামরাটি ঠিক ব্রেক-ভ্যান-এর কাছে চাকার উপর হওয়াতে খুবই ঝাঁকানি হইতেছিল। মাকে তাই পথিমধ্যে ঘণ্টাখানেক স্বামিজীদের কামড়ায় আনিয়া বসান হইয়াছিল। গয়া ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিলে মা পুনরায় নিজের কামরায় চলিয়া গেলেন।

২৬শে অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ সকালে উঠিয়াই মা বলিলেন, "দিদি, দিন কয়েক একটু বিন্ধ্যাচলে ঘুরে আসি।" ওখানে রান্নার ব্যবস্থাদি করাইবার

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য পানুকে সকালেই পাঠান হইল। মা বেলা তিনটার পর মোটরে রওনা হইয়া গেলেন; train এ প্রায় ৮।১০ জন লোক গেল।

২৭শে অক্টোবর ১৯৫৬।

নারায়ণ স্বামিজীর নিকট হইতে কিছু কিছু বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা শোনা গেল।

পুরীর পথে কৃপাময়ী মায়ের কৃপা বিতরণ।

শুনিলাম মা যেদিন খড়গপুর হইয়া পুরী যাইতেছিলেন তখন খড়গপুর প্ল্যাটফর্মে মা পদচারণা করিতেছিলেন। সঙ্গে ডাঃ অনিল মৈত্র, সতী, পানু ও চিত্রা। মা হাঁটিতে হাঁটিতে দেখিলেন একটি মধ্যবয়স্ক স্ত্রীলোক (বাঙ্গালী) একটি ছেলের হাত ধরিয়া যাইতেছে। মা'র কি খেয়াল হইল, মা স্বেচ্ছায় আগাইয়া গিয়া ডাক দিলেন,—'ওমা, কোথায় যাও?" মহিলাটী প্রথমে হয়ত শুনিতে পায় নাই। মা যখন আবার ডাক দিলেন,—"কোথায় যাও, মা?" সে তখন দাঁড়াইয়া পড়িল। মা'র সঙ্গে তাহার পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই। কাজেই স্বভাবতঃ সে খুবই অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মা পুনরায় প্রশ্ন করাতে জানা গেল যে তাহার স্বামীর খুবই মরণাপন্ন অসুখ। ডাক্তার নাকি বলিয়াছে —X-Ray করিতে হইবে। কিন্তু তাহার অবস্থা এমন নয় যে সে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারে। কলিকাতায় লইয়া যাওয়ার পয়সাও তাহার নাই। সে তাই অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া ভাবিতেছে কি ভাবে কি করা যায়। তাহাদের বাড়ী মেদিনীপুরের কোন এক গ্রামে।

কৃপাময়ী মা'র কৃপার সীমা নাই। কবির কবিতায় পড়িয়াছি 'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণা ধারায় এস'—কবির প্রার্থনা। আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিলাম কবির সে প্রার্থনা মিথ্যা নয়। সত্যই জীবন যখন শুকাইয়া আসে তিনি করুণা ধারায়ই নামিয়া আসেন। একান্ত বিপদে পড়িয়াই স্ত্রীলোকটি যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল—তখনই মায়ের ডাক আসিল,—"মা, তুমি কোথায় যাও?" আরও আশ্চর্যের বিষয়, মা'র পাশেই দাঁড়াইয়া ডাঃ মৈত্র। তিনি আজকাল কলিকাতার এক সরকারী হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক। মা তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! কি করা যায়?" ডাঃ মৈত্র তখনই সম্মুখে আসিয়া স্ত্রীলোকটির সঙ্গে কথা বলিয়া তাহার হাতে একটি কাগজে নাম ঠিকানা লিখিয়া দিয়া বলিলেন যে ঐ কাগজটি লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেই তিনি সেই হাসপাতালেই X-Ray ইত্যাদির সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। ঐ সবের জন্য স্ত্রীলোকটিকে কিছুই দিতেও হইবে না। স্ত্রীলোকটি ত বিস্ময়ে একেবারে হতবাক্ হইয়া রহিল। সে এ কি শুনিতেছে? কলিকাতার মত মহানগরীতে, যেখানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও এবং বড় বড় লোকের সুপারিশ লইয়াও কোনও হাসপাতাল হইতে সামান্য মাত্র সাহায্য পাওয়া যায় না—সেইখানে কিছু না করিয়াই তাহার সব কিছুর ব্যবস্থা হইয়া গেল! সে হয়ত নিজের কানকেও বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অযাচিত ভাবে কৃপার বন্যায় ভাসিয়া স্ত্রীলোকটি হঠাৎ অবাক বিস্ময়ে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। জানি না, তাহার এ ক্রন্দন আনন্দের না দুঃখের?

মা'র সঙ্গীয় সকলে স্ত্রীলোকটিকে প্রবোধ দিয়া বলিল,—'তুমি কাঁদ কেন? তোমার স্বামীর সব ব্যবস্থাই ত হইয়া গেল?"

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "মা, আমার যে কলকাতায় নিয়ে যাবারও পয়সা নাই।" সঙ্গে সঙ্গেই মা ডাঃ মৈত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত খরচা লাগে এখান থেকে?"

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়াই পানুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিছু আছে নাকি ?" পানু মা'র কথা শুনিয়াই পকেট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ মৈত্র এবং চিত্রাও কিছু কিছু বাহির করিয়া দিল। এই ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়াই তাহাদের কলিকাতা যাইবার প্রয়োজনীয় অর্থের অপেক্ষা বেশীই সংগৃহীত হইয়া গেল।

মা স্ত্রীলোকটিকে বার বার বলিতে লাগিলেন,—"এইত হয়ে গেল। মা, তুমি এখনই গ্রামে চলে যাও, আর পরশুদিন সকালেই কলিকাতা পৌঁছে সোজা হাসপাতালে গিয়ে এই ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করবে। সব ব্যবস্থা ইনিই করে দেবেন বলেছেনই-ত।"

ইতিমধ্যে তাহার সঙ্গের ছোট ছেলেটি কোথায় চলিয়া গিয়াছে। মা সতীকে পাঠাইয়া তাহাকে খোঁজাইয়া আনিয়া, উভয়কে খাবার ইত্যাদি দিয়া দিতে বলিলেন। মা নিজের হাতেও উহাদের কয়েকটি আপেল দিয়া দিলেন।

স্ত্রীলোকটি কেবল বার বার 'মা! মা!' বলিতে লাগিল। মনে হইতেছিল যেন তখনো সে তাহার বিস্ময়ের ঘোর কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। হয়ত সে ভাবিতেছিল, 'ইহা কি সত্য না স্বপ্ন ?'

মা'র সঙ্গে বুনি, চিত্রা প্রভৃতি বার বার মা'কে বলিতে লাগিল, —'সত্যই মা'র যে কী অসীম কৃপা! মেয়েলোকটির ভাগ্য আছে বটে! ইত্যাদি কিন্তু মা'র কাজ ত সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মা যেন বুনিদের কথায় কান না দিয়াই হন্ হন্ করিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিতেছে। সকলে মা'র পিছনে পিছনে ঐ স্ত্রীলোকটির কথাই আলোচনা করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথা শুনিলাম। খড়গপুর হইতেই পুরী যাইবার সময় একটি বৃদ্ধা মার গাড়ীতে কি ভাবে উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়িয়াছিল—রূপসায় নাকি তার ছেলে থাকে। কিন্তু এই ঘটনাটি ঠিক মত জানা গেল না। ইচ্ছা রহিল মা'র নিকট হইতে ইহাও সবিস্তারে শুনিতে হইবে।

২৮শে অক্টোবর ১৯৫৬।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ দেখি মা আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে পরমানন্দজী ও ব্রহ্মচারী হীরু। শুনিলাম আগামী কালই বিকালে আবার ফিরিয়া যাইবেন। একবার নাকি কথা হইয়াছিল যে মা বিন্ধ্যাচলে ২ দিন থাকিয়া এখানে ৺কালীপূজার পূর্বেই আসিয়া পৌঁছিবেন। কিন্তু এখন কথা হইয়াছে মা এখন এখানে পূজার ব্যাপারে নির্দ্দেশাদি দিয়া বিন্ধ্যাচলে যাইবেন এবং পরে একেবারে ৺কালীপূজার দিন সকালে আসিবেন।

২৯শে অক্টোবর ১৯৫৬।

আজ মা ভোগের পরে বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া গেলেন। হয়ত বা ৺কালীপূজার ১ দিন পূর্বেও ফিরিতে পারেন।

৩১শে অক্টোবর ১৯৫৬।

বৈকাল প্রায় ৪॥ টায় মা বিন্ধ্যাচল হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বে অন্নপূর্ণার মন্দিরে গিয়া অন্নপূর্ণাকে গোপাল

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দির হইতে লইয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলেন। অন্নপূর্ণা মন্দির চূণকাম ও রং ইত্যাদি করাইবার জন্যই দেবীকে গোপাল মন্দিরে নিয়া যাওয়া হইল।

বিন্ধ্যাচলের কথা প্রসঙ্গে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা শুনিলাম।

অন্তর্যামী মায়ের আরও একটি ঘটনা।

রাঁচির পারুলের ছোট বোন উষা ঝাড়গ্রামে কোনও মহিলা স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে। এবার রাঁচিতে লক্ষ্মীপূজার সময় সে মা'র দর্শন পাইয়া খুবই আকর্ষিত হইয়াছে। স্কুল হইতে দিন কয়েকের ছুটি লইয়া মা'র নিকট আসিয়াছে। মা'র কাছে সে বিন্ধ্যাচলেও গিয়াছিল। মেয়েটি অবিবাহিতা, খুব সরল ও হাসিখুসী। এই অল্প দিন কয়েকের পরিচয়েই মা'র উপর তাহার একটা তীব্র ভালবাসার আকর্ষণ জন্মাইয়াছে।

সে গতকাল রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল যে ৺কালীপূজার পরেই ত মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহা খুবই কষ্টকর হইবে।—এইসব কথাই সে ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে হইল যে যাইবার সময় মা'র নিকট হইতে যদি কিছু নিয়া যাওয়া যাইত তবে সেই স্মৃতি নিয়া থাকিলে কষ্ট বোধ হয় কিছু কম বোধ হইত। বারবারই তাহার মনে হইতেছিল—'মা যদি কিছু দেন, বেশ হয় তবে।'

আজ সকালে উষা মাকে একটি সুন্দর গোলাপের মালা পরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—'মা, এ পর্যন্ত আর কারুর গলায় কোনও দিন মালা পরাই নি। আজ তোমাকেই প্রথম মালা দিলাম।' আমরা দেখিলাম কেমন প্রাণ খোলা কথা। মা অল্প অল্প হাসিতেছেন। মালার সঙ্গে আটটি তাজা গোলাপও উষা মাকে দিয়াছিল। গোলাপ দিয়া মাকে প্রণাম করিয়া, উষা বিভোর হইয়া মা'র দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাকাইয়া আছে। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে নিজের দিকে চাহিতেই দেখে তাহারই কোলের উপর একটি গোলাপ পড়িয়া আছে।

উষা খুবই আশ্চর্য হইয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মা, এ ফুলটা কোথা থেকে এলো। একি আশ্চর্য ব্যাপার।'

মা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—"তুমিই ত চেয়েছিলে, তাই তোমাকে দেওয়া হ'ল।" মা'র কথা শুনিয়া উষা যেন আকাশ হইতে পড়িল ; বলিল,—"আমি ? আমি ত তোমার কাছে কিছু চাইনি।'

মা বলিলেন,—"কাল রাত্রে আমি স্পষ্ট শুনলাম যে তুমি আমার কাছে কিছু একটা চাচ্ছ। সেই জন্যই ত এই শরীরটা তোমাকে আজ ঐ গোলাপ ফুলটা দিল।"

আমাদের কাহারো বুঝিতে বিন্দু মাত্রও দেরী হইল না যে উষার প্রাণের আবেদন মা'র কাছে একেবারে তৎক্ষণাৎ সোজাসোজি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কৃপাময়ী মা আজ তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।

উষা নূতন আসিয়াছে। মা'র সমস্ত লীলা খেলার সঙ্গে সে এখনও ভাল করিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই। তাই সে হতবুদ্ধি হইয়া ফুলটি বুকে চাপিয়া ধরিল। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু সে আর কি আশা করিতে পারে।

মা একটু পরে নিজ হইতেই বলিলেন,—"তুমি চেয়েছিলে, তাই পেলে। বেশ তোমার যদি ইচ্ছা হয় ফুলটিকে একটা লকেট করে রাখতে পার।"

গতরাত্রে উষার সকল প্রার্থনার কথা মনে পড়ায়, সে যেন কৃতকৃতার্থ বোধ করিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা নভেম্বর ১৯৫৬।

কাশী আশ্রমে প্রথম শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা

আজ শ্রীশ্রী শ্যামাপূজা। নূতন আশ্রমের মাতৃমণ্ডপে ৺পূজার আয়োজন হইয়াছে। সেই সকাল হইতেই মা নিজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখাশোনা করিতেছেন।

এবার আশ্রমে শ্রীশ্রী কালীপূজার প্রস্তাব কিভাবে প্রথমে হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই লেখা হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে তাহার পরে মা'র একজন পুরাতন ভক্ত নিজ হইতেই আসিয়া আশ্রমে ৺কালীপূজার কথা মা'র নিকট নিবেদন করিল। মা যে কখন কাহাকে দিয়া কী কাজ পূর্ণ করাইবেন, তাহা কে বলিতে পারে!

মা'র ব্যবস্থা সবই এইরূপ। মা বলেন, এই শরীরটার কাজের সংযোগগুলি কেমন যেন আপনা আপনিই হইয়া যায়। এবার কলিকাতা হইতে আসিবার সময় মা'র গাড়ীতেই নিতাই পাল মহাশয় কালীমূর্তি পাঠাইয়া দিয়াছেন। নিতাই বাবু অতি প্রসিদ্ধ শিল্পী। তাঁহার হাতে গড়া মা কালীর মূর্তি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর হইয়াছে। যে দেখিতেছে সেই মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছে। সত্যই মূর্ত্তি দর্শনে অন্তর স্বীকৃতি দেয়—মায়ের রূপই বটে।

রাত্রি প্রায় ১২টায় পূজা আরম্ভ হইল। মা পূজার আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন। স্থানীয় ভক্তদের ত কথাই নাই। কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও এবার বহু ভক্ত আসিয়া একত্রিত হইয়াছেন।

ভোগ ও আরতি হইয়া গেলে রাত্রি প্রায় তিনটার পরে সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইল। মা নিজেও একবার সকলের প্রসাদ পাইবার স্থান ঘুরিয়া দেখিয়া আসিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা নভেম্বর ১৯৫৬।

গতকাল পূজা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ প্রতিমা গঙ্গায় বিসর্জন দিবার কথা হইতেছে। এমন সময় বিশুদা প্রস্তাব করিলেন যে মূর্ত্তিখানি তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে। তিনি উহা নিজের বাড়ীতে নিয়া রাখিতে চান এবং নিত্য পূজা করিবেন।

পূজিত শ্রীশ্রী শ্যামা মায়ের মূর্ত্তির কথা

জানা গেল শাস্ত্রে নাকি এরূপ বিধানও আছে। মাকে জিজ্ঞাসা করায় মা সম্মতি দিলেন। মা'র সম্মতি পাইয়া বিশুদা আনন্দ করিতে করিতে সেই মূর্ত্তিখানি নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। পূজার সময়, পরে শোনা গেল, অনেকেরই নাকি মনে হইতেছিল—এইরূপ সুন্দর মূর্ত্তি গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হইবে! আহা! যদি মূর্ত্তিখানি রাখিয়া দেওয়া যাইত! আজ দেবী স্বয়ংই যেন তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মূর্ত্তি বিসর্জ্জিত হইবে না শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইল।

৩রা নভেম্বর ১৯৫৬।

মায়ের উপস্থিতিতে আশ্রমে এবার খুব সমারোহের সহিত অন্নকূট উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। স্থানীয় প্রায় সকল ভক্তবৃন্দই আজ আশ্রমে প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যাবেলা "ব্রহ্মবিন্দু" (ভাই ফোঁটা) উৎসবও যথারীতি সম্পন্ন হইল। প্রথমে আমি মাকে ফোঁটা দিয়া উপস্থিত সকল ভক্ত ও আশ্রমবাসী ভ্রাতাদের ফোঁটা দিলাম। পরে কন্যাপীঠের মেয়েরাও আসিয়া মাকে আরতি করিয়া আমাকে ফোঁটা দিল। মেয়েদের মধ্যে

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকাংশই আমাকে মৌনীমার অনুকরণে 'দাদা ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

৫ই নভেম্বর ১৯৫৬।

সকালবেলা মা অন্নপূর্ণার নাটমন্দিরে গিয়া বসিলেন। কলিকাতা হইতে আমার পিসতুত ভাই আশুর মেয়েরা আসিয়াছে। মা তাহার ছোট মেয়েটিকে একটু কীর্ত্তন করিতে বলিলেন। মেয়েটির বয়স মাত্র ৯।১০ বৎসর কিন্তু অতি সুন্দর কীর্ত্তন করে। প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্ত্তা-দের পদাবলী-কীর্ত্তন তাহার মুখে খুবই সুন্দর শোনা যায়।

আশুর কন্যার পদাবলী কীর্ত্তনে পুরস্কার।

দুইখানা গান হইল। মা বলিলেন,—"এ ত কত সুন্দর সুন্দর গান করে কত মেডেল পেয়েছে। ওকে আজ এখান থেকেও মেডেল দেওয়া হবে, কি বল?"

এই বলিয়া মা অমূল্যদাদার মেয়ে সতীকে কি যেন আনিতে বলিলেন। সতী একটু পরে একখানা ভাঁজ করা খাম আনিয়া মায়ের হাতে দিল। মা খামটি নিজের হাতের মধ্যেই রাখিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহারও এস্থানে উল্লেখ প্রয়োজন।

কাশীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মায়ের হাতে একটি ছোট পিতলের গোপালমূর্ত্তি আনিয়া দিল। গোপালের পরিধানে পীত রংএর ঘাগড়া, গলায় সোনার মটর মালা, মাথায় সোনার মুকুট। মুখখানা অতি সুন্দর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আদর করিয়া গোপাল-মূর্ত্তিটিকে নিজের কোলে বসাইলেন। মৃণালিনী সকলের সম্মুখে মাকে গোপালজীর ইতিহাস শুনাইতে সুরু করিল।

গোপালমূর্ত্তিটি সে বৃন্দাবন হইতে আনাইয়াছিল। মা নাকি তাহাকে মানস-পূজা করিতেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সে নিত্য বিধি-মতই পূজা করিয়া আসিতেছে।

চারি মাস পূর্বের ঘটনা। মৃণালিনীর বাড়ীর পূজারী হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় তাহার জামাতা আসিয়া নিয়মিতভাবে পূজা সমাপ্ত করিয়া শয়ন দিয়া যাইত। একদিন নাকি শয়ন দিয়া পূজারী চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই গোপালজীকে আর পাওয়া গেল না। সকলেরই সন্দেহ হইল নূতন পূজারীর উপর। কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করিল না যে সে নিয়াছে।

কিছুদিন পরে একদিন যতীনবাবুর বাড়ীর ঝি কাজে না আসাতে তাহাদের বাসার পাচিকাকে তাহার বাড়ী খবর নিতে পাঠান হইয়াছে। সে ঝি'র বাসা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই মৃণালিনীকে সংবাদ দিল যে সে গোপালজীকে ঝি'র বাড়ীতে দেখিয়া আসিয়াছে। মৃণালিনী তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়া গোপালকে লইয়া আসে। ঝি বলিল যে সে চুরি করে নাই। তবে ১৫।১৬ দিন পূর্বে একজন লোক আসিয়া তাহাকে গোপালটি দিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, এইরূপ দীর্ঘ ২॥ মাস পরে গোপালজীকে ফিরিয়া পাওয়া গেল। আজ মৃণালিনী গোপালজীকে মাকে দেখাইতে আনিয়াছে।

সতী মা'র হাতে যে খামটি দিয়াছিল সেইটির মধ্য হইতে মা একটি বড় তুলসীপত্র বাহির করিয়া গোপালজীর চরণে দিলেন। তুলসী পত্রটি শুষ্ক। তাহাতে চন্দন ও কেশর দিয়া কিছু লেখা আছে।

মা তাহার মেয়েকে পুরস্কার স্বরূপ গোপালজীর চরণ হইতে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীটি উঠাইয়া নিতে বলিলেন,—"ঐ নারায়ণ স্বামীর হাতে দেও। কি লেখা আছে সে তোমাকে পড়ে শুনিয়ে দেবে।"

নারায়ণ স্বামিজী পড়িয়া শুনাইলেন, তুলসীর উপরে দেবনাগরী অক্ষরে লেখা আছে,—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওঁ শ্রীসীতারাম। শ্রী রাধে শ্যাম, শ্রী রাধে গোবিন্দ।"

মা বলিলেন,—"এই তুলসী চারখারীর রাজমাতা পাঠিয়েছে। কিন্তু এই শরীর আর কোথায় রাখবে! তাই এই শরীরের মা-বাবা-বন্ধুদের কাছেই রেখে দেয়।"

মুক্তি মহারাজ বলিয়া উঠিলেন—"মা বুঝি তার ছেলেদের কাছে রাখেন না?"

নারায়ণ স্বামিজী জবাব দিলেন, "ছেলেদের কাছে রাখলে, পাছে তারা রক্ষা না করতে পারে;—সেইজন্য মা সেখানে রাখতে দেন না।" এই কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

মা তখন আর একটি তুলসী বাহির করিয়া মুক্তি মহারাজকে দিলেন। নারায়ণ স্বামিজীকেও দিলেন। তাহার পর একে একে উপস্থিত অনেকেই মা'র হাত হইতে মন্ত্র লেখা তুলসী গ্রহণ করিল।

বৃদ্ধ সুরেন সান্যাল মশাইও বসিয়াছিলেন। মা তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন,—"ইচ্ছা করলে নিতে পার বাবা।" কিন্তু তিনি জানাইলেন যে তুলসী পত্রে ৺বিশ্বনাথের নাম নাই তাই তিনি উহা লইতে চান না। কিন্তু মা পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সান্যাল মশাই এইবার বলিলেন,—'যদি আপনি বলেন যে এটা নিয়ে আমার উপকার হবে, তবে নিতে পারি।'

এবার মা নীরব রহিলেন। তখন সান্যাল মহাশয় মা'র হাত হইতে একটি তুলসী পত্র লইয়া বলিলেন, 'আমি কিন্তু জপ ধ্যান করতে পারব না।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৭ই নভেম্বর ১৯৫৬।

মহর্ষি আশ্রমের প্রেসিডেন্টের সহকর্মী ভদ্রলোক সকালে বহুক্ষণ ধরিয়া মা'র সঙ্গে একান্তে আধ্যাত্মিক আলোচনা করিলেন। মহর্ষির জীবনের অনেক অনুভূতির কথাও মাকে বলিলেন। দীর্ঘকাল মহর্ষির সঙ্গলাভের সুযোগ তিনি পাইয়াছেন। মা'র সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে বারবারই বলিতেছিলেন—'সাধন পথে চলিতে চলিতে এমন একটা স্থিতি আসিয়া যায় যেখান হইতে উপরে ওঠা মানবীয় চেষ্টায় সম্ভব নহে। সেইখানেই বিশেষ কৃপার আবশ্যকতা। মায়ের কৃপা আমি তাই কাতর ভাবে প্রার্থনা করিতেছি।'

মা—"তাঁর কৃপা ত সর্বদা আছেই। —এই বিশ্বাস রেখে সেই পথে চলবার চেষ্টা করা।" মনে হইল ভদ্রলোক মা'র এ উত্তরে অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

তিনি আশ্রমের পক্ষ হইতে মাকে বারবার করিয়া একবার রমণাশ্রমে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন, যে তাঁহার বিশেষ সুদৃঢ় বিশ্বাস যে মা'র উপস্থিতিতে সেখানকার সাধকমণ্ডলীর বিশেষ ভাবে উপকার হইবে। মা শুধু বলিলেন,—"যখনই এই ছোট মেয়েটাকে নিয়ে যাবে, তখনই যাবে।"

আজ কান্তিভাই প্রভৃতি কয়েকজনকে হরিদ্বার পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পরে ত মা সেখানে যাইতেছেনই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৮ই নভেম্বর ১৯৫৬।

সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে মা'র হরিদ্বার যাত্রা

আজ সকালে ১১টায় দেরাদুন এক্সপ্রেসে মা হরিদ্বার রওয়ানা হইলেন। মা'র সঙ্গে পরমানন্দ স্বামিজী, বুনি, শোভা, মৃণালিনী প্রভৃতি ১২।১৩ জন গেল। আগামী ১৩ই প্রাতঃকাল হইতেই হরিদ্বার সপ্তঋষি আশ্রমে সংযম সপ্তাহ আরম্ভ হইবে। ১৮ই রাত্রিতে সমাপ্ত হইবার কথা।

কথা হইয়াছে মা ৯ই ও ১০ই—এই দুই দিন হরিদ্বারে যোগীভাইয়ের ধর্মশালায় থাকিয়া ১১ই সপ্তঋষি আশ্রমে যাইবেন। যোগীভাই বিশেষ ভাবে প্রার্থনা জানাইয়াছেন তাঁহার ওখানে মা যাহাতে ২।১টি দিন থাকিয়া যান। যোগীভাইও সেখানেই আছেন। তাই মা তিন দিন পূর্বেই হরিদ্বার রওয়ানা হইয়া গেলেন।

১০ই নভেম্বর ১৯৫৬।

গতকাল রাত্রে হরিদ্বার হইতে তার আসিয়াছে যে মা গতকাল সকালে ওখানে ভালমত পৌঁছিয়াছেন এবং যোগীভাই-এর ওখানেই আছেন।

শ্রীরমণ মহর্ষির আশ্রমের পার্টি এই কয়দিন এখানে থাকিয়া আজ বৈকালে এলাহাবাদ রওয়ানা হইয়া গেল। এই কয়দিন তাহারা আশ্রমে থাকিতে পাইয়া খুবই আনন্দ পাইল। আর একটি কথা—গত ৬ই সকালে মা শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার গুরুদেব শ্রীবিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সঙ্গে পরমানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা—"আচ্ছা, বাবা! তুমি সঙ্গে সঙ্গেই রেখো।"

সান্ন্যাল মশাই—'আচ্ছা পকেটে রাখব'। একটু পরে আবার বলিলেন,—'বাক্সে রেখে দেব।'

বৃদ্ধ শঙ্করানন্দ স্বামিজীও মা'র হাত হইতে একটি তুলসীপত্র চাহিয়া লইলেন।

তুলসী পত্রে নাম লিখিয়া দিলে তাহাকে দীক্ষা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা?

সেইদিন সৎসঙ্গে প্রশ্ন উঠিল যে মা যখন এইভাবে তুলসীর উপর দিয়া সকলকে নাম ও মন্ত্র দিলেন, তখন তাহা দীক্ষা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কিনা? কেহ কেহ মত প্রকাশ করিলেন যে শ্রদ্ধা পূর্বক যদি মা'র হাত হইতে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই দীক্ষা বলিয়া মানিয়া লয়, তবে তাহা দ্বারা দীক্ষার কাজ অবশ্যই হইবে।

মা'র লীলার কোন সীমা নাই। কি দিয়া মা কি করেন তাহা কে বলিতে পারে! মা যেন কিছুই জানেন না। খালি বলিলেন,—"দিদি কয়েকদিন থেকেই এই তুলসীগুলার কথা বলছে। আজ তাই একটা ব্যবস্থা এইভাবে হইয়া গেল।"

৬ই নভেম্বর ১৯৫৬।

আগামী পরশু মা'র সংযম সপ্তাহ উপলক্ষে হরিদ্বারে রওয়ানা হইবার কথা হইয়াছে। মা খুব সম্ভবতঃ সপ্তাহ শেষ হইলেই কাশীতে ফিরিয়া আসিবেন। আমি তাই উপস্থিত এখানেই রহিলাম।

CC-0. In Public Domain. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশী আশ্রমে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরমণাশ্রমের প্রেসিডেন্ট

আজ সকালে কলিকাতা হইতে দক্ষিণভারতীয় শ্রীরমণাশ্রমের প্রেসিডেন্ট, তাঁহার একজন সহকর্মী শ্রীমতী তালেয়ার খান্ এবং মহর্ষি রমণের একজন ভক্ত মহিলা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ৩।৪ দিন তাঁহাদের এখানে থাকার কথা।

যখন মা গতবার দক্ষিণ ভারতে গিয়াছিলেন তখন শ্রীমতী তালেয়ার খান্ মা'র জন্য বিশেষভাবে সর্বপ্রকার ব্যবস্থাদি করিয়াছিলেন। মাকে রমণাশ্রমেও নিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে মা'র হাত দিয়াই আশ্রমের উপাসনা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। শোনা যায় মহর্ষি রমণের দেহরক্ষার পরে আশ্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া কিছু দলাদলির সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে মহর্ষির ভ্রাতুষ্পুত্রই প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হইয়াছেন। শ্রীমতী তালেয়ার খান মহর্ষির ভক্তদের মধ্যে একজন বিশেষ বিদূষী ও ক্ষমতাশালিনী রমণী। বর্ত্তমানে পূর্বোক্ত দলাদলির সমাপ্তি এবং মহর্ষির সমস্ত ভারতব্যাপী অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে পরিচালনা সংক্রান্ত প্রচারের কার্যেই তাঁহারা কয়েকজন এবার সমস্ত উত্তর ভারত পরিভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।

কাশীর খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ নাথ মহর্ষি রমণেরই শিষ্য। তিনি এবং পানু উভয়ে মিলিয়া ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য গিয়াছিল। তাঁহারা আসিলে পানু এবং ডাঃ নাথ উভয়েই তাঁহাদের আশ্রমে থাকিবার জন্য অনুরোধ করে। তাঁহারাও সে সাদর আহ্বান উপেক্ষা না করিয়া আশ্রমেই থাকিতে রাজী হ'ন।

রমণাশ্রমের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য ২ জন যদিও মা'র সহিত বিশেষ পরিচিত নহে, কিন্তু শ্রীমতী তালেয়ার খান ত মা'র আশ্রমে থাকিবার সুযোগ পাওয়ায় মহা সুখী। ধর্মে পার্শি হইলেও মার প্রতি তাঁহার অসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রমে প্রবেশ দ্বারের সম্মুখেই সপ্তঋষির নামে প্রতিষ্ঠিত সাতটী পাকা কুঠিয়া আছে। সেই সব ঘরে সাধু মহাত্মাদের থাকিবার বেশ সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আশ্রমের ঠিক মধ্যভাগে মহাদেবের মন্দির তাহার চতুঃস্পার্শে অলিন্দে সপ্তঋষিদের প্রস্তর নির্মিত মূর্ত্তি সজ্জিত। আর একদিকে পণ্ডিত মালব্যজীর বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি। তাহার পিছনে বিরাট সৎসঙ্গ ভবন নির্মিত হইতেছে। হলের ছাত প্রভৃতির কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহারই উপর সামিয়ানা লাগাইয়া এবং চারিদিকে কানাৎ দিয়া ঘিরিয়া সংযম সপ্তাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। হলের মধ্যে পরমহংস রামতীর্থ মহারাজের দণ্ডায়মান প্রস্তর মূর্ত্তি।

একপার্শ্বে সুন্দর একটি অতিথিশালা। মায়ের থাকিবার বন্দোবস্ত নাকি সেখানেই হইয়াছে। দুই পার্শ্বে অন্যান্য কয়েকটি কুঠিয়াতে এবং অনেকগুলি তাঁবু লাগাইয়া ভক্তদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা যথাসাধ্য আশ্রমোচিত হইয়াছে। অদূরেই গঙ্গা প্রবাহিতা, সুতরাং স্নানাদির কোনই অসুবিধা নাই।

ত্যাগমূর্ত্তি গোস্বামী শ্রীগণেশ দত্তজীই সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। ঐ আশ্রমটীর প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক তিনিই। প্রকৃতই তিনি ত্যাগ ও তপস্যার জীবন্ত প্রতীক। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও এক টুকরা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়াইয়া চলিতেছেন। সমস্ত পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাবের সন্নিকট স্থান সমূহে তিনি জনসাধারণের বিশেষ প্রিয় এবং পরিচিত। লোকসেবা এবং সমাজ-কল্যাণে তাঁহার দানের সীমা নাই।

যোগীভাইয়ের সিমলাস্থিত রাজবাড়ীতে বৎসর কয়েক পূর্বে তিনি নাকি মাকে দর্শন করিয়া একান্তই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই দর্শনের অনুভূতি এবং বর্ণনা প্রকাশ্য ভাবেই বহু স্থানে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

দিল্লীর অবসরপ্রাপ্ত Executive Engineer রায়বাহাদুর নারায়ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাশজীও এই সংযম সপ্তাহের কাজে গোস্বামিজীকে অক্লান্তভাবে সাহায্য করিতেছেন শুনিলাম; তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ। তথাপি তাহা লইয়াই তিনি দিবারাত্রি কাজ করিয়া যাইতেছেন।

ভক্তগণ বিভিন্ন স্থান হইতে ওখানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। উহারা সংখ্যায় তিন শতাধিক হইবে। প্রায় সকলেরই ঐ স্থানেই বা নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রমে থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীহরি-বাবাজী, অবধূতজী, যোগেশ ব্রহ্মচারীজী, বম্বের স্বামী কৃষ্ণানন্দজী, যোগীভাই প্রভৃতিও ঐ আশ্রমেই এক একটি কুঠিয়াতে স্থান লইয়াছেন।

টিহরীর মহারাজা-মহারাণী, অম্বের রাজাসাহেব প্রভৃতিও আসিয়া-ছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ আশ্রমের অনতিদূরে বিড়লা হাউসে আছেন।

সৎসঙ্গ ভবনটি সপ্তাহ উপলক্ষে খুব সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছে। হলের ভিতরে পূর্বদিকে চৌকির উপর সাধু মহাত্মাদের বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মধ্যভাগে ব্যাসাসন এবং অপর পার্শ্বে মায়ের বসিবার জন্য আসন করা হইয়াছে। ঠিক সম্মুখভাগে কীর্ত্তনীয়াগণ এবং আশ্রমস্থ ব্রহ্মচারীদের বসিবার স্থান। হলের অবশিষ্ট স্থানে স্ত্রী ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে ভাগ করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রাচীর গাত্রে নানা দেবদেবীর সুসজ্জিত মূর্ত্তি। বিভিন্ন স্থানে মাতৃ এবং অন্যান্য মহাপুরুষ বাণী অঙ্কিত করা হইয়াছে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও প্রাতঃ ৮টা হইতে ৯টা পর্যন্ত এবং অপরাহ্নে ৩টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সমবেত ধ্যান ও জপের সময় রাখা হইয়াছে। সকাল ৯টা হইতে ১২৷৷টা পর্যন্ত, অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৫টা পর্যন্ত এবং রাত্রিতে ১০টা পর্যন্ত সৎসঙ্গ হয়। যথারীতি শ্রীহরিবাবাজীর কীর্ত্তন, অবধূতজীর এবং যোগেশ ব্রহ্মচারিজীর সারগর্ভ ভাষণও চলিতেছে। সপ্তাহের প্রথম দিন প্রাতঃকালে গোস্বামিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী, নারায়ণ স্বামিজী, মুক্তি মহারাজ প্রভৃতি কয়েকজন ছিলেন। মা'র ভোগের ব্যবস্থাও ঐখানেই হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে আগত যতীশদা, অনিল গাঙ্গুলী, রমণ মহর্ষির আশ্রমের সকলেও মা'র সঙ্গে গিয়াছিল।

মায়ের উপর কবিরাজ মহাশয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অসীম। সর্বশাস্ত্রে এত বড় পণ্ডিত হইয়া এবং এইরূপ একজন উচ্চস্তরের সাধক হইয়াও এরূপ নিরভিমান ব্যক্তি সত্যই দুর্লভ। মা'র নিকট যেন একটি ক্ষুদ্র শিশুর মত থাকেন।

১২ই নভেম্বর ১৯৫৬।

হরিদ্বার হইতে লিখিত বুনির পত্রে জানা গেল যে মা'র শরীর একপ্রকার ভালই আছে। গতকাল পর্যন্ত মা'র যোগীভাইয়ের ওখানেই থাকার কথা ছিল। কলিকাতা হইতে ডাঃ নলিনী ব্রহ্ম মহাশয় সস্ত্রীক, নকুড়বাবুর স্ত্রী, আলমোড়া হইতে ধরণীধর যোশী, হরিরাম যোশী প্রভৃতি আরও অনেকে ইতিমধ্যেই হরিদ্বারে মা'র কাছে আসিয়া গিয়াছেন।

১৩ই নভেম্বর ১৯৫৬।

বুনির পত্রে জানা গেল ইতিমধ্যে একদিন মা'র পেটে আবার খুব ব্যথা হয়। সেইদিনই বার্লি মাঠা প্রভৃতি খাইয়াছিলেন। গতকাল কিছুই খান নাই।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরশু ভোরে বৃন্দাবন হইতে হরিবাবা মহারাজের ভক্ত এবং শিষ্যেরা সকলে গিয়া হরিদ্বারে পৌঁছিয়াছে। স্বরূপানন্দ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। শ্রীহরিবাবাজী পরে দিল্লী হইয়া মোটরে প্রায় বেলা ১২ টায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অবধূতজীও ২।৩ দিন হয় ওখানেই আছেন। ইহারা সকলেই রাজা সাহেবের ওখানেই আছেন।

আর-ও সংবাদ পাইলাম পরশু খাওয়া-দাওয়ার পরেই মা হরিবাবা মহারাজ, অবধূতজী প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া সপ্তঋষি আশ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গীয় অন্যান্য সকলেও সেখানেই গিয়াছেন। গতকাল হইতে সংযম সপ্তাহ সুরু হইয়াছে। তাই রাজা সাহেবও তাঁহার হরিদ্বারের বাসায় না থাকিয়া সপ্তঋষির আশ্রমেই গিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

১৬ই নভেম্বর ১৯৫৬।

হরিদ্বার হইতে পরমানন্দ স্বামিজী প্রভৃতির পত্রে জানিলাম সংযম সপ্তাহের ব্যবস্থা নাকি বেশ ভাল মতই হইয়াছে। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে ঋষিকেশের পথে গঙ্গার উপরে এই সপ্তঋষি আশ্রম। সপ্ত সরোবরও অতি নিকটেই। স্থানটি নাকি অতীব মনোরম এবং আশ্রম উপযোগী। পুরাকালে এইখানেই নাকি বিশ্বমিত্রাদি সপ্তঋষির আশ্রম ছিল। ঐখানে বসিয়াই তাঁহারা তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই স্থানটি নাকি এখনও এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ।

হরিদ্বারের সপ্ত-ঋষি আশ্রম। সংযম সপ্তাহ।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে হরিদ্বার আসিয়াছেন। কনখলে তাঁহার নিজের আশ্রম আছে, কাজেই তিনি আর সপ্তঋষি আশ্রমে আসেন নাই।

সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনেও তিনি পুনরায় আসিয়া সৎসঙ্গে বিশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাষণ দিয়া সকলকে আনন্দ দিয়াছেন।

সংযম সপ্তাহ পালন করায় লাভ

সৎসঙ্গের মধ্যেই মাকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল,—"সংযম সপ্তাহে কি লাভ হইল?" মা নাকি অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে রাত্রিতে ১৫ মিনিট মৌনের সময় যে এখন সকলে খুব শান্ত ভাবে বসিতে পারে ইহাই-ত পরম লাভ। প্রত্যহ ২ ঘণ্টা করিয়া ধ্যানে বসিবার অভ্যাসের ফলেই না এইরূপ হইয়াছে।

মা আরও বলিয়াছেন,—"আগে-ত এই ১৫ মিনিটের মধ্যেই কত রকম হাঁচি, কাশির আওয়াজ শোনা যাইত। তা ছাড়া কাহারও মনে এমন ভাবও আসিয়াছে যে এই সপ্তাহ আরও দীর্ঘদিন ধরিয়া চলুক। এটাও ত ভাল লক্ষণই।" মা আরও বলিয়াছেন,—"ধীরে ধীরে সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়—হচ্ছে। তবে তা সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। এই জন্যই এই শরীর সর্বদা বলে যে প্রত্যেক মাসে অন্ততঃ একটি দিন সংযমের নিয়ম পালন করা ভাল।"

ব্রতীদের সংখ্যা যাহা অনুমান করা হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেক্ষা কিছু বেশীই হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ৫০ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় ২৫০ জনের মত হইবে।

বুনিরও এক পত্র আসিয়াছে। তাহাতে জানিলাম আজই সকালে মা'র দিল্লী রওয়ানা হইবার কথা।

মা'র পেটে দীর্ঘ দিন ধরিয়া একটা ব্যথা চলিতেছে। ডাঃ গোপালদাদা তাই মায়ের নিকট বিশেষ প্রার্থনা জানাইয়াছেন যে মা হরিদ্বার হইতে ফিরিবার পথে যেন একবার দিল্লীতে X-Ray

CC-0. Haridwar Research Library. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করাইয়া আসেন। আমরা জানি মা'র দিক হইতে ইহার কোন প্রয়োজনীয়তাই নাই। কিন্তু তবু গোপালদাদার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই তিনি আজ দিল্লী যাইতেছেন।

২১শে নভেম্বর ১৯৫৬।

বুনির পত্রে জানিলাম হরিদ্বারে সংযম সপ্তাহের শেষ দিনে প্রাতঃকালে গোস্বামিজীর অনুরোধে সপ্তর্ষি আশ্রমের জমিতে একটি সংস্কৃত পাঠশালার ভিত্তি স্থাপন মা'র হস্ত দ্বারা করা হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে নাকি সেই স্থানে বহু লোক উপস্থিত ছিল।

১৯শে বেলা প্রায় ১২টায় মা মোটরে হরিদ্বার হইতে দিল্লী রওয়ানা হন। পাঞ্জাবের Supdt. Engineer শ্রীযুক্ত মহেশ তাঁহার গাড়ীতে মাকে দিল্লী লইয়া আসিয়াছেন। তাহা ছাড়া টিহরী মহারাজার একটি জীপ গাড়ীতে সঙ্গীয় কয়েকজন মা'র সঙ্গেই গিয়াছে।

হরিদ্বার হইতে দিল্লীর পথে

সপ্তর্ষি আশ্রম হইতে বাহির হইয়া দিল্লীর পথে মাকে ২।৩টি আশ্রমে ও মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। সঙ্গে শ্রীশ্রী হরিবাবাজী এবং অবধূতজীও ছিলেন। প্রচণ্ড বর্ষার জন্য রাস্তা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মা'র দিল্লী পৌঁছিতে প্রায় রাত্রি হইয়া যায়।

মা হরিদ্বার থাকাকালীন তাঁহার দর্শনের জন্য খ্যাতনামা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত মোদী ২ দিন আসিয়াছিলেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধে মা, শ্রীহরিবাবা এবং অবধূতজীকে লইয়া দিল্লীর পথে কিছুক্ষণের জন্য মোদিনগরেও মোদীর বাসায় নামিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার মনোমুগ্ধকর ভাষায় এই সংযম সপ্তাহ মহাব্রতের উপলক্ষ বর্ণনা করেন। গত বৎসর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সপ্তাহের সময় তিনি কিরূপে এই সপ্তঋষি আশ্রমে ষষ্ঠ সপ্তাহ মহাব্রতের আমন্ত্রণ জানান এবং শ্রীশ্রীমা কিভাবে তাঁহার সেই আমন্ত্রণ স্বীকার করেন—এই সকল কথা তিনি অতি সুললিত এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সর্বসমক্ষে প্রকট করেন।

দ্বিতীয় দিন সকালে সৎসঙ্গে মা একটি অদ্ভুৎ ঘটনার কথা সকলকে বলেন। সপ্তাহের প্রথম দিন রাত্রিতে মা নিজ কুটিয়াতে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ২টা হইবে। এমন সময় একজন সূক্ষ্মশরীর ধারী তেজস্বী বলিষ্ঠ শ্বেত বস্ত্রধারী দীর্ঘকায় ব্যক্তি মা'র নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পশ্চাতে ২ জন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত শিষ্যও ছিলেন। তাঁহারা তিন জনেই আসিয়া মাকে প্রণাম করেন। মা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন,—"আচ্ছা হয়।" তাহার পর যেন নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে মা'র মুখ হইতে "ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্, ভজ গোবিন্দম্ মূঢ়মতে"—এই শ্লোকটি বাহির হইতে লাগিল। মা'র মুখ হইতে ইহা শোনা মাত্রই ঐ সূক্ষ্মশরীর ধারী গুরু ও শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে বস্ত্র ও মনের সব রকমের পরিবর্ত্তন দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহাদের যেন "ঊর্দ্ধগতি" হইয়া গেল।

মা'র মুখে বলা একটি বিচিত্র ঘটনা

ঘটনাটি মা'র মুখ হইতে শুনিয়া সকলেই বিশেষভাবে আশ্চর্য হইয়া গেল। মা'র নিকট এই জাতীয় ঘটনা অহরহই ঘটিতেছে। কিন্তু মা এই সব কথা সাধারণতঃ সকলকে বলেন না। আজ মা'র কি খেয়ালে ইহা প্রকাশিত হইয়া গেল কে জানে!

সপ্তঋষি আশ্রমের আবহাওয়ার ভিতরেও এক অপূর্ব বিশেষত্ব আছে। কোন সূক্ষ্মশরীরী মহাত্মা তাঁহার শিষ্যদের সঙ্গে লইয়া ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানে হয়ত মা'রই প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। এখন মা'র দর্শনে যে তাঁহারা চিরতরে জন্মমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া গেলেন না একথা কে বলিবে! মা'র অলৌকিক কৃপা-বর্ষণ যে কাহার উপর কখন কিভাবে হইতেছে তাহা অনুধাবন করা আমাদের কি কাহারও পক্ষে সম্ভব!

রাত্রিতে ৯টার পর মাতৃসঙ্গের অন্তর্গত আধঘণ্টার সময় এবারও রাখা হইয়াছে। কখনও কখনও মা প্রশ্নের জবাব দেন। কখনও বা,—'হে ভগবান, হে ভগবান' বা 'হরিবোল হরিবোল' বা 'অচ্যুতম্ কেশবম্' ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন করিয়া উপস্থিত সকলকে আনন্দ দেন।

১৯শে নভেম্বর ১৯৫৬।

হরিদ্বার হইতে পত্র আসিয়াছে। মা'র শরীর মোটামুটি ভালই আছে। তবে মাঝে মাঝে পেটের গোলযোগ আছে।

সংযম সপ্তাহ খুব সুন্দর ভাবেই হইয়াছে। সপ্তাহের চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ১৫ই তারিখে ঋষিকেশ পরমার্থ নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী স্বামী শুকদেবানন্দজীকে মোটরে করিয়া সপ্তঋষি আশ্রমে আনা হইয়াছিল। তিনি ঐদিন মা'র ওখানেই ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। সকালে রামায়ণের উপর তিনি খুব সুন্দর একটি ভাষণ দিয়াছিলেন।

ঐ দিনই অপরাহ্নে বম্বের সন্ন্যাস আশ্রমের মহামণ্ডলেশ্বর শ্রী ১০০৮ স্বামী মহেশ্বরানন্দজী মহারাজও সৎসঙ্গে ভাষণ দিয়াছিলেন। মা'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অসীম। সংযম সপ্তাহ উপলক্ষেই তিনি বম্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য নামেন। মা এবং মহাত্মাদের স্বাগত করিবার জন্য বেশ সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বালকেরা সুন্দর সুন্দর লীলা-পদ গান করিয়া শুনাইয়াছে। মা নিজ হস্তে ছেলেদের মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছেন।

বেলা প্রায় ১০টার সময় মা বৃন্দাবন আশ্রমে আসিয়া পৌঁছান। বিশাল ভাগবৎ ভবন এবং গীতা ভবনের নির্মাণ কার্য্য এখনও চলিতেছে। আশা করা যায় আগামী শিবরাত্রি ও দোলপূর্ণিমার সময় হয়ত উভয় ভবনের উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হইবে।

আজই বিকালে মা'র বৃন্দাবন হইতে রওয়ানা হইয়া আগামী-কাল দ্বিপ্রহরে কাশী আসিয়া পৌঁছিবার কথা।

২৪শে নভেম্বর ১৯৫৬।

বেলা প্রায় ১॥টার সময় মা আসিয়া পৌঁছিলেন। মা'র শরীর বেশী ভাল দেখিলাম না। বিশ্রামও একেবারেই হইতেছে না।

বৃন্দাবন হইতে গতকাল ৫টায় শ্রীযুক্ত ভার্গবের গাড়ীতে মা হাথরাস রওয়ানা হ'ন। সন্ধ্যা ৬॥টায় হাথরাস পৌঁছিয়া মাকে প্রায় ২ ঘণ্টার উপর ষ্টেশনে বসিয়া থাকিতে হয়। রাত্রি ৮-৩৫ মিনিটে Upper India Express-এ মা কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন।

ভারত সরকারের Railway Board এর সভাপতি শ্রীযুক্ত ঘনানন্দ পাণ্ডেজী মা'র বিশেষ ভক্ত। তাঁহার ব্যবস্থায় মা'র জন্য একটি কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করিবার ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই করা ছিল। Northern Railway'র General Manager শ্রীযুক্ত কৌল (কাশ্মিরী ভদ্রলোক)।

CC0. In Public Domain. Shri Mahavidyalaya Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিও মা'র যাতায়াতের ব্যবস্থা অনেক বারই নিজ হইতে করিয়া দিয়াছেন। ভদ্রলোক মা'র পূর্ব পরিচিত।

শিলং-এর Conservator of Forests শ্রীযুক্ত মোহনলালের পুত্র আনন্দ বর্তমানে আগ্রাতে ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার মা কমলা-ও ছেলের নিকট আগ্রাতেই আছে। তাহারা ২ জনেই মা'র সঙ্গে ট্রেনে হাথরাস হইতে টুণ্ডলা পর্যন্ত আসিয়া নামিয়া যায়। কাশীর পথে এটোয়া, কানপুর, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্টেশনে মা'র দর্শনের জন্য অসংখ্য ভক্ত আসিয়াছিল।

২৫শে নভেম্বর ১৯৫৬।

সংযম সপ্তাহের সময়ের অপর একটি ঘটনা আজ শুনিলাম। সৎসঙ্গ ভবনে সকালে ৮টা—৯টা পর্যন্ত যখন সমবেত ভাবে ধ্যান-জপ হইত তখন প্রত্যহই মা দেখিতেন তিনটি চড়াই পাখী হলের মধ্যে উড়িতে থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে হলটির নির্মাণকার্য তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। ছাত ছিল না, সুতরাং এরূপ স্থানে চড়াই পাখীর বাসা থাকা প্রায় অসম্ভব। ঐ ৩টি চড়াইয়ের সহিত ২টি কবুতরও নাকি ঠিক মৌনের সময় আসিয়া উপস্থিত হইত। উহাদের দেখিয়া মা'র খেয়াল হয়— যদি তোমরা বিশেষ কেহ হও তবে এই শরীরটার কাছে এস।" আশ্চর্য মা'র ঐরূপ খেয়াল হওয়া মাত্রই চড়াই তিনটি উড়িতে উড়িতে একেবারে মা'র নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইরূপ ঘটনা অনেক সময়ই মা'র নিকটে ঘটিতে দেখিয়াছি। এইভাবে

সংযম সপ্তাহের আর একটি ঘটনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানটা 'নাকি খুবই সুন্দর সাজান। সৎসঙ্গ ভবনও আছে। সেখানে মা ও মহাত্মাদের বসাইয়া সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। সঙ্গীয় সকলকে দুধ চা প্রভৃতি দিয়া আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

মোদিনগরে প্রায় ঘণ্টাখানেক থাকিয়া সকলে পুনরায় দিল্লীর পথে রওয়ানা হন। দিল্লীর নিকটেই একস্থানে পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মা'র গাড়ী আটকাইয়া যায়। অনেক কষ্টে গাড়ী ঠেলাঠেলি করিয়া পার করিয়া দেওয়া হয়। মাকে মাটি কাদার উপর দিয়া কিছুটা পথ হাঁটিয়াই পার হইতে হইয়াছে।

শ্রীহরিবাবাজী দিল্লীতে সর্বদাই তাঁহার ভক্ত শ্রীআদিত্য নারায়ণজীর বাসাতে ওঠেন। মা তাই দিল্লীতে পৌঁছিয়া সর্বপ্রথমে তাঁহাকে ঐ বাসাতে পৌঁছাইয়া দিয়া পরে কালকাজী আশ্রমে যান। অবধূতজী মহারাজ মা'র সঙ্গে আশ্রমেই গেলেন।

গতকাল সকালে অবধূতজী মহারাজ ট্রেনে বৃন্দাবন রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। মা'রও আজ পৌঁছিবার কথা। তিনি তাই একদিন পূর্বেই চলিয়া আসিয়াছেন।

এইবার মা দিল্লীতে ডাঃ সন্তোষ সেনের নার্সিং হোমে X-Ray করাইবার জন্য ঠিক দশটায় উপস্থিত হ'ন। ডাঃ সন্তোষ সেনের স্ত্রী সীতাও একজন বিশেষ খ্যাতনামা চিকিৎসক। তিনি মাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করেন। পরে ২ বার X-Ray নেওয়া হয়।

ডাঃ সেন যদিও মা'র প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তথাপি মা'কে সর্ব সাধারণের মত নার্সিং হোমে লইয়া গিয়া পরীক্ষা করান বা X-Ray তোলা অনেকের ঠিক ভাল লাগে নাই। পূর্বেই বলিয়াছি মা'র দিক হইতে এই সবের কোনই আবশ্যকতা নাই। আর মা'র শরীরে আজ পর্যন্ত কখনও কিছু চিকিৎসা করানও চলে নাই। তবুও কেবলমাত্র

CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাঃ গোপালদাদার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই মা এই X-Ray তোলাতে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। ইহাও মা'র এক লীলাই বলিতে হইবে। মা কোন লীলা দ্বারা কখন কাহার কী করেন আমাদের পক্ষে তাহা বোঝা অতীব দুঃসাধ্য।

যাহা হউক, চিঠিতে আরও জানিলাম যে X-Ray Plates না দেখিয়া ডাঃ সেন ও তাঁহার স্ত্রী কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং পরীক্ষার ফলাফল পরেই জানা যাইবে। মা'র শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই যে X-Ray তে যেন সব ভালই থাকে—তবেই গোপালদাদাও আশ্বস্ত হইবেন আমরাও নিশ্চিন্ত হইব।

গতবৎসর শ্রীহরিবাবাজী ঐ নার্সিং হোমেই প্রায় তিন সপ্তাহের উপর ছিলেন। সেই সময় মা দিনের মধ্যে অনেক সময় ২।৩ বার করিয়াও নার্সিং হোমে গিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। ডাঃ সেনই তাঁহার operation করিয়াছিলেন। পুনরায় কিছু গোলমাল হওয়ায় শ্রীহরিবাবাজীও গতকাল মা'র উপস্থিতিতে নার্সিং হোমে গিয়া ডাঃ সেনকে দিয়া পরীক্ষা করাইয়াছেন।

২৩শে নভেম্বর ১৯৫৬।

বৃন্দাবনের পত্রে জানিলাম মা'র শরীর একপ্রকার চলিতেছে। ২১শে ভোর প্রায় ৫॥০ টায় শ্রীযুক্ত মহেশের বাড়ীতেই মা দিল্লী হইতে বৃন্দাবন আসিয়াছেন। সঙ্গে টিহরীর জীপ গাড়ীও ছিল। শ্রীহরিবাবাজী তাঁহার ভক্তের গাড়ীতেই আসিয়াছেন।

বৃন্দাবন হইতে কিছু দূরে ছাতা নামক একটি গ্রামের এক স্কুলে শ্রীহরিবাবাজীর ভক্তদের অনুরোধে মা এবং অন্যান্য সকলে কিছু সময়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কতরূপে কতভাবে যে কত কেহ মা'র নিকট আসা যাওয়া করে তাহার নির্ণয় কে করিতে পারে!

সকালে অন্নপূর্ণার নাটমন্দিরে সৎসঙ্গ হইতেছে। একজন প্রশ্ন করিলেন,—"কোনও স্থানে যেতে হলে কতরকমই-ত যানবাহনের ব্যবস্থা আছে। ভগবানের নাম-ও কত। কিন্তু কোন নাম নিলে তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায়?"

মা—"ভগবানের সব নামেই শক্তি আছে। তুমি যে নামই নেও না কেন, সেই নামের দ্বারাই তোমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পার। বেগের কথা, গতির কথা যা বলিলে—সেটা নির্ভর করে সাধকের সাধনার ইচ্ছার তীব্রতার উপর। যদি তীব্র সাধনা হয় তবে শীঘ্র পৌঁছান যায়। আর যদি গাত ধীর হয় তবে পৌঁছিতে দেরী হয়।"

২৭শে নভেম্বর ১৯৫৬।

বেলা প্রায় ২টার সময় মা বিন্ধ্যাচল রওয়ানা হইয়া গেলেন। আমিও মা'র সঙ্গেই চলিলাম। অনেকদিন হইতেই কথা চলিতেছিল যে কিছুদিন বিন্ধ্যাচলে থাকা আমার পক্ষে উপকারী হইতে পারে। কিন্তু এতদিন তাহা হইয়া ওঠে নাই। কাজেই এই সুযোগে আমারও যাওয়া হইল।

মা'র বিন্ধ্যাচল যাত্রা

আমাদের সঙ্গে দিদিমা, মুক্তি মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই প্রায় ২০।২২জন ৫খানি গাড়ী ভর্ত্তি করিয়া চলিলেন। আমরা বহু লোকই মা'র সঙ্গে চলিয়াছি, তবুও দেখিয়াছি; এই বিন্ধ্যাচলেই মা'র কিছুটা বিশ্রাম মিলে। এখানে মা নিজ খেয়ালে ওঠেন বসেন। যখন খেয়াল হয় বহুক্ষণ আপন মনে হাঁটাহাটি করিয়া বেড়ান, আবার কখন-ও বা

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ত দীর্ঘ সময় ধরিয়া শুইয়াই থাকেন। বিন্ধ্যাচল আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেশটিও সুন্দর। নির্জ্জন, নীরবতার মধ্যে, অগণ্য বৃক্ষরাজি পরিবেষ্টিত হইয়া আশ্রমটি যেন শান্তির কোলে শুইয়া আছে। আশ্রম হইতেই দেখা যায় দূরে ধীর মন্থর গতিতে গঙ্গা আপন মনে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। সে গঙ্গার রূপ গৈরিক। আর তার উভয় পার্শ্বের দিগন্ত বিস্তৃত নির্জন প্রান্তরে যে মৌন গম্ভীরতা আছে তার প্রশান্তি হৃদয়ের আবেগকে করে প্রশান্ত, অনাবিল ও উদার। এইসব কারণেই আমরা অনেককে সঙ্গে লইয়াও আনন্দচিত্তেই বিন্ধ্যাচলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

২৮শে নভেম্বর ১৯৫৬।

মায়ের সঙ্গে আমরা বিন্ধ্যাচলে পৌঁছিয়াছি। এখানকার আশ্রমটি বিন্ধ্যাচলে মা দোতলা। আমি মায়ের ঠিক নীচের ঘরটিতেই আছি। দিদিমা-ও আমার ঘরেই আছেন।

২৯শে নভেম্বর ১৯৫৬।

আজ কিছুদিন হয় মায়ের কানের মধ্যে একটা ব্যথা চলিতেছে। এবার যখন মা হরিদ্বার হইতে দিল্লী যান, সেই সময়-ই পথে ঠাণ্ডা লাগিয়া ইহার সূত্রপাত হয়। সেই হইতেই সর্বদাই কানে কেমন যেন একটা শব্দ বাজিতে থাকে—আবার মাঝে মাঝে কান বন্ধ-ও হইয়া যায়। কাশীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার নাথ এই সংবাদ পাইয়া মাকে আজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এখানে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি মা'র কান ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কানের মধ্যে অনেক ময়লা জমিয়া রহিয়াছে। তাহা পরিষ্কার করা দরকার।

মা'র কান ইত্যাদি পরিষ্কার করার খেয়াল কখনও দেখা যায় নাই। আর মা'র ত সবই বিপরীত। শেষে কি করিতে কি হইয়া যাইবে ভাবিয়া আমরা তখনই কান পরিষ্কার করানতে স্বীকৃত হইলাম না। ডাঃ নাথ নিরাশ হইয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন। মা'র শরীরে কোন ঔষধ প্রয়োগ করাও চলে না।

কান পরীক্ষা করার ফলে ব্যথাটা যেন আজ একটু বাড়িয়াই গেল। গরম তেল-আদি দেওয়াতেও বিশেষ কিছুই ফল হইল না।

৩০শে নভেম্বর ১৯৫৬।

রাত্রিতে মা'র কানের যন্ত্রণাটা একটু বেশীই ছিল। হঠাৎ শেষ রাত্রে মা'র খেয়াল হইল কাশী গিয়া ডাঃ নাথকে দিয়া কানটা পরিষ্কার করিয়া আসিবার। আজই আবার ডাঃ নাথ কাশীর বাহিরে কোথায় চলিয়া যাইবেন।

আমার ছোট ভগ্নী, ডাক নাম বেলু, মা'র পাশের ঘরেই শুইয়াছিল। মা তাহাকে ডাকিয়া মা'র কাশী যাইবার কথা পরমানন্দ স্বামিজীকে বলিতে বলিলেন। স্বামিজী সংবাদ পাওয়া মাত্র গাড়ী প্রস্তুত করাইয়া নিলেন। ভোর প্রায় ৫টার সময় সঙ্গে স্বামিজী, বেলু ও বুনিকে লইয়া মা কাশী রওয়ানা হইয়া গেলেন। মায়ের এ এক নতুন ভাব। তাই আমরা মায়ের হঠাৎ এইরূপ ভাবে ডাঃ নাথকে দেখাইবার জন্য কাশী যাইবার খেয়াল

মায়ের বিচিত্র ভাবান্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়াতে সকলে আশ্চর্য-ই হইলাম অথচ মা নিজের খেয়ালে যাইতেছেন —ইহার অন্তরালে কি কারণ আছে—কে বলিবে। তাই মায়ের এই খেয়ালের বিরুদ্ধে আমরা কোন কথা বলিতে সাহস পাইলাম না। নতুবা এইরূপ শরীর লইয়া এই ঠাণ্ডায় এতদূর মোটর করিয়া মা'র যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ত ছিল না—ডাক্তারকে সংবাদ দিলেই তিনি ছুটিয়া আসিতেন।

কাশীতে পৌঁছিয়া আশ্রমে প্রথমে না গিয়া মা ডাঃ নাথের বাড়ীতেই গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে মা আসিয়াছেন—কাজেই ডাক্তারবাবু মা'র আগমন বার্ত্তা পাইয়াই ছুটিয়া আসিলেন এবং তিনি আশ্রমে গিয়াই মাকে পরীক্ষা করিবেন বলায়, মাকে আশ্রমে নিয়া আসা হইল। আশ্রমেও মা হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সকলেই পরম বিস্মিত হইল। সকলেই লক্ষ্য করিল মা'র ভাবটা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিক।

মা আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সরাসরি উপরে চলিয়া গেলেন। উপরে গিয়াই আপন হাতে ভিতর হইতে মা'র বারান্দার প্রবেশ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাকে প্রণাম করার সুযোগও কেহ পাইল না। শুধু মা'র আদেশ পাইয়া পরমানন্দ স্বামিজী ও বেলু মা'র নিকট গেল। বুনিও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু মা কথা না কহিয়া আপন হাতেই তাহাকে ঠেলিয়া বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কী ব্যাপার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। মা'র ভাব অত্যন্ত গম্ভীর—কখনো মনে হইতেছে বোধহয় মা কিছু সময় নিজের ভাবেই থাকিতে চাহিতেছেন। অগত্যা আশ্রমবাসী সকলে এবং অন্যান্য কয়েকজন ভক্ত যাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল সকলেই দূর হইতেই মাকে প্রণাম করিয়া নিরস্ত হইল। মাকে বিরক্ত করিতে কাহারও সাহসে কুলাইল না।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অল্পক্ষণ পরেই ডাঃ নাথ তাঁহার যন্ত্রপাতি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা'র ঘরে গিয়া মা'র কান ধুইয়া সামান্য একটু ময়লা বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতে তখন-ই বিশেষ কোন ফল দেখা গেল না।

মা কাশী পৌঁছিয়াছেন প্রায় ৮ টায়। সকলে আশা করিয়াছিল হয়ত মা ভোগের পরে বৈকালের দিকে পুনরায় বিন্ধ্যাচলে ফিরিয়া যাইবেন। কিন্তু মা সাড়ে দশটার মধ্যেই আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। আর কি করা, তাড়াতাড়ি করিয়া মাকে বিশেষ কিছু খাওয়ান-ও গেল না। কারণ এত শীঘ্র যে মা রওয়ানা হইবেন তাহা কেহ ভাবিতে-ও পারে নাই। মা'র তৎকালীন ভাবে ও ব্যবহারে মনে হইল যেন বিশেষ কোন কাজে মাকে এখনই বাহির হইতে হইবে।

পরে অবশ্য শোনা গিয়াছিল যে মা নাকি কাশীতে গিয়া পরমানন্দ স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন,—"পরমানন্দ, ২।১টা দিন এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?" কিন্তু স্বামিজী মা'র কথার কোন বিশেষ উত্তর দেন নাই। তাই মা-ও নিজ খেয়ালে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন।

এইবার কন্যাপীঠ হইতে বিমলা-ও মায়ের সঙ্গে চলিল। দাশু গাড়ী চালাইতেছে। বুনি ও বিমলা সম্মুখে বসিল। পিছনে ছোট একটি টুলের উপর স্বামিজী বসিলেন, মধ্যখানে মা আর অপর দিকে নীচে বেলু বসিল। মা'র এই গাড়িটি ছোট বলিয়া সাধারণতঃ চালকের পাশে মা একজনের বেশী বসিতে দেন না। কিন্তু আজ ঘটনাচক্রে মা'র উপস্থিতিতেই দুই জন দাশুর পাশে বসিল। মা-ও কোন আপত্তি করিলেন না—কেমন যেন নীরব হইয়া রহিলেন। গাড়ী বিন্ধ্যাচলের পথে ছুটিল।

কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল যাইবার ২টি পথ আছে। প্রথমটি গিয়াছে রামনগর চুনার হইয়া। আর দ্বিতীয়টিতে চিল হইয়া গঙ্গা পার করিয়া

CC-0. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে হয়। তবে এই পথ কিছু সংক্ষিপ্ত কিন্তু বর্ষার সময় দীর্ঘ দিন ব্যাপিয়া ইহা বন্ধ থাকে। এখন-ও এই পথটি ব্যবহার যোগ্য না হইয়া ওঠায় মা আসিবার সময়-ও চুনার ও রামনগর হইয়াই আসিয়াছিলেন এবং এখন-ও ঐ পথে-ই ফিরিয়া চলিলেন।

মায়ের গাড়ী চুনার ষ্টেশন হইতে যখন ঠিক দুই মাইল দূরে তখন অকস্মাৎ বড়ই অদ্ভুত ভাবে এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। ঘটনাটি বড়ই বিস্ময়কর সন্দেহ নাই, তথাপি গতকাল হইতে আনুপূর্বিক যাবতীয় ঘটনা অনুধাবন করিলে স্পষ্টতঃ-ই বুঝিতে পারা যায়, প্রতিটি ঘটনার সহিত এই দুর্ঘটনাটি-ও সম্বন্ধ সূত্রে গাঁথা। মনে হয় যেন এই ঘটনাটি সংঘটিত হইবার জন্য-ই পূর্ব পূর্ব যাবতীয় ঘটনা একের পর এক সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। আমরা সীমাবদ্ধ জীব। আমাদের দৃষ্টি শক্তি-ও গণ্ডিবদ্ধ। তাই এক মুহূর্ত্ত পরে কী হইবে, তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে-ই থাকে—শুধু দৃষ্টির বাহিরেই নহে, ধারণায়-ও আমরা তাহা আনিতে পারি না। কিন্তু বিশ্বতঃ দৃষ্টি মা, তাঁহার নিকট ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান কিছুই-ত অজ্ঞাত নহে। কাল বা দূরত্বের আচ্ছাদন ত তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে নাই, সুতরাং তাঁহার ব্যবহারে ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া প্রতিভাত হইয়া উঠিবে, ইহাতে আর আশ্চর্যের কী আছে।

এক আকস্মিক দুর্ঘটনা

মায়ের গাড়ী বেশ সাধারণ বেগেই চলিতেছে। পথিমধ্যে সরকারী লোকজন রাস্তার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। মেরামতের কাজ হইতেছে পথের উভয় পার্শ্বে। গাড়ী তাই পথের মধ্যভাগ দিয়াই চলিতেছিল। হঠাৎ দেখা গেল একটি বয়স্ক ব্যক্তি একটি লোহার হাত-ঠেলা লইয়া পথ অতিক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। তাহার সঙ্গে আছে একটি অল্প বয়স্ক বালক।

তাহাদের দেখিতে পাইয়া দাশু কয়েকবারই দূর হইতে হর্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাজাইয়া তাহাদিগকে বাম দিকে রাখিয়া দক্ষিণ দিক ধরিয়া পাশ-কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। হঠাৎ কি ভাবে এবং কেন যেন সেই বয়স্ক লোকটি হতবুদ্ধি হইয়া একেবারে মোটরের উপরে আসিয়া পড়িল। লোকটি যে এইরূপ আকস্মিক ভাবে পথের বিপরীত দিক হইতে ছুটিয়া আসিবে ইহা কোন বুদ্ধিতেই ধারণা করা চলে না। কিন্তু কথায় বলে বিধির বিধান। দাশু সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিক ভাবে ব্রেক কষিয়া গাড়ী দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিল। পথের দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল কয়েকটী খেজুর গাছ, আর দীর্ঘায়তন একটি খাদ। গাড়িটী ঐ ভাবে সাংঘাতিক ব্রেক খাইয়া প্রায় একেবারে খাদের ধারে গিয়া কাৎ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যেখানে গাড়ী দাঁড়াইয়া পড়িল সেখান হইতে মাত্র ১/১॥ হাত ব্যবধানেই মস্ত একটি খেজুর গাছ। যদি আর ঐটুকু ব্যবধানে গাড়ী চলিয়া যাইত, তবে ঐ গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া গাড়ীর কি পরিণতি ঘটিত তাহা কল্পনা করাও কঠিন। আবার গাড়ী যদি আধাহাত পরিমিত দক্ষিণেও চলিয়া আসিত, তবে গাড়ী গিয়া একেবারে সেই স্থানের খাদের মধ্যে পড়িয়া চুরমার হইয়া যাইত। ভাবিলেও আশ্চর্য হইতে হয়, কি ভাবে যে ঐটুকু সংকীর্ণ স্থানের মধ্যেই গিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়া পড়িল! ইহার কৈফিয়ৎ মানবীয় বুদ্ধিতে দেওয়া চলে না—ইহা যেমন বিস্ময়কর, তেমনই সাধারণের বুদ্ধির অগম্য।

তদুপরি মা স্বয়ং গাড়ীর ভিতরে উপবিষ্ট। মাকে লইয়া যদি গাড়ী গাছের সঙ্গে ধাক্কা খাইত, অথবা ঐ খাদের মধ্যে গড়াইয়া পড়িত তবে যে কী হইত, তাহা ভাবিলেও শরীর আতঙ্কিত হইয়া উঠে।

এ দিকে সেই হতভাগ্য (?) লোকটিকে গাড়ীর ওপর আসিয়া পড়িতে দেখিয়াই মা খুব জোরে বলিয়া উঠিলেন,—"মানুষটা মরে গেল, মরে গেল"। গাড়ীর ভিতরে সকলকার তখন যে কি মানসিক অবস্থা তাহা সহজেই অনুমেয়!

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাশু এইরূপ সাংঘাতিক দুর্ঘটনার মধ্যেও না ঘাবড়াইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে বেলু এবং মা-ও নামিয়া পড়িলেন। গাড়ীটি সেই কাৎ হইয়াই রহিল—এমন ভাবে মনে হইতেছিল যেন এখনই বুঝি উল্টাইয়া যাইবে।

এদিকে গাড়ীর ভিতরে আবার আর এক কাণ্ড। বিপদ যখন আসে তখন সব দিক দিয়াই আসে। গাড়ীর মধ্যে বিমলার হাতে ছিল মা'র গরম জলের ফ্লাস্ক। তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া ধাক্কা লাগিয়া ফ্লাস্কটার মুখ গেল খুলিয়া আর ভিতরের সেই ফুটন্ত গরম জল বুনির হাতে ও পায়ে পড়িয়া গেল। বুনি চীৎকার করিয়া উঠিতেই দেখা গেল তাহার হাত ও পায়ের অনেকটা স্থান পুড়িয়া একেবারে চামড়া জ্বলিয়া গিয়াছে।

বেলু ও দাশু তাড়াতাড়ি করিয়া গাড়ীর অপর পার্শ্বে রাস্তার উপর গিয়া দেখিল যে লোকটির মাথার অংশটি গাড়ীর নীচে এবং অবশিষ্ট শরীর রাস্তার ওপর দীর্ঘায়ত ভাবে পড়িয়া আছে। লোকটি যে কী ভাবে আসিয়া গাড়ীর নীচে পড়িল তাহা আজিও আমাদের বুদ্ধির অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক উহারা উভয়ে ধরাধরি করিয়া লোকটিকে পথের উপরেই চিৎ করিয়া শোয়াইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে অন্যান্য কুলী মজদুর আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গীয় সেই বালকটি ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল।

বেলু লোকটির পা দুখানি লম্বা করিয়া দিয়া সর্ব শরীরে হাত বুলাইতে লাগিল। শরীরের অন্য কোথায়ও কোন আঘাতের চিহ্ন নাই, কেবল মাত্র কপাল কাটিয়া কিছু রক্ত বাহির হইতেছিল। দাশু ছুটিয়া গিয়া পথের অপর পার্শ্ব হইতে জল লইয়া আসিল। মা নিজের গায়ের চাদরটি ভিজাইয়া তাহার মুখে চোখে জল দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন এবং অব্যক্ত এক কারুণ্য ভাব লইয়া লোকটির সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

লোকটিকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠাইলে হয়ত ঘটনা অন্যরূপ হইত। কিন্তু সদ্য সংঘটিত দুর্ঘটনার উত্তেজনায় সকলেই উহাতে বাধা প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। পরমানন্দ স্বামিজী ধীর স্থির ভাবে তাহাদের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কে তখন কাহার কথা শোনে—কেহই সে কথা কানেও তুলিল না। এদিকে মা'র ঐ গাড়ীতে করিয়া যে লোকটিকে হাসপাতালে নিয়া যাওয়া হইবে, তাহার-ও উপায় ছিল না। কারণ গাড়ীটি এমন ভাবে, এমন স্থানে কাৎ হইয়া ছিল যে ঐ অবস্থায় গাড়ী পথের উপর নিয়া আসাই বহু সময় সাপেক্ষ এবং কঠিন কাজ ছিল। তাহা ব্যতীত গাড়ী পথে আনিলেও উপস্থিত জনতা পুলিশ আসিবার পূর্বে গাড়ী ছাড়িয়া দিত না।

সুতরাং আহত লোকটি পথের ওপর ঐ অবস্থাতেই পড়িয়া রহিল। করুণাময়ী মা আপন হস্তে তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। বেলু 'রাম' নাম করিতে লাগিল। মা'র খেয়াল হইতেছিল শ্রীরামচন্দ্র যেমন জটায়ুকে নিজ হস্তে জলদান করিয়া ও নিজ স্বরূপের পরিচয় দিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন—এ-ও যেন সেই নাম ও নামীতে একই ব্যাপার।

প্রায় ১৫।২০ মিনিট এই ভাবে কাটিয়া গেল, মা লোকটির ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে লোকটির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। মায়ের শ্রী হস্তের অমৃত পরশ পাইতে পাইতেই সে এ জগৎ ত্যাগ করিয়া কোন অমৃত লোকের যাত্রী হইল, তাহা মা-ই বলিতে পারেন। তাহার সেই নিমীলিত নয়নের ওপরে বেশ একটা প্রশান্তির ছায়া সকলেই লক্ষ্য করিল।

এইবার মা সে স্থান ত্যাগ করিয়া কিছু দূরে গিয়া পদচারণা

CC0. Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন। সঙ্গীয় সকলের মনেই তখন এক প্রশ্ন—এখন কর্ত্তব্য কী?

নিকটবর্ত্তী থানা দুর্ঘটনা স্থল হইতে প্রায় ২॥ মাইলের উপরে। যদিও ইতিমধ্যেই সেখানে সংবাদ দিতে লোক চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি পুলিসের লোক আসিতে কত দেরী হইবে কে জানে। দুর্ঘটনা ঘটে প্রায় বেলা ১২॥ টায়।

সঙ্গে তিনটি স্ত্রীলোক। পুরুষ সঙ্গী একমাত্র পরমানন্দ স্বামিজী। মা অনেকক্ষণ পদচারণা করিয়া কিছু দূরবর্তী মাঠের মধ্যস্থিত এক বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়াছেন। এই প্রখর রৌদ্রে খোলা মাঠের মধ্যে এই অবস্থায় মাকে কতক্ষণ বসাইয়া রাখা হইবে।—গাড়ী ত অচল হইয়া পড়িয়া আছে। সুতরাং সকলেই মাকে কি ভাবে বিন্ধ্যাচলে পৌঁছান যায় সেই উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত।

কোনও প্রকারে কাশীতে ফোন করিয়া একটি গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব। যাত্রীবাহী বাস মাঝে মাঝে যাওয়া আসা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাওয়ার-ও কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হইতেছে না। মৃত ব্যক্তিটির সঙ্গীদল ত মাকে চিনেন না, সুতরাং তাহারা ভাবিতেছিল ইহাদের যাইতে দিলেই, ইহারা পলায়ন করিবে। সুতরাং মা অথবা স্বামিজী যে কোন বাস বা ট্রাককে থামাইতে চেষ্টা করেন, সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় লোকেরা তাহাতে বাধা দিয়া ওঠে। দুর্ঘটনার স্থানটি লোকালয় হইতে বহু দূরে। স্বামিজী যে চুনার কিংবা মির্জাপুর গিয়া কিছু ব্যবস্থা করিবেন তাহারও উপায় ছিল না, কারণ মা ও মেয়েদের এই অবস্থায় এই মাঠের মধ্যে একাকী রাখিয়া যাওয়া স্বামিজী সমীচীন বোধ করেন নাই। এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টার উপর অতীত হইয়া গেল। হঠাৎ ঘটনাচক্রে একটি মিলিটারী ট্রাক সেই পথ দিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতেছিল। মা ট্রাকটিকে দেখিয়াই স্বহস্তে ইঙ্গিত করিলেন। মায়ের ইঙ্গিতে ট্রাকটি থামিয়া গেল। যোগাযোগ ক্রমে এই ট্রাকের মধ্যে এমন কয়েকজন লোক ছিল যাহারা পূর্বে মা'র দর্শন পাইয়াছেন। মাকে ঐ অবস্থায় মাঠের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহারা দ্রুত গতিতে ট্রাক হইতে নামিয়া দৌড়াইয়া মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত হইল এবং ঘটনার কথা সব শুনিল।

গাড়িটি মিলিটারীর, কাজেই উপস্থিত কুলী মজদুরগণ আর বাধা দিতে সাহস করিল না। মা সেই গাড়ীর লোকদের বলিয়া দিলেন কোনও স্থান হইতে কাশী আশ্রমে ফোন করিয়া দিতে। পরে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহারা মায়ের সে কথা রক্ষা করিয়াছিল।

পরে আরও একটি গাড়ীর ড্রাইভারকেও অনুরূপ অনুরোধ করা হইয়াছিল—সেও অনুরোধটি রক্ষা করিয়াছিল।

এদিকে পুলিশের লোক আসিতে আসিতে প্রায় বৈকাল ৪টা বাজিয়া গেল। তাহারা ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়াই মৃত ব্যক্তির সঙ্গীদের বিবৃতি লইয়া মা'র গাড়িটি লোক জনের সাহায্যে পথের উপর উঠাইয়া আনিল।

স্বামিজী পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিকে মাকে ঐ গাড়ীতেই বিন্ধ্যাচল পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু আইন অনুসারে পুলিশ কোর্টের হুকুম ব্যতীত গাড়ী বা ড্রাইভার কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে পারে না।

অগত্যা মা'র গাড়ীতে মাকে চুনার পর্যন্ত লইয়া আসা হইল। দাশু ও অন্যান্য সকলে পিছনে অন্য একটি গাড়ীতে পুলিশের লোকের সঙ্গে আসিতেছিল। মা'র গাড়ী পুলিশের লোকই চালাইয়া লইয়া আসিল। গাড়ী তাহারা চুনার থানায় লইয়া যাইবে। দাশুকেও তাহারা ইতিমধ্যেই বাঁধিয়া ফেলিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চুনার পৌঁছিলে দারোগা ভদ্রতা করিয়া মা ও অন্যান্য সকলকে একটি সাধারণ যাত্রীবাহী বাসে উঠাইয়া দিল। বাস মির্জাপুর যাইবে। মির্জাপুর হইতে আবার কোনও ভাবে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিতে হইবে। অথচ ইহা ভিন্ন আর উপায়ও ছিল না। কাশী আশ্রমে সংবাদ পৌঁছিবে কিনা এবং পৌঁছিলেও কখন গাড়ী আসিয়া পৌঁছিবে তাহার ত বিন্দুমাত্রও স্থিরতা ছিল না। ইতিমধ্যেই ত প্রায় ৫/৫॥ ঘণ্টা মাকে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করাই উচিত হইবে মনে করিয়া মির্জাপুরের বাসেই সকলে রওয়ানা হইলেন।

চুনার হইতে মির্জাপুরের দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল। বাসে প্রায় ১॥ ঘণ্টার পথ। আবার সেখান হইতে বিন্ধ্যাচল পৌঁছিতেও আরও ১॥/২ ঘণ্টা লাগিয়া যাইতে পারে। সেই শেষ রাত্রে মা বিন্ধ্যাচল হইতে বাহির হইয়াছেন; তার ওপর পথিমধ্যে এইরূপ দুর্ঘটনা—মা'র এই দুর্ভোগ—সকলের মনের অবস্থা যে কিরূপ তাহা সহজেই অনুমেয়।

মা'র গাড়ী এবং দাশুকে পুলিশ থানায় লইয়া গেল। এই জাতীয় দুর্ঘটনায় কোর্ট ও পুলিশের বিশেষ ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয়। দাশুর ভবিষ্যৎ যে কী, তাহা এক মাত্র মা-ই জানেন।

মা যে বাসে করিয়া মির্জাপুর যাইতেছিলেন তাহা চুনার হইতে প্রায় ১০।১২ মাইল আসিয়াছে এমন সময় পিছন হইতে ডাঃ গোপাল দাদা এবং পটল একটি ট্যাক্সি করিয়া কাশী হইতে আসিয়া মা'র ঐ বাস ধরিয়া ফেলে। শুনা গেল কাশী আশ্রমে দুর্ঘটনার কথা ফোনে পৌঁছামাত্রই মামু গোপালদাদা ও পটলকে ফোনে তৎক্ষণাৎ গাড়ী লইয়া চুনার যাইবার কথা বলিয়াছিল। গোপালদাদার নিজের গাড়ী তখন বাড়ীতে ছিল না, তাই ট্যাক্সি করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে তিনি পটলকে লইয়া চুনারের পথে ছুটিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাশীতে ফোনে পটল এবং পান্নু উভয়কেই আসিতে বলা হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে পান্নু সেই দিনই বিকালের গাড়ীতে মা'র সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিন্ধ্যাচল আসিতেছিল। ট্রেন কাশী হইতে বৈকাল ৩৷৷ টায় ছাড়ে। মাখন যখন কাশীতে চূনারের সংবাদ শোনে তখন বেলা প্রায় ৩টা। তবুও মাখন উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিল। মাখন তাহাকে বলিয়া দিল যে যদি সে গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছায় তবে পান্নুকে এই সংবাদ দিয়া যেন যত শীঘ্র সম্ভব চূনার পৌঁছিতে বলে।

ট্রেন ছাড়ার সময় প্রায় হইয়া গিয়াছে, এমন সময় আশ্রমের প্রেরিত লোকটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পান্নুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া সংবাদ দিল। পান্নু তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে নামিয়া সোজা ডাক্তার বাবুর বাসায় গেল। ততক্ষণে ঘটনাচক্রে ডাক্তার বাবুর নিজের গাড়ী বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে। পান্নু ও ডাক্তার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রতন সঙ্গে সঙ্গে সেই গাড়ী লইয়া চূনার অভিমুখে চলিল।

এই ঘটনাটি বিস্তারিত ভাবে লিখিবার একটি বিশেষ কারণ আছে। সকলই মায়ের লীলা। ঐরূপ যোগাযোগে ডাক্তার বাবুর গাড়ী যদি ঠিক সময় মত আসিয়া না পৌঁছিত, তবে হয়ত পরবর্ত্তী ঘটনার প্রবাহ অন্যপথে প্রবাহিত হইত। কেন তাহা পরে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক ডাক্তার বাবু ও পটল মা'র বাসের নিকট আসিয়া মা এবং অন্যান্য সঙ্গীদের বাস হইতে নামাইয়া নিলেন। মাকে লইয়া ডাক্তার বাবু, বুনি, বিমলা ও বেলু বিন্ধ্যাচল রওয়ানা হইয়া আসিল। পরমানন্দ স্বামিজীকে লইয়া পটল সেই বাসেই মির্জাপুর রওয়ানা হইল। তাহারা গেল এই উদ্দেশ্য লইয়া যে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির সাহায্য লইয়া কোন-ও প্রকারে দাশু এবং মা'র গাড়ীটিকে জামিনে মুক্ত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মা এখন-ও কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলেন না; তাই আমার মনে একটা অজানিত আশংকার সৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু এদিকে যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহা কি আমি স্বপ্নে-ও ভাবিতে পারিয়াছি।

অনেক উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর মা প্রায় ৬৷৷০ টায় বিন্ধ্যাচল আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে আশ্রমে ঢুকিতে-ই আমার চোখে পড়িল, এক মা ভিন্ন আর সকলেরই যেন মুখের ভাব কেমন অস্বাভাবিক। সকলের-ই কেমন যেন গম্ভীর ও নীরব ভাব। পরে শুনিয়াছিলাম মা নাকি পূর্ব হইতে-ই মেয়েদের বলিয়া দিয়াছিলেন আমাকে এখন-ই কিছু না জানাইবার জন্য। আবার এই অসুস্থ শরীরে এইরূপ একটি দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াই আমি হয়ত অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া পড়িব—সে জন্য-ই কৃপাময়ী মায়ের এই সতর্কতা। অবশ্য ইহা ভিন্ন এইরূপ একটি শোচনীয় ঘটনার কথা সকলের মধ্যে আলাপ আলোচনা না হওয়াই শ্রেয়।

কিয়ৎক্ষণ পরে মা নিজে-ই আমাকে সকল ঘটনা সংক্ষেপে বলিলেন। ইহার বিষয় আর বিশেষ কেহ কিছু জানিতে-ও পারিল না। মা'র গাড়ী কি ভাবে আর একটি শোচনীয় দুর্ঘটনার কবল হইতে অতি সামান্যের জন্য-ই রক্ষা পাইয়াছে—ঘটনা শুনিয়া তাহা ভাবিয়া-ই আমি ভয়ে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলাম। মা ত সর্বদাই কত দীর্ঘ পথ মোটরে যাতায়াত করেন। ইতিপূর্বে একবার দিল্লী হইতে কাশী পর্যন্ত ঐ গাড়ীতে-ই আসিয়াছিলেন। সমস্ত দক্ষিণ ভারত মা ত প্রায় মোটরে-ই ঘুরিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত ত মা'র গাড়ীর সহিত ধাক্কা কাহারও লাগে নাই, এমন কি একটি ক্ষুদ্র পশু-ও মা'র গাড়ীতে আহত হয় নাই। অথচ আজ এই সামান্য দূরবর্ত্তী সহর কাশী হইতে বিন্ধ্যাচলের পথে-ই এই দুর্ঘটনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর দাশুর কথা। দুর্ঘটনার জন্য বেচারা দাশুকেও দায়ী করা যায় না। ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় প্রকৃত পক্ষে তাহার কোনই দোষ নাই। লোকটি যে হঠাৎ মোটরের হর্ন শুনিয়া এবং মোটর অতি নিকটবর্ত্তী দেখিয়াও বিপরীত দিকে দৌড়াইয়া আসিতে পারে, তাহা কেহই ধারণাও করিতে পারে না। আর মোটরের পাশ দিয়া পড়িয়া গিয়া লোকটির শরীরের কিছুটা অংশ যে কি ভাবে মোটরের নীচে চলিয়া গেল তাহা দেখিয়া পুলিসের লোকও বিস্মিত না হইয়া পারে নাই। দাশু গত কয়েক বৎসর যাবৎই মা'র গাড়ী চালাইতেছে। এ পর্যন্ত কোনও প্রকার দুর্ঘটনা হয় নাই। যোগীভাই তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া অভিজ্ঞ ড্রাইভার দিয়া গাড়ী চালনা শিক্ষা দিয়াছেন।

আর এই গাড়ী! টিহরীর রাজমাতা মা'র ব্যবহারের জন্য এই গাড়িটী নূতন কিনিয়া দিয়াছিলেন। কেনার পর হইতে মা প্রায়ই এই গাড়ীতে কাশী হইতে বিন্ধ্যাচল, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে যাওয়া আসা করেন। হঠাৎ এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তিনিই বা কি মনে করিবেন, তাহাও ভাবিতে আমার খারাপ লাগে।

যাহা হউক রাত্রি প্রায় ৯॥টায় স্বামিজী, পটল ও পান্নু মির্জাপুর হইতে আসিয়া পৌঁছিল। শুনিলাম পান্নু ডাক্তারবাবুর গাড়ী লইয়া আসিয়া স্বামিজী ও পটলকে মির্জাপুর হইতে কয়েক মাইল দূরে বাসে আসিতে দেখে। সেখানেই তাহাদের নামাইয়া লইয়া ঐ গাড়ীতে করিয়াই সকলে জামিনের ব্যবস্থাদি করিবার জন্য মির্জাপুর আসেন। উহারা শুধু মাকে সংবাদ দিবার জন্য অল্পক্ষণের জন্য আসিয়া আবার চুনার অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। ডাক্তারবাবুও তাঁহার ট্যাক্সি করিয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন। স্বামিজী প্রভৃতি যে কত রাত্রিতে ফিরিবেন এবং দাশুকে হাজত হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন কিনা সেই সব চিন্তায়ই আমার মন তোলপাড় হইতে লাগিল।

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১লা ডিসেম্বর ১৯৫৬।

গতকাল রাত্রিতে মার শুইবার কোনও ভাবই ছিল না। শুইয়া শুইয়া মা কেবল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঐ সব কথাই বলিতেছিলেন।

তখন রাত্রি প্রায় ১॥টা। স্বামিজী ও পানু দাশুকে লইয়া মা'র গাড়ীতেই আসিয়া উপস্থিত। মা-ও তাহাদের প্রতীক্ষাই করিতে-ছিলেন। মা'র একান্ত কৃপাতেই তাহারা দাশুকে লইয়া ফিরিতে পারিয়াছে। নহিলে এত রাত্রে কি এত বড় ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব। সম্ভব ত দূরের কথা—ইহা কল্পনারও বাহিরের কথা।

উহাদের সকল কথা শুনিলাম। এমন সব ঘটনা আশাতীত ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যাহা শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সাধারণ লোকে হয়ত বলিবে—যোগাযোগে ইহাই ঘটিবার ছিল, ইহাতে বিস্মিত হইবার এমন কি আছে। কিন্তু মায়ের লীলার এইরূপ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াও আমরা কিন্তু চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিয়া "ইহাই হইবার ছিল" বলিয়া সব উড়াইয়া দিতে পারি না। কারণ এই সব ঘটনা এত স্বপ্রকাশ যে ইহাকে কৃপাময়ীর কৃপা ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াই অভিহিত করা যায় না।

মির্জাপুরে পৌঁছিয়াই পটল এবং পানু প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গেল। সেখানে বর্ত্তমান ম্যাজিষ্ট্রেট আমাদের অপরিচিত একজন মুসলমান ভদ্রলোক হইলেও এই আশা যে যদি তাঁহার অনুগ্রহে কিছু ব্যবস্থা সম্ভব হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় ঢুকিয়াই দেখা গেল, সেই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বসিয়া আছেন বেনারসের কমিশনার সাহেব—শ্রীযুক্ত শিবেশ্বর কর সাহেব। তিনি মহারাষ্ট্রদেশীয়—সম্প্রতি বেনারস ডিভিশনের কমিশনার হইয়া কিছুদিন যাবৎ আসিয়াছেন। মা'র নিকট

CC-0. In Public Domain. Sri Ma Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি বার কয়েক যাতায়াত করিয়াছেন এবং মা'র প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্পন্ন। কমিশনার সাহের মায়ের গাড়ীর এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ-ই ম্যাজিষ্ট্রেটকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, কোর্ট ইত্যাদি সব বন্ধ। তবুও কমিশনার সাহেবের ব্যক্তিগত অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। অন্যথা সকলেই বুঝিতে পারেন যে কোনও সুবিধা হওয়া ঐ অবস্থায় ঐ সময় অসম্ভব। এইবার এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলে কি দেখা যায়?

ঠিক ঐ সময় কাশীর কমিশনার সাহেব ঐ স্থানে উপস্থিত। ইহা ভিন্ন পানু ও পটল প্রভৃতি যদি আর অর্দ্ধঘণ্টা পরে গিয়া তথায় পৌঁছায় তবুও তাহার সঙ্গে দেখা হয় না। অন্যদিকে দেখা যায় পানু যদি কাশী হইতে ঐ মোটর লইয়া ঐরূপ ব্যস্ততার সহিত আসিয়া না পৌঁছিত, তবে স্বামিজী আর পটল বাসে করিয়া মির্জাপুর পৌঁছিয়া আর কমিশনার সাহেবের দেখা পাইত না। সুতরাং ইহাকে কৃপাময়ীর লীলা ভিন্ন কি বলিব।

যাহা হউক, কমিশনার সাহেব দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদের পাঠাইয়া দিলেন চুনারের সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট। এত রাত্রে একজন বাঙ্গালী উকিলের সহায়তায় কোর্টের কাগজ সংগ্রহ করা, জামিনের সর্ত ইত্যাদি পূর্ণ করাও সম্ভব হইল। ইহাও ভাবিবার কথা। সাধারণ ক্ষেত্রে এত রাত্রে এই অল্প সময়ের মধ্যে এই সকল কাজ হইয়া যাওয়া, ইহাও একপ্রকার অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু মায়ের লীলায় তাহাও অল্পায়াসেই হইয়া গেল। তদুপরি তৎস্থানীয় সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহারও তৎক্ষণাৎ একটি বিশেষ কাজে বাহির হইয়া যাইবার কথা, তিনি তাহার জন্য প্রস্তুতও হইয়া গিয়াছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে উহারা গিয়া উপস্থিত। এবং মায়ের কৃপায় অসম্ভবও

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভব হইয়া গেল; তাঁহার আদেশে দাশুর জামিনে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হইল। সেই আদেশ লইয়া চুনারে গিয়া দাশুকে হাজত হইতে বাহির করা হইল। বেচারা দুঃখে, আতঙ্কে, অপমানে একেবারে মৃতবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। একমাত্র মা'র কৃপাতেই সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাজত হইতে এত রাত্রেও মুক্তি পাইল। নতুবা, কপালে যে কি দুর্ভোগ ছিল, তাহা ত কল্পনারও বাহিরে।

তারপরে গাড়ীর কথা। গাড়িটী পড়িয়াছিল থানার সম্মুখেই। আইন অনুসারে গাড়ী সরকারী বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা হইয়া কোর্টের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত থানাতেই থাকিবার কথা ও নিয়ম। কিন্তু মা'র গাড়ী ঐ ভাবে থানায় ফেলিয়া আসিতে পানুর মন কিছুতেই স্বীকৃতি দিতেছিল না। অনেক আলাপ আলোচনার পর দারোগা সাহেব গাড়িটীও লইয়া যাইবার অনুমতি দিলেন, কিন্তু এই সর্ত্তে যে পুনরায় কাল ভোর ৬টার মধ্যেই উহা থানায় আনিয়া উপস্থিত করিতে হইবে। এই ভাবে কার্য উদ্ধার করিয়া দাশুকে লইয়া উহাদের আশ্রমে ফিরিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল।

পরদিন ভোর ৫টার পূর্বেই দাশুকে লইয়া পানু মা'র গাড়ীতে পুনরায় চুনার চলিয়া গেল। যে ভাবেই হউক আজিকার দিনের মধ্যেই গাড়িটী থানা হইতে মুক্ত করাইয়া লইয়া আসিতে হইবে এবং দাশুর মামলারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে জিতেন দাদা আসিয়া উপস্থিত। তিনি নাকি কাশীতে আসিয়াই এই সংবাদ পাইয়া এখানে ছুটিয়া আসিয়াছেন। চুনার থানায় গিয়া তিনি পানু ও দাশুর সঙ্গে দেখাও করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একজন অভিজ্ঞ এ্যাড্‌ভোকেট। তাই এইসব মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কিছু পরামর্শও দিয়া আসিয়াছেন।

শুনিলাম মা'র গাড়িটী [illegible] কাল দুর্ঘটনার পর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Anandamayee Charitable Action Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। গাড়িটী থানা হইতে মুক্ত হইলেও ভাল মত মেরামত না হওয়া পর্যন্ত চালনার যোগ্য হওয়া কঠিন।

আইনের দিক দিয়া গাড়ীর ব্রেক খারাপ প্রমাণিত হওয়াও খুবই আশঙ্কাজনক। অবশ্য দুর্ঘটনার সময় অত্যধিক জোরে ব্রেক করিবার ফলেই উহা ফাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা লইয়া আবার কী গোলযোগের সৃষ্টি হয় কে জানে।

আরও শুনিলাম যে চুনার হইতে মা'র গাড়ী ফিরিবার সময় অপর একটি শোচনীয় দুর্ঘটনার হাত হইতে অলৌকিক ভাবে রক্ষা পাইয়াছে।

বিন্ধ্যাচলের নিকটে একটি Railway crossing এর ফাটক বন্ধ ছিল। দূরে একটি ট্রেন আসিতেছিল। ফাটক বন্ধ দেখিয়া দাশু ব্রেক কশিবার সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়িল যে উহা ভাল মত কাজ করিতেছে না। ব্রেকটি যে পূর্বে-ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহা কাহার-ও নজরে-ই পড়ে নাই। গাড়ী লোহার গেটের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া গেট খুলিয়া রেল লাইনের উপর গিয়া পড়িল। ভাগ্য ভাল, তাই ট্রেনটি তখনো অল্প দূরে রহিয়াছে। ঐ অবস্থা দেখিয়া গেটরক্ষক দৌড়াইয়া আসিয়া অপর দিকস্থ গেটটি খুলিয়া দিল। এবং ইহাতে তাড়াতাড়ি গাড়িটীকে লাইন পার করিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব হইল। এই ঘটনাটি যদি আর ১॥/২ মিনিট পরে ঘটে, তাহা হইলে যে কি হইত তাহা সহজে-ই অনুমিত হইতে পারে। গাড়ীতে বসিয়াছিল পানু এবং স্বামিজী। এই ভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দুই বার অত্যন্ত শোচনীয় ২টি দুর্ঘটনা হইতে মায়ের কৃপায় গাড়িটী এবং আরোহীরা রক্ষা পাইয়া গেল। "রাখে কৃষ্ণ মারে কে" ?—কথাটির ইহা অপেক্ষা জাজ্বল্য প্রমাণ আর কি হইতে পারে।

দুর্ঘটনার উপরে দুর্ঘটনা ও অলৌকিক ভাবে রক্ষা।

ঐ ভাবে লেভেল ক্রসিং করিয়া পরপারে আসিয়া দেখা গেল লোহার গেটের সঙ্গে ঐ প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়াও মা'র গাড়িটার কোনও

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশে আঘাতের কোন চিহ্ন লাগে নাই। ইহা সবই কি miracle নহে?

এই ঘটনাটির কথা স্বামিজী প্রভৃতিগণ আর গত রাত্রে প্রকাশিত করেন নাই। আজ ধীরে ধীরে সব শোনা গেল।

আজ বৈকালের দিকে চূনারের সেই দারোগাকে লইয়া পানু একবার আশ্রমে আসিয়াছিল। দেখিলাম ভদ্রলোক মা'র কথা শুনিয়া এবং মা'র দর্শন পাইয়া মা'র খুবই অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। এবং যত শীঘ্র সম্ভব গাড়িটী খালাস করিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া গেলেন।

কথায় কথায় দারোগা স্বয়ংই ঐ লোকটির আকস্মিক মৃত্যু সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। লোকটি এই ভাবে প্রাণত্যাগ করিল, দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু দুনিয়ায় এইরূপ ঘটনা অনবরতই ঘটিতেছে। পথিমধ্যে মোটরের আঘাত লাগিয়া, ট্রাক লরীর নীচে পিষ্ট হইয়া প্রত্যহই কত অপঘাত মৃত্যু ঘটিতেছে। ক'জনই বা তাদের সংবাদ রাখে। আর কে-ই বা সে বিষয়ে ভাবে? নিতান্তই দুর্ঘটনা যদি দৃষ্টির সম্মুখেই ঘটিয়া যায়, তবে কেহ কেহ সামান্য একটু মৌখিক সহানুভূতি কিংবা সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া বিদায় নেয়। আর অপরাধী যদি একান্তই ধরা পড়িয়া যায়—তবে সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ কিংবা শত মুদ্রার বিনিময়ে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে। পুলিশের লোকজনও সর্বদাই ঐরূপ কাজ করিতেই অভ্যস্ত।

কিন্তু আমাদের বক্তব্য অন্যপ্রকার। আমাদের বক্তব্য আশ্রম হইতে ত ঐরূপ অন্যায় চেষ্টা কখনই করা হইবে না। সত্য রক্ষা আমাদের সর্ব প্রথম এবং সর্ব প্রধান কর্ত্তব্য। উহা করিতে যাইয়া যদি আশ্রমের সমূহ ক্ষতি হয়, এমন কি আশ্রমকে যথাসর্বস্বও বিসর্জ্জন দিতে হয়, যদি দাশুর দীর্ঘ দিন সশ্রম কারাদণ্ডও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করিতে হয়, তবুও তাহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। মিথ্যার পথে, অন্যায়ের পথে আমরা-ত এক পা-ও অগ্রসর হইব না।

দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহার ফলে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তাহা যে কতদূর শোচনীয় তাহার বিষয়ে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে। কিন্তু আমি ভাবি, মৃত্যুর লগ্নে স্বয়ং মায়ের শ্রীহস্ত হইতে যে অন্তিম জল-বিন্দু গ্রহণ করিয়া গেল, মায়ের করুণা পূর্ণ পূত স্পর্শ পাইতে পাইতে যে ইহলীলা সংবরণ করিল, ত্রিভুবন-তারিণী মায়ের দৃষ্টির সম্মুখে যাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল, সে ব্যক্তি কত ভাগ্যবান!! কত শত জন্মের কত সৌভাগ্য অর্জনের ফলে আজ তাহার এই সদ্‌গতি? মা'র মুখেও শুনিলাম—"লোকটা নিশ্চয়ই ভাল ছিল। নহিলে এমনটা হ'ল কেন? সকলে ত একই ঘরের লোক। একই পরিবারের লোক। তাই সে শেষ সময় তোমাদের সেবা নিয়ে, তোমাদেরই মুখে রাম নাম শুনতে শুনতে চলে গেল।" সত্যই ঘটনাগুলি শুনিলে যেন স্পষ্ট-ই বোঝা যায়, পরম সুকৃতির ফলে ঐ লোকটি আসিয়া মায়ের শ্রীচরণ তলে দেহত্যাগ করিল।

আর, ইহাতেও ভুলের কোন অবকাশই থাকিতে পারে না যে যাহা ঘটিবার তাহা এই ভাবেই ঘটিয়া যায়। নতুবা হঠাৎ রাত্রির শেষ ভাগে মা ঐরূপ ভাবে কাশীতেই বা যাইবেন কেন, আর কাশীতে গিয়াই বা মায়ের ভাবের ঐরূপ এক অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনই বা ঘটিবে কেন। শুধু কি তাহাই, মনে হয় সর্বজ্ঞা মা ঠিক লোকটির মৃত্যুকালে তাহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্যই যেন মহা ব্যস্ততার সহিত অসময়ে বিন্ধ্যাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

গাড়ী যখন দুর্ঘটনার স্থল হইতে কিছু দূরে তখনই মা পরিষ্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পাইতেছিলেন যে লোকটির মৃত্যু ঘটিতেছে। মা বলিলেন,—"অনেক সময়েই খেয়াল করিয়া দাশু বা অপর চালককে হয়ত কখনও কখনও সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু কাল ঐরূপ স্পষ্ট ভাবে দেখিয়াও যেন কিছু বলিবার খেয়ালই আসিল না।" এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মায়ের মুখের সেই কথা—"যা হবার, তাই হবে।"—ইহাই চির সত্য, চিরন্তন সত্য এবং অমোঘ সত্য।

কাল রাত্রিতে মা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন,—"পান্নু, দাশু ওরা এখনও ফিরে এল না। লোকটার সৎকারের কি ব্যবস্থা হ'ল?"

মায়ের কথা এবং ভাবে স্পষ্টই বুঝিতেছি, বিধিমত সৎকার ইত্যাদি হইয়া লোকটির যাহাতে পারমার্থিক চির কল্যাণ ঘটে মা তাহার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। গতকাল মা যখন আসেন তখন মৃত-দেহটি পথের উপরেই পড়িয়াছিল। পরে স্বামিজী প্রভৃতির মুখে শুনিয়াছিলাম যে লোকটির মৃতদেহটি থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পরে হাসপাতালে Post Mortem পরীক্ষা হইয়া গেলে সৎকার ইত্যাদির জন্য দেহটি ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

লোকটির আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় আছে কে জানে? শুধু এইটুকু জানা গিয়াছে বাড়ীতে তাহার স্ত্রী এবং কন্যা আছে। কিন্তু অর্থাভাবে বা লোকাভাবে দাহ কার্যে কোনও রূপ বাধা না হয় মা'র খেয়ালে তাহাই ঘুরিতেছে। আশ্রমের পক্ষ হইতেও আমাদের যাহাতে ঐ কার্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় সেদিকে লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য।

যাহা হউক পান্নু ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত কোনও সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২রা ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা'র গাড়ী লইয়া পানু ও দাশু গতকাল রাত্রিতে প্রায় ২টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছে। উহাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই অত রাত্রিতেও মা সংবাদ লইয়াছেন,—"লোকটার শরীরের কী ব্যবস্থা হল?" শুনিলাম হাসপাতাল হইতে পরীক্ষা শেষ করিয়া গতকল্য বৈকালেই শরীরটি আত্মীয়দের নিকট দিয়া দেওয়া হইয়াছে। মৃত লোকটির এক ভগ্নী এবং ২টী ভাগিনেয় আসিয়া তাহার শরীর লইয়া গিয়াছে এবং দাহকার্য সমাধা করিয়াছে। ইহাতে কোন রূপ বিঘ্ন ঘটে নাই। এই সংবাদ পাইয়া মনে হইল মা যেন আশ্বস্ত হইলেন।

সমস্ত দিন ছুটাছুটি করিয়া কোর্টের অনুমতি ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় বেলা শেষে চুনার থানা হইতে গাড়িটী ফেরৎ পাইয়া, ঐ অবস্থাতেই গাড়িটীকে কাশী লইয়া যাওয়া হয়। তথায় প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কারখানায় রাখিয়া গাড়িটীর ব্রেক ঠিক করাইয়া বিন্ধ্যাচল ফিরিতে প্রায় রাত্রি ২॥ টা বাজিয়া গিয়াছে।

আজ সকালে মা উপরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। সৎসঙ্গ হইতেছে। আত্মানন্দ (অষ্ট্রিয়ান কুমারী ব্লাঙ্কা শ্লাম—বর্ত্তমানে আমাদেরই আশ্রমবাসী) মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"মাতাজী, হম সব কিত্‌নে দিনসে আপকা সঙ্গ কর রহে হঁয়। লেকিন ক্রোধ, মান, অভিমান, দ্বেষ আদি তো অভি ভী হয়। ইহ কেঁও হোতা হয়"?

মা—"সঙ্গ ঠিক ঠিক হো, তব না? লেকিন ঠিক ঠিক সঙ্গ কহাঁ হোতা হয়? অগর সঙ্গ কা অর্থ ইয়ে হী হো তো মচ্ছর, মক্ষী ভী ইস শরীর কা সঙ্গ কর রহী হয়।"

মায়ের মুখের এই উত্তর শুনিয়া সকলের মনেই উঠিল, সত্যই তো! আমরা কি প্রকৃত [illegible] মা'র সঙ্গ করিতেছি? মা'র এই পবিত্র

CC0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূত শরীরের এত নিকটে থাকিয়াও আমরা কি ঠিক ঠিক মায়ের সঙ্গ করিতে সক্ষম হইতেছি? ইহা ত আমাদেরই অক্ষমতা—আমাদেরই একান্ত দুর্ভাগ্য। মা স্বয়ং করুণা করিয়া যদি আমাদের একটা গতি করিয়া দেন, তবেই আমাদের আশা! নহিলে কোন ভরসাই নাই।

নারায়ণ স্বামিজী প্রশ্ন করিলেন,—"মা তাহা হইলে ঠিক ঠিক কি ভাবে তোমার সঙ্গ করা হইবে?"

মা—"এই শরীরের কথা ছেড়ে দেও। মহাত্মার সঙ্গ করা—মহাপুরুষের সঙ্গ করার অর্থ হইতেছে তাঁহার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছ তাহা যথাযথ ভাবে পালন করা। যেমন দেখ না গরু একবারে খুব করে পেট ভরে খেয়ে নেয়। তারপর একটু একটু করে বের করে চিবিয়ে চিবিয়ে জাবর কাটে, এইরূপ যাহা শোনা যায় সেগুলি হজম করিতে চেষ্টা করা।"

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা'র গাড়ী লইয়া পানু ও দাশু পুনরায় গতকাল সকালে চুনার হইয়া কাশী চলিয়া গিয়াছে। গাড়িটী নূতন করিয়া সার্ভিসিং করিয়া ২।৩ দিন পরে ফিরিবার কথা।

বৈকালের দিকে মা আশ্রমেই খাটের ওপর বসিয়া আছেন, নারায়ণ স্বামিজী বারান্দায় জানালার নিকট দাঁড়াইয়া। মা স্বামিজীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"প্রাণগোপাল বাবা ও কাতুমাকে দেখা গেল। স্পষ্ট যেন জ্বল জ্বল করছে। দুজনেই একটা সুন্দর জায়গায় বসিয়া খুব পূজা ও জপ করিতেছে। বেশ ভাল অবস্থা। দুজনেই এক গুরুর শিষ্য কিনা। প্রাণগোপাল বাবা শীঘ্রই আরও ওপরে যাচ্ছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ স্বামিজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—"কাতুমার উর্দ্ধগতি দেখতে পাওয়া গেল না ?"

মা—"না, উপস্থিত তার তো সেরূপ কোন ভাব দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ইতিমধ্যে অন্য কি প্রসঙ্গে কথা উঠিল। সুতরাং এ বিষয়ের কথা বন্ধ হইয়া গেল। মা'র মুখে সর্বসমক্ষে এইরূপ কথা বিশেষ প্রকাশ পায় না। হয়ত প্রসঙ্গান্তর না হইয়া গেলে আজ আরও কিছু শোনা যাইত।

প্রাণগোপাল বাবু এবং কাতুমা—তাঁহার ভগ্নী—উভয়েই দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারিজী মহারাজের শিষ্য। উভয়েই মাকে খুব ভক্তি এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা'র শারিরীক অবস্থা মোটেও ভাল যাইতেছে না। কানে সর্বদাই একটানা একটা শব্দ বাজিয়াই চলিয়াছে। ডাঃ নাথ ২।১ দিন পর পরই আসিয়া কান পরীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তিনিও ত নিরুপায়,—মা'র শরীরে ত কোন প্রকার চিকিৎসাই চলিবে না। একবার তিনি ইতিমধ্যে কানে Pump করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে বিপরীত ফল হইয়া দাঁড়ায় এই কারণে আমরা সকলেই নিষেধ করিয়াছি।

মা'র ভাবটিও যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে থাকিয়াও যেন আমাদের মধ্যে নাই—কেমন যেন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। মা'র কোনরূপ ভাবের পরিবর্তন দেখিলেই, জানি না কেন, আমার মন আতঙ্কিত হইয়া ওঠে।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ বিজয়ানন্দ (ফরাসী দেশীয় ডাক্তার নাম ওয়াইনট্রব—অধুনা আমাদের আশ্রমবাসী) ও তাহার ভগ্নীপতি দিল্লী হইতে প্লেনে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে মা'র দর্শনের জন্য। শুনিলাম তাহার ভগ্নিপতিটি একজন আইন ব্যবসায়ী। এশিয়াতে কাগজের একটি কারবার আরম্ভ করিবার ইচ্ছায়, সম্প্রতি আমেরিকা হইতে এখানে আসিয়াছে। আগামী কালই পুনরায় দিল্লী ফিরিয়া যাইবে। সুতরাং বিজয়ানন্দ তাহাকে ট্যাক্সি করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে। ভদ্রলোক ইহুদি ধর্মাবলম্বী।

সু-সংস্কার লাভের উপায়

মা'র দর্শন হওয়ার পরে তিনি মাকে প্রশ্ন করিলেন—'ভাল সংস্কার কি করিয়া মানুষের হয়'।

মা—"তুমি যেমন বই পড়ে পড়ে উকিল হয়েছ—ইঞ্জিনিয়ার যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়, প্রফেসর যেমন কলেজে পড়ে এম এ পাশ করে তারপর প্রফেসর হয়, তেমনই এই লাইনের পুস্তক পড়ে—মানে সাধনা করে ভাল সংস্কার অর্জন করা যায়। এমন কি ভগবানের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পাওয়া যায়।"

ভদ্রলোক—"সত্য সত্যই ভগবান আছেন কি?"

মা—"তুমি যেমন সত্য, ভগবানও তেমন সত্য।"

নিকটে একটি কমলালেবু রাখা ছিল। মা সেটির দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এটির ভেতর যেমন বীজ আছে—খুললেই যেমন দেখা যায়, আবার বীজের মধ্যে বৃক্ষ আছে। তেমনই তোমার মধ্যেও তিনি আছেন। সাধন করে খুলতে পারলে,—মানে আবরণটা নষ্ট করতে পারলেই সেই যে স্বয়ং প্রকাশ—তাঁকে পাওয়া যায়, বীজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে যেমন সমগ্র গাছটি রয়েছে, তেমনই তোমার মধ্যেও তিনি পূর্ণভাবে বিরাজিত।

ফরাসী ভদ্রলোক মা'র মুখের এই সব গভীর তত্ত্বকথা শুনিতে শুনিতেই তাহার মূল অর্থ বুঝিবার যেন চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশ চিন্তাশীল ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বহুক্ষণ মায়ের সঙ্গে এইরূপ কথা-বার্ত্তা হইল। পরে মাকে প্রণাম করিয়া তিনি মোটরে কাশী রওয়ানা হইয়া গেলেন।

মা'র মুখ হইতে আজ আরও একটি কথা প্রকাশ পাইল। মা সূক্ষ্মে দেখিতেছেন, দিদিমা দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়া দক্ষিণ কাৎ হইয়া একেবারে আবরণ শূন্য অবস্থায় স্থির ভাবে শুইয়া আছেন। মা যেন তাঁহার সমস্ত শরীরে—মাথা হইতে পা পর্যন্ত হাত বুলাইয়া দিতেছেন। আর জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"কি মা, শরীরটাকে এত রোগা করে ফেলেছ কি করে?"

দিদিমা মা'র মুখের এই সব কথা শুনিয়া অবাক হইয়া মাকে বলিলেন,—"দেখো কিন্তু, শেষ সময়ে যেন এইভাবে সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দিও।"

৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

কয়েকদিন যাবৎ-ই মা'র কেবল খেয়াল হইতেছে যে সেই মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি কর্ম যথাযথ রূপে সম্পন্ন হয় কিনা। এদেশে সাধারণতঃ ১২ দিনে কাজ করার রীতি। শোনা গিয়াছে লোকটি চুনার হইতে বহু দূরে রায়পুর নামক এক গ্রামে বাস করিত। সেই গ্রাম হইতে চুনারে সেইদিনই সরকারী কার্য উপলক্ষে

করুণা পারীবার মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসিয়াছিল। সঙ্গে ছিল তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র। বাড়ীতে আছে তাহার স্ত্রী এবং দুইটি কন্যা।

লোকটির এইরূপ মৃত্যুতে পরিবারস্থ সকলে অনাহারে কষ্ট না পায় সেই কথাই আমাদের সকলেরই বার বার মনে হইতেছিল। আশ্রমের পক্ষ হইতে সেজন্য প্রয়োজন হইলে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার ব্যবস্থা করাও নিতান্ত আবশ্যক।

ইতিমধ্যেই ২।১বার লোকটির বাড়ী খোঁজ করিয়া সমস্ত সংবাদাদি লইবার কথা হইয়াছিল। কিন্তু থানার কর্তৃপক্ষই নিষেধ করিয়াছেন যে এত শীঘ্র একা একা অতদূর গ্রামে যাওয়া আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। কারণ উত্তেজনার বশে এবং আক্রোশে মানুষের হিত-অহিত জ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য দারোগা সাহেবই গতকল্য কথা দিয়া গিয়াছেন যে তিনি সংবাদাদি লইয়া বিস্তারিত আমাদের জানাইবেন।

পানু আজ দ্বিপ্রহরের পরে কাশী হইতে গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুনিলাম সে আজ সকালে চুনার থানার ভারপ্রাপ্ত কোতোয়াল সাহেবকে লইয়া এবং পুলিশ সঙ্গে লইয়া মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়াছিল। বিন্ধ্যাচল হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে অহরৌরা রোডের নিকটে রায়পুর গ্রামে তাহার বাড়ী। পথ যথেষ্ট দুর্গম। কোতোয়াল সাহেব বিধবা স্ত্রী, গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতি এবং সরকারী পাটওয়ারীকে ডাকাইয়া সমস্ত কিছু খোঁজ খবর লইয়াছেন। জানা গেল বাড়ীর আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ নহে। জমিও কিছু আছে। মৃত ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই গৃহের মালিক। একটি কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর একটি মাত্র কন্যা—অনূঢ়া।

স্ত্রীর হাতে আশ্রমের পক্ষ হইতে পানু ২০০ টাকা নগদ দিয়া আসিয়াছে শ্রাদ্ধাদি কার্যের জন্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাপতির হাতেও

CC-0. Public Domain. Shri Shri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু টাকা দিয়া আসিয়াছে মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তার্থে ভাণ্ডারা দিবার জন্য। শ্রাদ্ধের দিনের পূর্বেই যে তাহাদের নিকট অর্থ-সাহায্য পৌঁছিয়াছে এই সংবাদে মনে হইল মা যেন প্রসন্নই হইয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আশ্রমে গীতা-জয়ন্তী উৎসবের আরম্ভের ইতি-কথা। বিন্ধ্যাচলে গীতাজয়ন্তী

বার বৎসর পূর্বে সাধন-সমর আশ্রমের শ্রীসত্যদেব ঠাকুরের শিষ্য ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয় এই বিন্ধ্যাচলস্থ মায়ের আশ্রমেই প্রথম শ্রীগীতাজয়ন্তী উৎসব আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই অবধি প্রতি শীতকালে মা'র সান্নিধ্যে যে কোন আশ্রমে তিনি নিজে উপস্থিত হইয়া উহা পালন করিয়া আসিতেছেন কিন্তু আজ ২ বৎসর হয় তিনি ইহ ধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ গীতা জয়ন্তী উৎসব যেবার কাশীধামে হয় তখনই তাঁহার শরীর খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল। ব্লাড-প্রেসার এবং ডায়াবেটিসএ তিনি বহুদিন যাবৎ-ই ভুগিতেছিলেন কিন্তু ঐরূপ স্বাস্থ্য লইয়াও তিনি মা'র আশ্রমে সপরিবারে আসিয়া বেশ সমারোহের সহিত-ই গীতা জয়ন্তী উৎসব পালন করিয়া সকলকে অপরিসীম আনন্দ দিয়া গিয়াছেন।

৺গোপাল ঠাকুর মহাশয় আর ইহজগতে নাই, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই উৎসবের ধারা আজিও আমাদের আশ্রমে চলিতেছে।

এই বৎসর মা এখানে আছেন। তাই আজ হইতে মায়ের উপস্থিতিতে সকলে মিলিয়া গীতা জয়ন্তী উৎসব আরম্ভ করিল। ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীমান দেবপ্রসাদও এখানেই

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত আছে। তাই উৎসবের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সেও সাহায্য করিতে পারিবে।

বেলা ৯॥টায় বিধিমত সুষ্ঠু ভাবে পূজা সমাপ্ত হইয়া গেল। অতঃপর উপস্থিত সকলে সমবেত ভাবে ছয় অধ্যায় গীতা পাঠ করিল। ব্রহ্মচারী রঘুনাথ দাসই শ্রীশ্রীগোবিন্দ পূজা করিল। বৈকালে মায়ের ইচ্ছানুসারে শ্রীমুক্তি মহারাজ গীতার বিষয়ে অতি উপাদেয় এবং জ্ঞান-গর্ভ একটি ভাষণ দিলেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ গীতা জয়ন্তীর দ্বিতীয় দিবস। প্রভাতে যথারীতি পূজান্তে ৬ অধ্যায় গীতা পাঠ সমাপ্ত হইল। অপরাহ্নে ব্রহ্মচারী রঘুনাথ দাস এবং অধ্যাপক মদন গোপাল গীতার বিষয়ে হিন্দি ভাষায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন।

সন্ধ্যায় পরেই শ্রীযুক্ত বর্ম্মা সাহেবকে লইয়া কমল মোটরে কাশী হইতে আসিয়া উপস্থিত। শ্রীযুক্ত বর্ম্মা শ্রীশ্রীমায়ের এক একনিষ্ঠ ভক্ত। পূর্বে পাঞ্জাব প্রদেশের Chief Engineer ছিলেন। বর্ত্তমানে Union Public Service Commission-এর member.

কাশীতে ঘাটের এবং আশ্রমের কাজ উপলক্ষেই তিনি এবং শ্রীযুক্ত কানওয়ার সেন্ আজই প্লেনে দিল্লী হইতে কাশী পৌঁছিয়াছেন। সঙ্গে অন্য একজন Engineerও আছেন। শ্রীযুক্ত কানওয়ার সেন্ পাঞ্জাবী। Central Government-এর Chief Engineer এবং Central Water Power Commission-এর Chairman. কাশী আশ্রমের গঙ্গার উপরের দ্বিতল অট্টালিকাটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার কথা

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। শ্রীযুক্ত বর্ম্মা প্রভৃতিও ঐ মত-ই সমর্থন করিলেন। সমগ্র অট্টালিকাটি-ই বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় রহিয়াছে যে তাহা দিন কয়েকের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলাই নিরাপদ।

আশ্রমের পক্ষ হইতে ইতিমধ্যেই এই কাজের জন্য কয়েক সহস্র টাকা উত্তর প্রদেশ সরকারের নিকট গচ্ছিত করা হইয়াছে। পরে সরকারের পক্ষ হইতে ঘাট সুরক্ষিত করা হইলে, পুনরায় ঐ স্থানে building নির্মাণের কথা চিন্তা করা হইবে।

গঙ্গার উপরে দক্ষিণ দিকের অতি সুন্দর বিরজা মন্দির ইতি-পূর্বেই ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এখন দিন ১৫/২০-র মধ্যেই উত্তরের যজ্ঞ মন্দিরটিও ভাঙ্গিয়া ফেলার কথা হইল। গঙ্গার দিকের উপরের ঐ দুইটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বিশাল ছাতটি ছিল আশ্রমের সম্মুখ ভাগের প্রধান শোভা। গঙ্গার উপর হইতে নৌকাবক্ষে চড়িয়া ঐ শোভা যেই দর্শন করিয়াছে, সেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছে সমগ্র কাশীর ভিতরে এমন শোভার স্থান আর নাই। কিন্তু নিরূপায় হইয়া যখন ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইতেছে, তখন আমাদের মনে যে কতটা আঘাত লাগিতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মা সংঘ, সংগঠনের ঊর্দ্ধে

কিন্তু মায়ের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহার ত কোন বিকারই নাই। তাঁহার নিকট সৃষ্টি-স্থিতি কিংবা লয় সবই এক। মা আনন্দে কখনো হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—"দিদির বাড়ী চলে যাচ্ছে, তাই বোধ হয় কিছু বলতে চাচ্ছিল।" সকলে মা'র কথা শুনিয়া বিস্মিত। মা'র যেন সবটাতেই আনন্দ। সবই যেন অদ্ভুত!

শুনিতে পাই বাহিরের লোকে বলাবলি করে,—"আনন্দময়ী মা আশ্রম বানাইয়াছেন। সেই আশ্রম আজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। আহা, না জানি তাঁহার কত দুঃখ।" কিন্তু সকলে ত জানে না যে

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা আশ্রম তৈয়ারও করান নাই—আশ্রমের সঙ্গে কোন সম্বন্ধও নাই। কাজেই আশ্রমের ভাঙ্গা-গড়া তাঁহার নিকট সমান। তিনি ত সর্বদাই বলেন,—"আশ্রম ত মাত্র একটিই। এই সমগ্র বিশ্বটাই একটা আশ্রম।" দুনিয়াতে মানুষ কত খেলাঘর বাঁধে, কত ভাঙ্গে, কত ভাঙ্গা-গড়ার খেলা খেলে। মানুষ খেলাঘর গড়িতে বসিয়া হাসে, ভাঙ্গিতে গিয়া চোখের জলে ভাসে, কিন্তু মায়ের নিকট? মায়ের নিকট এই ভাঙ্গা-গড়ার কোন মূল্যই নাই, এ ব্যাপারে তিনি বিকার-রহিত সুতরাং আজ ঐ যে আনন্দময়ী আশ্রমের একটি অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে, তাহাতে তাঁহার কিছু না হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। তাই তিনি হাততালি দিয়া ঐ কথা বলিয়াও আনন্দই প্রকাশ করিতেছেন।

১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

শ্রীবর্ম্মাজী গত রাত্রিতে মায়ের নিকটেই থাকিয়া গিয়াছেন। আজ প্রভাতে উঠিয়া কমল তাঁহাকে লইয়া পুনরায় মোটরে কাশী ফিরিয়া গেল। রাত্রিতে বর্ম্মাজী মায়ের সহিত একান্তে বসিয়া নানান কথা আলোচনা করিয়াছেন।

ওদিকে গীতাজয়ন্তীর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানও বিধিমতই সম্পন্ন হইয়াছে। আজ অপরাহ্নে নারায়ণ স্বামিজী গীতা সম্বন্ধে হিন্দিতে কিছু আলোচনা করিলেন।

১২ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ গীতা জয়ন্তীর ৪র্থ দিন। অন্যান্য অনুষ্ঠান পূর্ব পূর্ব দিনের মতই হইল। বৈকালে স্বামী প্রণবানন্দের শিষ্য সিউড়ীর একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক গীতার উপর বেশ সুন্দর যৌগিক ব্যাখ্যা শুনাইলেন। ভবসাগর পার হইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকেই ভবপারের কাণ্ডারী হইতে হইবে—ইহা ভিন্ন নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে—এই কথাটিই তিনি সমবেত সকলের অন্তরে যেন গ্রথিত করিয়া দিলেন।

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

গীতা জয়ন্তীর আজ সমাপ্তি হইবে। মায়ের শয়ন মন্দিরেই পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। মা স্বয়ংই সেই প্রত্যুষে উঠিয়া পূজার যাবতীয় ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ৺গোপাল ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত পূজা যেন তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধান এবং আড়ম্বরের সহিতই পালিত হয়, সে দিকে মা'র জাগ্রত দৃষ্টি।

শ্রীগোবিন্দজীর আসনে গীতা স্থাপন করিয়া, অতি সুচারু রূপে তাহাকে ফুলমালা সহকারে সজ্জিত করা হইল। পুষ্পমালা আদি ত মা আপন হাতেই সজ্জিত করিয়া দিলেন। বামে এবং দক্ষিণে অষ্টাদশ প্রকারের ভোগ-নৈবেদ্য ও পান পাত্র এবং অষ্টাদশটি প্রদীপও সজ্জিত করিয়া দেওয়া হইল। আমি লক্ষ করিয়াছি ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয় প্রচুর পরিমাণে পুষ্প ও মাল্য সহকারে পূজা করিতে ভালবাসিতেন। এই কারণেই বোধ হয় মায়ের নির্দ্দেশে আজিও বিবিধ প্রকারের পুষ্প এবং পুষ্প মাল্য সংগৃহীত হইয়াছে। পুষ্পাদি সংগ্রহ করা হইয়াছে কাশী হইতে।

আয়োজন সমাপ্ত হইতে ঠিক ১০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারী রঘুনাথ দাস পূজা আরম্ভ করিল। অন্যান্য আরও অনেক লোক এই সঙ্গে আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Charitable Society Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপন আসনে উপবেশন করিয়া পূজা করিতে লাগিল। ৺গোপাল ঠাকুর মহাশয় যখন পূজায় বসিতেন তখন সময়োপযোগী যে সকল গান করা হইত, সেই গুলিও তাঁহার পূজার অঙ্গ স্বরূপই হইয়া গিয়াছে। সেই অনুসারে আজিও পূজা-সময়ে সেই সব গান গীত হইতে লাগিল। মা স্বয়ংই ঐ গান গুলির যথাযথ সুর কয়েকদিন পূর্ব হইতেই ব্রহ্মচারী হরপ্রসাদ প্রভৃতিকে দেখাইয়া রাখিয়াছেন। তথাপি "যা পেয়েছি তারি মাঝে ডাকি তোমায়" এই গানটি গাহিবার সময়, সুরের কিছু অসংগতি ঘটে। এখন মা স্বয়ংই তাঁহার স্বভাব-মধুর-কণ্ঠে সেই গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কী অপূর্ব তার ঝংকার। মা'র মুখে সেই গানটি শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল—সকলের মনে হইতে লাগিল যেন এই মহা পূজায় যদি কোন দোষ-ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা যেন ঐ সুরের ঝর্ণায় সব ধুইয়া মুছিয়া একেবারে নির্দ্দোষ হইয়া উঠিল। পূত-পবিত্রতার গন্ধে যেন পূজা স্থান আমোদিত হইয়া গেল। সকলে অবাক আনন্দে স্থির হইয়া মা'র মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পূর্ণ মায়ের ব্যবস্থায় সর্বত্রই সব পূর্ণ

বিন্ধ্যাচলের মত স্থানে—যেখানে বলিতে গেলে কিছুই পাওয়া যায় না,—সেখানেও এবার গীতা জয়ন্তী উৎসব মা'র উপস্থিতিতে এত সুন্দর ও এত আড়ম্বরের সহিত পালিত হইল যে উপস্থিত সকলেই এ ব্যাপার লইয়া পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল।

পূজা সমাপ্ত হইতেই প্রায় ২টা বাজিয়া গেল। তাহার পর আশ্রমের সন্নিকটবর্ত্তী প্রাচীন মন্দিরের বেদীর উপরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নারায়ণ স্বামিজী বৃহদারণ্য উপনিষদ হইতে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিতেছিলেন। আর ব্রহ্মচারী রঘুনাথ দাস সেই মন্ত্রে আহুতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিতেছিল। যজ্ঞ শেষ হইতে প্রায় ৩টা বাজিয়া গেল। তাহার পর পূজা স্থানে মা'র ঘরে ভোগ ও আরতী হইল। এই ভাবে কার্য সমাপ্তির পর মা স্বয়ং "গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ জয়" এবং "কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ জয়" গাহিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেও মহানন্দে সেই নাম কীর্ত্তনে যোগদান করিল। সমগ্র বায়ুমণ্ডলটী যেন এক অপূর্ব ভাবের বন্যায় প্লাবিত হইয়া গেল।

কি ভাবে জানি না উৎসব উপলক্ষে আশাতীত ভাবে সহর হইতে বহু স্ত্রী পুরুষ আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। পূজা-সময়েই উত্তর প্রদেশের উপমন্ত্রী শ্রীজগন প্রসাদ রাওয়ৎজী অপর ৫।৬ জনকে লইয়া মোটরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি এলাহাবাদ যাইতেছিলেন, পথে একবার মায়ের দর্শন করিয়া গেলেন। এলাহাবাদ হইতে ডাঃ পান্নালালজীও কয়েকদিন হয় মায়ের নিকট আসিয়াছেন। গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে তিনিও এই কয়টি দিন এখানে থাকিয়া আজ এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। এই উৎসবের কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ মায়ের মুখ হইতে বহির্গত হইল,—"কে বলে বাবা (৺গোপাল ঠাকুর মহাশয়) এখানে ছিল না? বাবা নিশ্চয়ই উপস্থিত ছিল।" মা কথাগুলি এমন ভাবে জোর দিয়া বলিলেন যে উপস্থিত সকলেই যেন উহা অনুভব করিতে পারিলেন।

আজ সকালের একটি ঘটনা পরে মা'র মুখ দিয়া সংযোগক্রমে শুনিতে পাইলাম। মা সূক্ষ্মে দেখিতেছিলেন শ্রীঅমূল্য দত্তগুপ্ত মহাশয় মা'র কাছে যেন গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান আছেন কি নাই?"

এই প্রশ্নের উত্তরে মা'র মুখ হইতে বাহির হইল,—"তুমিই ত সৃষ্টি কর, পালন কর, আবার লয়ও তুমিই ত করিতেছ, তুমিই ত সব।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা'র শরীর যেন কিছুতেই ভাল যাইতেছে না। কানের ভিতর সেই শব্দটা এখনও চলিতেছে। ভাবটীও যেন কেমন একটু ছাড়া-ছাড়া। অনেক সময়ই মনে হয় যেন আমাদের মধ্যে থাকিয়াও আমাদের মধ্যে নাই। আর মা'র মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই—"যাহা হইয়া যায়।"

মায়ের ছাড়া-ছাড়া ভাবে আমাদের আতঙ্ক

সেদিন নিজেই বলিতেছিলেন,—"ব্যবহারের দিকটা যেন আর ঠিক চলছে না। দেখ না এবার হরিদ্বার থেকে মোটরে আসার সময় হরিবাবার গাড়ী কোথায় পড়ে রইল সেদিকে কোন খেয়ালই যেন নাই। এমনটা ত আগে বড় হ'ত না। বাবা কোথায় রইল—বাবাকে আগে রেখে তবে এ শরীর পিছনে পিছনে আসে। এখন যেন সে সব দিকে সবরকম খেয়ালটা নেই। যা হয়ে যায়—এই-ই ভাব।"

এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া দিন দিনই আমার আতঙ্ক বাড়িতেছে। মা'র শুইবার ভাব ও খেয়ালও যেন অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। দিবা-রাত্রি সর্বদাই এক অবস্থা।

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ সন্ধ্যার পরে শ্রীকান্তি ভাই মুন্‌শা সস্ত্রীক আহমেদাবাদ হইতে মোটরে আসিয়া উপস্থিত। আগামী কালই সন্ধ্যায় ফিরিয়া যাইবার কথা।

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মোৎসব আহমেদাবাদেই কান্তি ভাইয়ের বাড়ীতে হওয়া স্থির হইয়াছে। মে মাসে কান্তি ভাইয়ের ভারতের বাহিরে যাইবার কথা। তবে তাঁহার অনুপস্থিতিতে মুকুন্দ ভাই, ঠাকুর ভাই, চিনু ভাই প্রভৃতি উৎসবের যাবতীয় আয়োজন করিবেন, আশা করা যাইতেছে। কান্তি ভাই প্রভৃতির বহুদিন হইতেই ইচ্ছা ছিল যে আহমেদাবাদে একবার মায়ের জন্মোৎসব পালিত হয়। এবার মায়ের কৃপায় তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

আগামী জন্মোৎসবের সূচনার কথা

১৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

সকাল প্রায় ১১টার পর কবিরাজ মহাশয় ও অমূল্য দাদা কাশী হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। সঙ্গে আমার বড় দিদি বাচ্চুর মা-ও আসিয়াছেন। অমূল্য দাদা ১ ঘণ্টা থাকিয়াই তাঁহার স্ত্রী অসুস্থ বলিয়া কাশী ফিরিয়া গেলেন।

আগামী কাল কবিরাজ মহাশয়ের মৌন দিবস। আজ তিনি মা'র কাছে আসিয়া বৈকাল এবং সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। মা'র কেমন যেন একটা আনমনা ভাব, তিনিও তাহা লক্ষ্য করিলেন।

মা'র ত সেই এক কথা—"যাহা হইয়া যায়।" এইবারের দুর্ঘটনার কথা উঠিলে মা বলিলেন,—"একবার এলাহাবাদে পাঠকের গাড়ীতে এই শরীরটা যাচ্ছিল। হঠাৎ মোটরের ধাক্কায় একজন লোক পড়ে গেল। অমনি এই শরীরটার খেয়াল হ'ল—কিছু হতে দেওয়া না। গাড়ী থেকে নেমে লোকটির পিঠে হাত দিয়ে বলা হল—'ওঠো।' তাকে বসিয়ে দেওয়া মাত্রই সে তড়াক্ তড়াক্ উঠে চলে গেল—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু এবারকার accident-এর সময়ে এ জাতীয় কোন খেয়াল-ই যেন এ শরীরটার এল না। কেবল এই ভাব,—'যা হয়ে যায়'।"

২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

কবিরাজ মহাশয় আসিয়া মা'র নিকট বসিয়াছেন। নানা প্রকার কথা হইতেছে।

কলিকাতার আশ্রমের মনোরঞ্জন সরকার মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কবিরাজ মহাশয়ের-ই গুরুভ্রাতা। তাঁহাদের আশ্রমে গত পরশ্বদিন ১০৮ কুমারী ভোজন করাইবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু কবিরাজ মহাশয় এখানে চলিয়া আসায় তাহা আর হয় নাই। আগামী রবিবার হইবার কথা হইয়াছে। সত্যসাধনবাবু (মনোরঞ্জন দাদার ভ্রাতুষ্পুত্র) বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন মাকে প্রার্থনা জানাইতে যাহাতে মা ঐদিন ঐস্থানে উপস্থিত থাকেন। কবিরাজ মহাশয়-ও ঐ ব্যাপারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া মা স্বীকৃত হইলেন।

কথা হইল মা আগামীকাল বৈকালেই কাশী যাইবেন। পরশু সকালে ঐ কুমারী ভোজন।

কবিরাজ মহাশয়কে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে D. Litt. উপাধি দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। Vice-Chancellor স্বয়ং কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় আসিয়া অনুরোধ জানাইয়াছেন যাহাতে তিনি সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হন নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Amma Bhagavan Archive Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এখন ত তিনি বিন্ধ্যাচলেই চলিয়া আসিয়াছেন। Vice-Chancellor বলিয়াছেন মা এখানে আছেন পূর্ব হইতে জানা থাকিলে তাঁহাকেও ঐ উৎসবে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইত। মা এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বেশ হ'ত। এই ছোট মেয়েটাও বাবার সঙ্গে যেত।"

বৈকালে চুনার থানার ভারপ্রাপ্ত কোতোয়াল এবং বিন্ধ্যাচল থানার দারোগা মা'র দর্শনের জন্য আসিলেন। শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিং—কোতোয়াল সাহেব নানা ব্যাপারে আমাদের খুবই সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারই সহায়তায় গ্রামে গিয়া শ্রাদ্ধাদির টাকা দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল। মায়ের সম্পর্কিত কাজ। তাই সেবাবোধে এইসব কাজ তিনি আনন্দের সঙ্গেই করিয়াছেন। মায়ের কাজ এইভাবেই হয়। দেখিয়াছি সর্বদাই কেহ না কেহ অযাচিতভাবে আসিয়া মায়ের কাজে সাহায্য করিয়া যায়।

শ্রীযুক্ত সিংকে আমি মা'র ২খানি ইংরাজি পুস্তক উপহার দিলাম এবং সেই সঙ্গে মা'র একখানি প্রসাদী বস্ত্রও দেওয়া হইল। তিনি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াই তাহা গ্রহণ করিলেন।

মা'র অসীম কৃপায় দাশুর মামলার মীমাংসাও প্রায় হইয়া আসিয়াছে। বেচারার জন্য আমাদের খুবই চিন্তা হইয়াছিল। আশ্রম না হইলে ত নানা প্রকার অসদ্ উপায় অবলম্বন করিয়া আসামী খালাস পাইয়া যায়। কিন্তু আমাদের ত আর সে পথ নহে। যে ভাবেই হউক, যাহাই হউক, সত্য পালন আমাদের করিতেই হইবে—ইহাই মায়ের শিক্ষা।

শুনিলাম মৃত ব্যক্তির Post-Mortem পরীক্ষার report-এ দেখা গিয়াছে যে তাহার শরীরে প্রায় কোন আঘাতই লাগে নাই। হঠাৎ shock পাইয়া হার্ট-ফেল করিয়াছে। তাই এই report-এ চালকের কোন দোষ প্রমাণিত হয় নাই। তাহা ছাড়া মা'র গাড়ীর অবস্থাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একেবারে নূতন : গাড়ীতে কলকব্জারও কোন ত্রুটি পাওয়া যায় নাই। পুলিশের লোকজনও তাহা সমর্থনই করিয়াছে। দুর্ঘটনার স্থানটির তদন্ত এবং কয়েকজন স্থানীয় লোকের সাক্ষ্য অনুসন্ধানের ফলেও প্রমাণিত হইয়াছে যে চালকের কোন দোষ নাই। সুতরাং সর্বসম্মতি ক্রমে ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে এ মৃত্যু shock জনিত।

এই সকল report-এর ফলেই জিলা পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট সাহেব দাশুকে জামিন হইতে মুক্তি দিবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং কোর্টেও মামলা খারিজ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং অনুরোধ জানাইয়াছেন। মা'র করুণায় এইভাবে প্রকৃত ঘটনাটির স্বরূপ প্রকাশিত হইল। প্রকৃতপক্ষে দাশুর কোন দোষই ছিল না। এই অবস্থায় বিনা অপরাধে যদি দাশুর দণ্ড হইত তবে আমাদের আর দুঃখের সীমা থাকিত না।

২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা আজ ভোগের পরে কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে কাশী গেলেন।

মা'র কাশী গমন

সঙ্গে গেল দিদিমা ও নারায়ণ স্বামিজী।

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ কাশী হইতে মা'র ফিরার কথা ছিল। কিন্তু মা ফিরিয়া না আসায় একটু চিন্তাই হইল। কারণ মা'র শরীরটাও বিশেষ ভাল ছিল না। তাহা ভিন্ন যাইবার সময় ইহা বলিয়াও গিয়াছেন যে যদি শরীর ঠিক না থাকে তবে হয়ত ফিরিয়া আর এখানে না আসাও হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

২৫শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

আজ সকাল বেলা কমল ২টি গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত।

শুনিলাম কাশীতে গিয়াও মা'র শরীর ভাল যাইতেছে না। সেজন্য ডাক্তার বাবু এবং কবিরাজ মহাশয় পরামর্শ দিয়াছেন মা যেন এই শীতের মধ্যে আর বিন্ধ্যাচল ফিরিয়া না যান। কাশীতে বিন্ধ্যাচল হইতে ঠাণ্ডা কিছু কম। সেইজন্যই কমল আমাদিগকে কাশী লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছে।

কমল আসাতে এই তিন দিনের সংবাদ শুনিলাম। ২২শে মা কাশীতে কবিরাজ মহাশয়কে তাঁহার বাড়ীতে নামাইয়া দিয়া সন্ধ্যার সময় আশ্রমে গিয়া পৌঁছান।

বিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে মা

পরশুদিন সকাল ৯টায় মা শ্রীবিশুদ্ধানন্দজীর আশ্রমে গিয়াছিলেন। সঙ্গে নারায়ণ স্বামিজী, চন্দন এবং যোগীভাই ছিলেন।

শ্রীবিশুদ্ধানন্দ আশ্রমে মা পৌঁছিলে আশ্রমবাসীরা এবং স্বামিজীর অন্যান্য ভক্তগণ মাকে শংখ বাজাইয়া এবং মালা-চন্দন দিয়া স্বাগত করেন। তাঁহাদের ভাবটি সত্যই বড়ই মধুর। মাকে যেন সাক্ষাৎ ভগবতী রূপে জ্ঞান করেন।

মা স্বামিজীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহার শ্বেত প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিটি আলিঙ্গন করেন। পরে শিব-দুর্গার মন্দির দর্শন করাইয়া মাকে স্বামিজীর বসিবার ঘরে নিয়া বসান হয়।

কুমারী ভোজন আরম্ভ হইলে মাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের আশ্রমের পক্ষ হইতে ব্রহ্মচারী দত্তাত্রেয় সকল কুমারীকে এক একটি করিয়া কমলালেবু দিলেন। শ্রীবিশুদ্ধানন্দ মন্দিরেও কিছু ফল পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Kashi Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারী ভোজন সমাপ্ত হইলে মা'র হাত দিয়া তাহাদের মালা ও ফল দেওয়া হইল। প্রত্যেক কুমারী এক একটি করিয়া ভাল রঙ্গীন বস্ত্র এবং দক্ষিণাও পাইল।

মা'র ভোগের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা করা হইয়াছিল। দেব মন্দিরে ভোগের সময় যেমন বাজনা বাজান হয় সেই রূপ মা'র ভোগের সময়ও কাঁসর ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিতেছিল। ভোগের পরে মা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

যাহা হউক, আমি তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া মেয়েদের লইয়া কাশী চলিলাম। বৈকাল প্রায় ৩টায় কাশীতে গিয়া পৌঁছিলাম।

মা'র শরীর বাহির হইতে দেখিয়া খারাপই মনে হইল। লক্ষ্য করিলাম কথাবার্ত্তাও বিশেষ কাহারও সহিত বলেন না। কিছু প্রশ্ন করিলে খুব সংক্ষেপে ২।১ কথায় উত্তর দেন। তাই সকলেরই মন খুব খারাপ।

বৈকাল বেলা মা'র সহিত কেহ কেহ দেখা করিতে আসিলে, তখন কিছু কিছু আলোচনা হইল। এক ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করিলেন,—"ভগবানকে ত ডাকা হয়, কিন্তু কৈ তাঁহার দর্শন ত মেলে না।" মা—"ঠিক ঠিক ডাকার মত ডাকা হয় কৈ? ডাকার মতন ডাকলে তিনি দর্শন না দিয়া থাকতেই পারেন না।" আমার মনে পড়িল, কবির গানে শুনিয়াছিলাম—"ডাকার মতন ডাকলে পরে পাষাণেরও অশ্রু ঝড়ে।" ভাবিলাম মা'ও তাই বলিতেছেন, সার্থক কবির অনুভূতি। একটু পরে মা আবার বলিতে লাগিলেন,—"তোমাদের মন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে কিনা তাই ঠিক মত ডাকা হয় না। যে ডাকেতে তাঁকে পাওয়া যায় সেই ডাক হচ্ছে কৈ? তাঁকে যে না পেলে আমার চলছে না, এইরূপ অভাব বোধ

ডাকার মত ডাকের অর্থ ও তার উপায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হলে তবে ঠিক ঠিক ডাকা হয়। মোটে ক্ষুধাই হয় নি'—তাঁকে পাবে কি করে?"

নারায়ণ স্বামিজী—"ঠিক ঠিক অভাব বোধ কি করে হয়?"

মা—"সৎসঙ্গ করতে হয়। যাঁরা ভগবানকে পাবার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সঙ্গ করতে হয়। আর সেই সঙ্গে বিচারও রাখতে হয়, এই জগতের যাবতীয় বস্তু আমাকে স্থায়ী সুখ দিতে পারে না, কেবল মৃত্যুর দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এইরূপ বিচার সর্বদা করার চেষ্টা। এই জগতের সুখ ত আপেক্ষিক অর্থাৎ কোনও বস্তুর অপেক্ষা রেখে সুখ। সেই বস্তু না হলেই বা অভাব হলেই দুঃখ। আর এই জগতের যা কিছু সবই ক্ষণ ভঙ্গুর—এই আছে ত এই নেই। এইরূপ বিচার সর্বদা মনে রাখতে হয়। তবেই জগতের টান কমে যাবে আর ওদিকের টান বাড়বে।"

মা'র মুখে তবুও আজ কিছু কথা শুনিয়া সকলেই বিশেষ প্রীত হইলাম।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

রোগপীড়িতা মা

মা'র শরীর যেন কিছুতেই ভাল হইতেছে না। কানের মধ্যেও সর্বদাই একটা গম্ভীর শব্দ—যেন অনেকটা প্লেন চলিবার মত। সেই শব্দটা যেন মাথার মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। বাহিরের সামান্যতম শব্দও যেন অসুবিধার সৃষ্টি করে—কানের শব্দকে আরও বাড়াইয়া দেয়।

ডাঃ নাথ কান পুনরায় ভালভাবে পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মতে কানের [illegible] সহ নলটির যোগ আছে, ঠাণ্ডা

CC-0. In Public Domain. Sri Maa Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিয়া ঐ নলটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটু pump করিয়া বাহির হইতে জোরে বাতাস দিয়া ঐ নলটি খুলিয়া দিলে, কানের ও মাথার শব্দ কমিবার আশা।

এখন pump করিতে হইলে নাকের মধ্যে কোকেন জাতীয় একটি ঔষধ লাগাইয়া নিতে হয়, কিন্তু মুস্কিল এই যে মা'র শরীরে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ সহ্য হয় না—উহাতে কোন ফল ত হয়ই না বরং বিপরীত ফলই হয়। তবু ডাঃ নাথ রবারের একটি bulb পাঠাইয়া দিয়াছেন যদি হাওয়া দেওয়া সম্ভব হয়।

মা সর্বদাই প্রায় আপন ঘরেই থাকেন। সকালে এবং বৈকালে খেয়াল হইলে ২০।২৫ মিনিটের জন্য হয়ত একটু নাট মন্দিরের সম্মুখে গিয়া বসিলেন। মা'র ঘরের নিকটেও সকলের যাওয়া নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল। মা যেন অধিকাংশ সময় আপন ভাবেই পড়িয়া থাকিতে চাহিতেছেন।

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

দ্বিপ্রহরে ভোগের পরে মা একটু বাহিরে রৌদ্রে বসিয়াছেন। নারায়ণ স্বামিজীকে বলিলেন,—"ডাক্তার যে রবারের জিনিষটা পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা আন ত।"

পাম্পটি আনিয়া, মা'র সম্মতি লইয়া, নারায়ণ স্বামিজী (ঔষধ প্রয়োগ না করিয়াই) মা'র দক্ষিণ নাকে তিনবার এবং বাম নাকে দুইবার হাওয়া পাম্প করিয়া দিলেন। মা'র শরীরে এই ভাবে হাওয়া দিতে তাঁহারও বেশ ভয় করিতেছিল। কি-না কি হয়!

CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওয়া pump করিয়া দেওয়ার ফলে তখন অবশ্য বিশেষ কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু পরে শব্দটী যেন বাড়িয়াই চলিল। ভাল করিতে গিয়া আরও বিপরীত ফল হইল। মায়ের শরীরের উপর বাহিরের কোন রূপ প্রক্রিয়া চলে না, তাহা আমরা পূর্বেও বহুবার দেখিয়াছি। আর এই সবের প্রয়োজনও হয় না। শুধু মায়ের একটু খেয়াল হইলেই সব কিছু ঠিক হইয়া যায়। তাই মায়ের জন্য মায়ের নিকটই প্রার্থনা করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই—"মাগো তুমিই কৃপা করিয়া আমাদের জন্য নিজের শরীর সুস্থ রাখিবার খেয়াল কর।"

৩১শে ডিসেম্বর ১৯৫৬।

মা'র শরীর এবং ভাব দেখিয়া আমরা সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং ভীত। শরীর অপেক্ষাও ভাবের পরিবর্তনটাই যেন আমাদের নিকট অধিক আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। কেমন যেন একটা আনমনা ভাব। লোকের সঙ্গে ব্যবহারও পূর্বের ন্যায় নাই। কথা বার্তা ত একপ্রকার বন্ধই। মা'র মুখেও ঐ এক কথাই,—"যাহা হইয়া যায়।" এই সব কারণে সমস্ত আশ্রমেই একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। মা'র শরীর এবং ভাবের এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেকেই আসিয়াছেন। নানা স্থান হইতে চিঠি টেলিগ্রাফ সর্বদাই আসিতেছে। আমরা যে কি উত্তর দিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আর আমাদের কর্ত্তব্যই বা যে কী তাহাও জানি না।

এদিকে ঐ [illegible] উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কোন উপায় না পাইয়া নানা স্থানের ভক্তবৃন্দের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছি যেন তাহারা সকলে মা'র শরীরের সুস্থতার জন্য জপ আরম্ভ করিয়া দেয়। কবিরাজ মহাশয় এবং ডাঃ গোপাল দাদাও সর্বদাই আসা যাওয়া করিতেছেন কিন্তু তাঁহারাও যেন কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

বম্বে হইতে শ্রীযুক্ত বি, কে, শাহ (ভাইয়া) মা'র শরীরের এই অবস্থার সংবাদ পাইয়া গতকাল রাত্রিতে কাশী আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে শ্রীযুক্ত কানিয়া ভাই নামক একজন গুজরাটী ভদ্রলোকও আসিয়াছেন। ভাইয়ার নিকট একঘণ্টা সময়ের মূল্যও অত্যধিক। কিন্তু তবুও তিনি মায়ের নিকট থাকিবার জন্য এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। সোলনের রাজা সাহেবও (যোগীভাই) আজ প্রায় ৬।৭ দিন ধরিয়া মা'র নিকটেই আছেন। সকলেই মা'র জন্য বিশেষ চিন্তিত।

আজ সকাল বেলা মা'র চেহারাটা তবু যেন কিছু প্রফুল্ল মনে হইল। রাত্রিতে সামান্য একটু শুইবার ভাবও ছিল।

ভাইয়াকে মা'র ঘর ছাড়িয়া দিয়া গতকাল হইতেই মা আবার পূর্বের ন্যায় পশ্চিমের দালানে নিজের ঘরেই আছেন। এই দালানে থাকিলে তবু আমি মা'র নিকটে কখনো কখনো যাইতে পারি, কিন্তু হরিবাবার ওদিকে থাকিলে ত কিছুই করা যায় না। কারণ ওদিকে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ। মা'র এইরূপ ভাব দেখিয়া ছেলে-মেয়েরাও মা'র নিকটে যাইতে সাহস পাইতেছে না। মা'র এইরূপ গম্ভীর মূর্ত্তি এবং মৌন ভাব বহুদিন আমরা দেখি নাই।

কলিকাতা হইতে চিত্রা আসিয়াছে। মা তাহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করেন। মা'র নিকট হইতে সে অপরিসীম স্নেহ-আদর এবং কৃপা লাভ করিয়াছে। সময়ে সময়ে [illegible] চিত্রা [illegible] বন্ধু বলিয়া

CC0. In Public Domain. Shri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডাকিয়া ডাকিয়া কত খোঁজ খবর ল'ন—কত কথা বলেন, কিন্তু এখন যেন মা চিনিতেই পারেন না। কে কাহার বন্ধু? কোথায় আমরা সকলে? চিত্রা বেচারী মা'র এই ভাব কখনও দেখে নাই, সে ত দিনরাত কাঁদিয়াই আকুল। আমরাও কিছুই ভাবিয়া পাই না, মা'র ভাবের এই পরিবর্ত্তন কেন? আমাদেরই কৃত কোনও অপরাধের জন্যই মা'র শরীর ও মনের এই অবস্থা।

ডাঃ গোপাল দাদা প্রস্তাব করিলেন কলিকাতা হইতে একজন বড় চিকিৎসক এবং একজন কানের বিশেষজ্ঞ আনাইয়া দেখান হউক। মা ঔষধ না হয় ব্যবহার নাই করিলেন কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞ মতামতটি ত অন্ততঃ পাওয়া যাইবে। ভাইয়াও বলিলেন যে বম্বে হইতেও বড় বড় বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন হইলে আনাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমার চিকিৎসার জন্যই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বেচ্ছায় কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। প্লেনে করিয়া বম্বে দিল্লী হইতে কত বড় বড় চিকিৎসক আসা-যাওয়া করিয়াছে। আজ মা'র এইরূপ অবস্থা, তাহাতে সকলেই যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা করিতে বলিবে ইহাতে আর আশ্চর্য হইবার কি আছে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সকলে পরামর্শ করিয়া রাত্রিতে কলিকাতার অনিল গাঙ্গুলীর নিকট ফোন করা হইল। মায়ের এই অবস্থায় কলিকাতা হইতে বড় চিকিৎসকদের মধ্যে অন্ততঃ দুইজনকে যদি কাশীতে আনা সম্ভব হয় সেই বিষয়ে তিনি যেন ডাঃ সুধীন মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া রাখেন। আগামীকাল সকালে আবার ফোন করিয়া সঠিক সংবাদ দেওয়া হইবে কথা হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

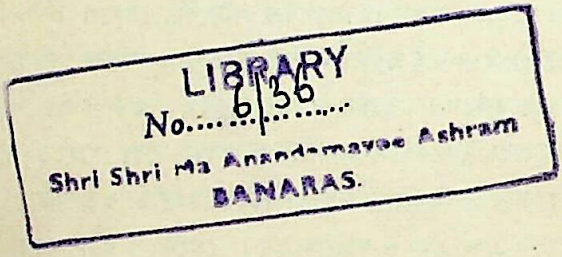

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

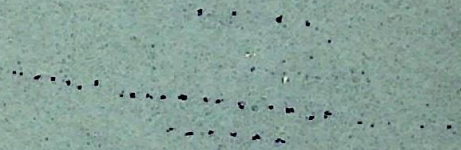

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mata Anandamayee Asram. Bhadaini
Varanasi U.P. Library book.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

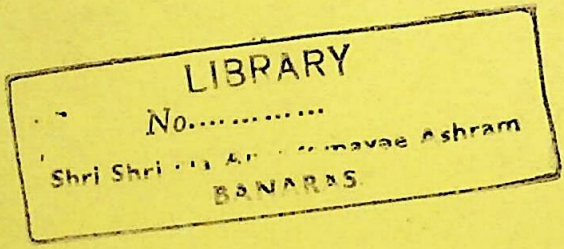

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

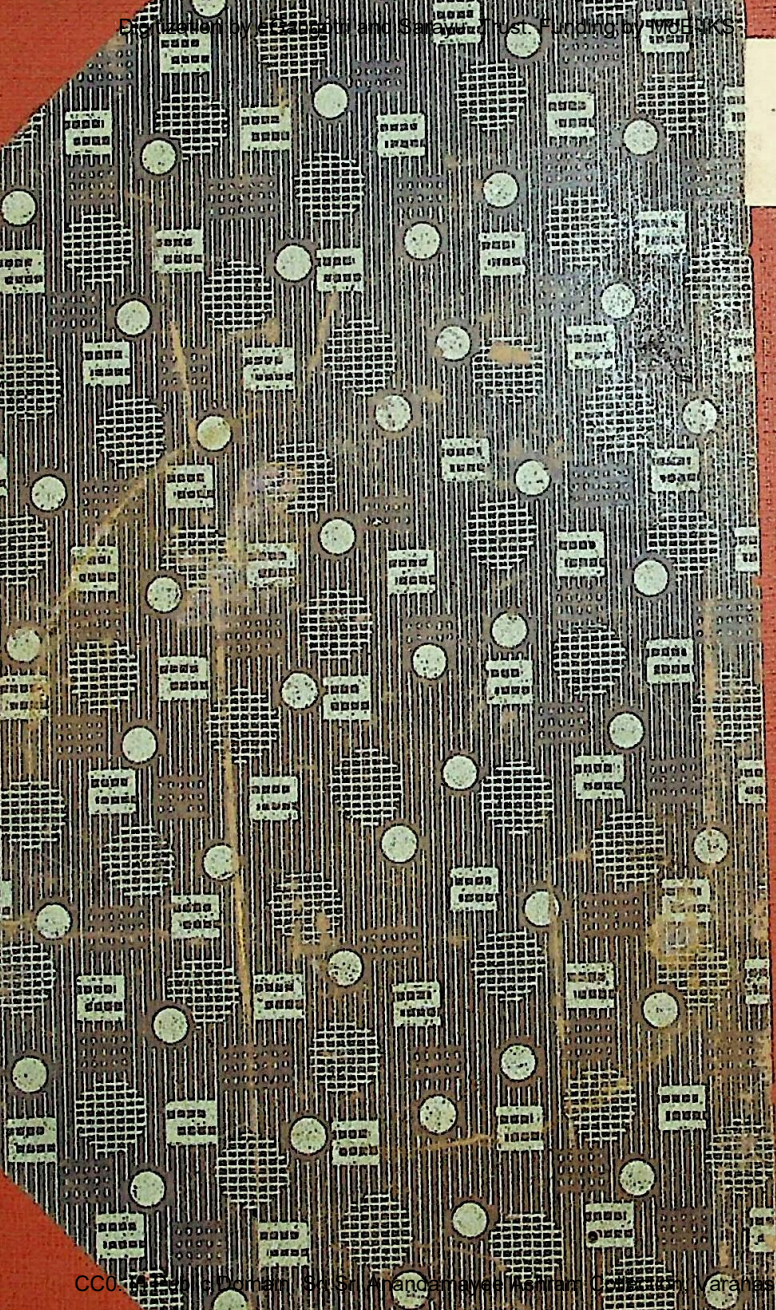

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi